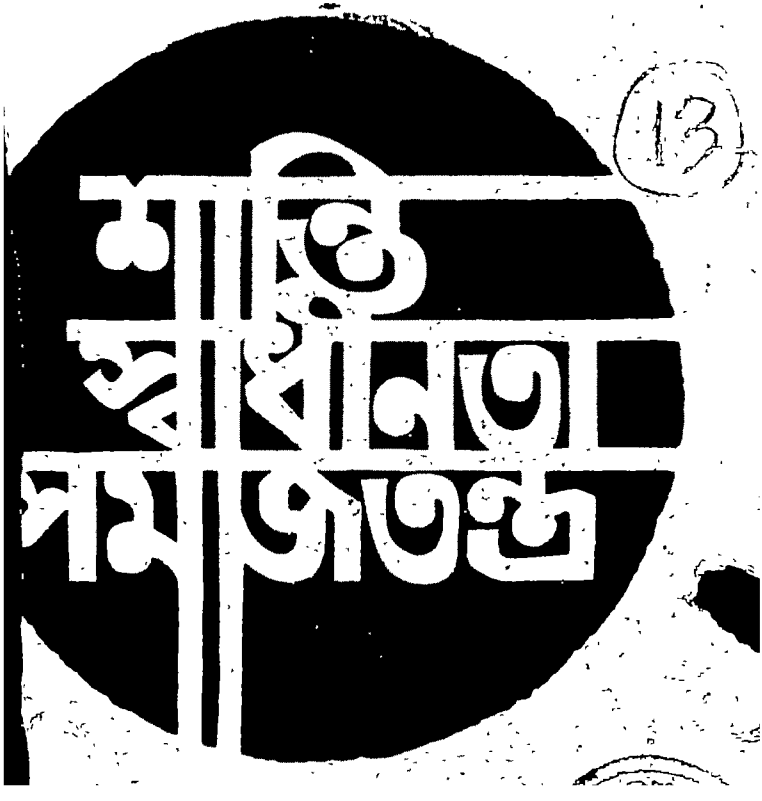
13
শান্তি
স্বাধীনতা
সমাজতন্ত্র

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র

৯ম বর্ষ নভেম্বর, ১৯৭৯ ১১শ সংখ্যা

সূচীপত্র

CUK-HO5284-13-P36247

মোহাম্মদ ফরহাদ : বাংলা দেশের পথ বিঘ্নসঙ্কুল ৩
Mohammad Farhad : The Difficult Path of Bangladesh ; W. M. R

মত-বিনিময় : আলোচনা

এর্নস্ট ভাইমার : মধ্যবর্গ ও বিপ্লবী আন্দোলন ১৭
Ernst Wimmer : The Middle Strata and the Revolutionary Movement ; W. M. R

: বর্তমান সাম্রাজ্যবাদ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ (আন্তর্জাতিক তত্ত্বগত আলোচনাচক্র) ৩২
: Present-day Imperialism : Theory and Practice (International Theoretical Symposium ; W.M.R

জোসে গোমেস, জুলিও ল্যাবোর্ডে
কার্লোস নুনেজ আনাভিটার্টে : ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের প্রধান শত্রু ৫৯
Jose Gomes, Julio Laborde
Carlos Nunez Anavitarte : Archenemy of the Latin American Peoples ; W. M. R

পার্টি

কার্লোস ব্রিটো : পার্লামেন্টে কমিউনিস্টরা ৭১
Carlos Brito : Communists in Parliament ; W. M. R

ALL-INDIA PEOPLE'S RESISTANCE FORUM

পত্র-পত্রিকা

: কমিউনিস্টদের লড়াইয়ের হাতিয়ার

: Communist's Conbat Weapon ;
W. M. R

অগাস্টিন্‌হো নেটোর স্মরণে ১০

: In Memory of Agostinho Neto ;
W. M. R

: জোট-নিরপেক্ষ ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলনে
ফিদেল কাস্ত্রোর ভাষণ ১৫

P 36247

সম্পাদক : জ্যোতি দাশগুপ্ত

প্রাপ্তিস্থান
মনীষা গ্রন্থালয় প্রাঃ লিমিটেড
৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলকাতা-৭৩

সম্পাদকীয় দপ্তর
৪/৩এ, ওরিয়েন্ট রো
কলকাতা-১৭
৪৪-৮৭৬৬

মূল্য : ১.০০ [এক টাকা]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮, বিপিনবিহারী গা
স্ট্রীট, কলকাতা-১২ থেকে অজয় দাশগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও কালান্তর প্রে
৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭, অনিল ভঞ্জ কর্তৃক মুদ্রিত।

বাংলাদেশের পথ বিঘ্নসঙ্কুল

মহম্মদ ফরহাদ
সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি,
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

ছ'বছর আগে ৭৩ সালে আমাদের পার্টি দ্বিতীয় কংগ্রেসে বাংলাদেশের জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কার্যক্রম ও রণনীতি গ্রহণ করেছিল এবং এর মধ্য দিয়ে অপুঁজিবাদী বিকাশের ধারায় সমাজতন্ত্র অর্জনের জন্যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিল। বর্তমানেও আমরা এই সুদূর প্রসারী লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যেই কাজ করে যাচ্ছি এবং আমাদের দেশের সামাজিক বিকাশকে প্রগতিশীল পথে নিতে চেষ্টা করছি। দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরে বহু ঘটনা ঘটে গিয়েছে। বিগত বছরগুলি আমাদের পক্ষে তেমন অনুকূল হয় নি। এই বছরগুলিতে আমাদের দেশবাসীর জীবনে অবস্থার পরিবর্তনের জন্যে এবং শ্রমজীবী জনগণের একটা উত্তম ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আমাদের পার্টি কঠোর সংগ্রাম করে আসছে। এতে প্রায়ই অপ্রত্যাশিত বাঁকের সম্মুখীন হতে হয়েছে পার্টিকে।

সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে দু'বছর যেতে না যেতেই দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অবস্থাতে পার্টির রণনীতি-বাস্তবায়নের জন্যে কতকগুলো সুবিধাজনক উপাদান পাওয়া গিয়েছিল। পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস নিম্নোক্তভাবে সেই অবস্থার পরিমাপ করেছিল :

"স্বাধীনতা অর্জনের ফলশ্রুতি হিসেবে বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদের এবং বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পাকিস্তানী আমলের জড়িয়ে-পড়া অসম অর্থনৈতিক ও সামরিক চুক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটা স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বিত হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

সমস্ত দেশীয় ব্যাঙ্ক ও বীমা সহ পাট, সুতিবস্ত্র ও চিনিশিল্প এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা ষাটভাগ জাতীয়কৃত হয়েছে। এই সব ক্ষেত্রে বাঙালী

পুঁজিপতিদের সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সরকার ব্যক্তিক শিল্পোদ্যোগে পুঁজি বিনিয়োগের সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে ৩৫ লক্ষ টাকা। ব্যক্তিক শিল্পোদ্যোগে বিদেশী পুঁজির সঙ্গে সহযোগিতাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সব ব্যবস্থার ফলে পুঁজিবাদের বল্গাহীন প্রসারের পথরোধ করা হয়েছে। জাতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রীয় খাত সমগ্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্বমূলক ভূমিকা নিচ্ছে।"

পার্টি-কংগ্রেস শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারের গৃহীত ব্যবস্থা সমূহের তাৎপর্যকে চিহ্নিত করে। এই ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পরিবার প্রতি জমির উর্দ্ধসীমা ১০০ বিঘা বা ৩৩ একরে বেঁধে দেয়া, ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকদের কর থেকে অব্যাহতি, খাজনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অসহণীয় ইজারাদারী প্রথার বিলোপ ইত্যাদি।

এই বছরগুলোতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল, বাংলাদেশ গণ-প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত শাসকদল আওয়ামী লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) যুক্তফ্রন্টে সম্মিলিত হয়েছিল।

কিন্তু এই সময়ে ইতিমধ্যেই নেতিবাচক ব্যাপারেরও উদ্ভব ঘটে। পরের দিকে সেই ব্যাপারগুলো বৃহদাকার ধারণ করে। অর্থনৈতিক অবস্থা তখনও সঙ্গীন। যুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং ফসল হানির দরুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিদারুণভাবে পর্য্যুদস্ত হতে থাকে। কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনে যুদ্ধপূর্বকালের স্তরের পুনঃপ্রতিষ্ঠাও খুবই কষ্টকর হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেল এবং অন্যান্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির ফলে অবস্থার আরও অবনতি হয়। অবশ্য, সরকারের তরফেও কিছু কিছু ব্যর্থতা ও ভুলভ্রান্তি এতে যুক্ত হয়েছিল। আমলা এবং ধনিক বণিকদের দুর্নীতি ও মুনাফাবাজী বেশি বেশি করে জাঁকিয়ে উঠেছিল। শাসকদলের একটা অংশেও দুর্নীতি জাঁকিয়ে উঠেছিল।

জনগণের জীবনে সংকটের বোঝা এসব কিছুর দরুন কয়েক গুণ বেড়ে যায়। জনসাধারণের এবং বিশেষ করে শ্রমজীবীদের প্রকৃত আয় সামান্য থেকে সামান্যতর হতে থাকে, অপরদিকে জীবনধারণের ব্যয় বাড়তে থাকে।

---

* সেই সময়ে ১ ডলারের দাম ছিল ৭·২৮ টাকা

দেশের স্বাধীনতা এবং প্রগতির শত্রুরা পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চেষ্টা করে। সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরা, মাওবাদী চীনের অনুসারীরা, চরমপন্থীরা এবং প্রতিক্রিয়াশীলেরা একযোগে দেশে একটা অরাজক অবস্থা-সৃষ্টির প্রচেষ্টায় মেতে ওঠে। এরা এদের প্রচারাভিযানকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং প্রতিবেশী ভারতের বিরুদ্ধে প্রধানত কেন্দ্রীভূত করে। এরা গুণ্ডাবাজীকে প্রশ্রয় দিয়ে, ব্যাঙ্ক লুঠ করে, পুলিসের থানা আক্রমণ করে এবং এমনকি খোলাখুলিভাবে গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়েও দেশে সন্ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়াস পায়। চরম বাম এবং চরম দক্ষিণ উভয়েই আমাদের যুক্তফ্রন্টের ওপর হামলা চালাতে থাকে। ফ্রন্টকে সক্রিয় করার পথে শাসকদলের একটা অংশও অন্তরায় সৃষ্টি করতে শুরু করে দেয়। এরা এমনকি যুক্ত ফ্রন্ট ভেঙ্গে দেবার জন্যে চাপ সৃষ্টি করে। এর ফলে যুক্তফ্রন্ট কোনো সময়েই সক্রিয় হতে পারে নি।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই পার্টি কঠিন এবং অশুভ সমস্যাবলীর সম্মুখীন হয়। একটা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে ১৯৭৪ সালে। বাংলাদেশের সামাজিক অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে কতকগুলো নেতিবাচক ঘটনা সাংঘাতিক ভাবে প্রকাশ পায়। প্রথমেই আমি প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া এবং পেটিবুর্জোয়াশ্রেণীর লোকজনের সহসা সক্রিয় হয়ে ওঠার ব্যাপারটার উল্লেখ করবো।

শাসক আওয়ামী লীগ-দলকে বাঙ্গালী পুঁজিপতিদের একটা অংশ সমর্থন করে আসছিল। এরা নিজেদের শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেছিল। একথা সত্য যে, বাঙ্গালী পুঁজিপতিরা ইতিপূর্বে কোনো সময়েই খুব বেশি শক্তিশালী ছিল না। এদের মধ্যে অল্প কয়েকজনেরই মাত্র পুঁজি ছিল ১০ থেকে ১৫ কোটি টাকা (এর বর্তমান মূল্য ২৫ থেকে ৩০ কোটি টাকা)। এদের অনেকেই পাট, সুতিবস্ত্র এবং এধরনের আরও কিছু শিল্পের মালিক ছিল। এরা অবশ্য রাষ্ট্রের টাকাতেই পুঁজিপতি হয়েছিল। এদের খাটানো টাকার শতকরা ৭০ থেকে ৮০ ভাগই আসতো সরকারি উৎস থেকে। এই কারণেই এরা জাতীয়করণ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার মতো শক্তিশালী ছিল না। জনগণ জাতীয়করণের পক্ষে থাকার দরুনও এই পুঁজিপতিরা চুপ থেকে গিয়েছিল। জাতীয়করণের পরে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প পুঁজিপতি-উদ্যোক্তাদের পরিচালক নিযুক্ত করায় এরা বেশ আরামেই জীবনযাপন করতে থাকে। এরা

ব্যক্তিগত আয়ের জন্যে নতুন নতুন উপায়ের সন্ধান করে। ধনসম্পদবৃদ্ধির প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায় দুর্নীতি। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরে চার বছরে বৈদেশিক সাহায্য হিসেবে যে ৪০০ কোটি ডলার সাহায্য পেয়েছিল*, তার শতকরা ৩০ ভাগ রাষ্ট্রীয় তহবিল তছরূপের মারফত মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীর পকেটস্থ হয়। এই ধরনের দুর্নীতির ফলে আমলাতন্ত্রের পুঁজির প্রসার ঘটে। এর ফলশ্রুতিতে একটা নব্য ধনিকগোষ্ঠী জাঁকিয়ে ওঠে। এই ধারা আজও চলছে।

যে পুঁজিপতিদের অংশটা স্বাধীনতাকে সমর্থন করেছিল এবং আওয়ামী লীগকে মদত দিয়েছিল, তারা এভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জাতীয়কৃত রাষ্ট্রীয় খাতের বাইরে বিশেষ করে ব্যবসাবাণিজ্যে যেসব ব্যক্তিক উদ্যোগের সুযোগ ছিল, এই পুঁজিপতিরা সেগুলির পুরোপুরি সুযোগ নেয়। আওয়ামী নেতাদের একটা অংশের মধ্যে যে দুর্নীতি ও মুনাফাবাজী দেখা দিয়েছিল, এই পুঁজিপতিরা তাতে উৎসাহিত হয়। এই সঙ্গে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং এই ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান দেশের বৈদেশিক সাহায্যের প্রধান উৎস থেকে যাবার ফলে এবং তাদের নীতির দরুণ অবস্থাটা নব্য পুঁজিপতি শ্রেণীর মনোমত হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিদেশী পুঁজিপতিচক্র এবং উপরোক্ত বাঙ্গালী পুঁজিপতিরা সরকারের ওপর অবিশ্রান্তভাবে চাপ সৃষ্টি করছিল। এর ফল ফললো। ১৯৭৪ সাল থেকে সরকার পুঁজিবাদী ব্যক্তিক উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা দিতে আরম্ভ করলো। জাতীয়কৃত খাতের অন্তর্ভুক্ত কতকগুলো শিল্পে "বিশেষীকৃত শিল্পের" নামে ব্যক্তিগত পুঁজির বিনিয়োগ অনুমোদিত হলো, এবং কয়েকটি জাতীয়কৃত কারখানাকে 'বিশেষ ধরনের' শিল্প বলে ঘোষণা করে ব্যক্তিগত মালিকানায় ফেরত দেয়া হলো। ব্যক্তিগত পুঁজি বিনিয়োগের উচ্চসীমা ৩ কোটি টাকায় উন্নীত করা হলো। দেশীয় এবং বিদেশী পুঁজির সহযোগিতার ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে দেয়া হলো। এই সময়েই বাঙ্গালী মালিকদের একাংশ, আমলাতন্ত্র, এবং ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত কোন কোন রাজনৈতিক নেতা জাতীয়করণের নীতিকে জনসাধারণের মধ্যে অপ্রিয় করে তোলার জন্যে

---

* ১৯৭৯ সালে এক ডলারের মূল্য ১৫'৩১ টাকা।

উঠে পড়ে লাগে। জাতীয়করণের নীতি ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে। এর কারণ জাতীয়কৃত শিল্পে সরকার অনুদান বৃদ্ধি করলেও, পুঁজিপতি পরিচালকবৃন্দ এবং আমলাতন্ত্রের পুঁজিপতিচক্রের যোগসাজসের ফলে উৎপাদন-বৃদ্ধি খর্বিত হয়।

বাস্তব অবস্থাটা এই দাঁড়ায় যে, শুধু জাতীয়করণের নীতিই জনপ্রিয়তা হারায় না। কৃষির ক্ষেত্রে সরকারের ঘোষিত ব্যবস্থাও একই কারণে জনপ্রিয়তা হারায়। ফলে, কৃষিক্ষেত্রে কোন জোরালো পরিবর্তন ঘটলো না। জমির মালিকানার সর্বোচ্চ মাত্রা বেঁধে দেয়ার ব্যাপারটা আকাঙ্খিত ফল পেল না। অন্যদিকে জমি হারানোর ব্যাপারটা চলতেই থাকে এবং ক্ষুধার জ্বালায় গরীবচাষীরা তাদের যা কিছু জমিজিরাত সবই মহাজন এবং ধনী কৃষকদের কাছে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। উপরন্তু গ্রামীন জনগণের ওপর নেমে এসেছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের উপর্যুপরি আঘাত। এই সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কর্তৃপক্ষীয়দের ব্যর্থতা ও ভুলভ্রান্তি, সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের মধ্যে মুনাফাবাজী ও দুর্নীতি। এই সবকিছুর পুঞ্জীভূত ফল হয়েছিল ১৯৭৪ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসের বিপর্যয়কর দুর্ভিক্ষ। সরকারী হিসাবেই বলা হলো দুর্ভিক্ষে ২৭,৫০০ প্রাণ গিয়েছে। প্রকৃত সংখ্যা ছিল কয়েক লক্ষ। সরকারী রিলিফ-ব্যবস্থা পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে পারেনি।

এই বিপর্যয়কর ঘটনাগুলো দেশের রাজনৈতিক জীবনে প্রভাব ফেলেছিল বেশ জোরালোভাবেই। ১৯৭৪ সালের হেমন্তের মৌসুমে আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বলেছিল 'সরকার ব্যর্থ হয়েছে'। এই ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরের সংকট। এই দলের প্রতি জনসাধারণের আস্থা হ্রাস পাচ্ছিল, যদিও শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি অটুট ছিল। এই সংকটের পরিস্থিতির জন্যে জনসাধারণ মুজিবকে দায়ী না করে তাঁর দলকে দোষ দিচ্ছিল। জনসাধারণ ভাবছিল মুজিব কেন তাঁর দলকে চালাতে পারছেন না, কেন তিনি তাঁর অনুগামীদের ওপর কঠোর হচ্ছেন না? সত্যকার সৎ, দক্ষ এবং প্রগতিশীল সদস্য নিয়ে দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত মৌল সমস্যাগুলোর সমাধানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত সরকার গঠন এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের জন্যে আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলাম।

১৯৭৫ সালের শুরুতে শাসনতন্ত্রের—কিছুটা বিতর্কিত—চতুর্থ সংশোধনী গৃহীত হবার পরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে কতকগুলো পরিবর্তন ঘটলো। পার্লামেন্টারী প্রথাসিদ্ধ শাসনের জায়গায় প্রেসিডেন্টের শাসন-পদ্ধতির প্রবর্তনের পরে শেখ মুজিবুর রহমান প্রসারিত ক্ষমতা নিয়ে বাংলাদেশ গণ-প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হলেন। আমলাতন্ত্রের এবং বিচার বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস করা হলো। প্রত্যেকটি জেলা-প্রশাসনের শীর্ষে রাজনৈতিক গভর্ণর বসানো হলো। ফেব্রুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হলো। এদের পরিবর্তে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকসাল নাম দিয়ে একটিমাত্র জাতীয় পার্টি গঠিত হলো।

দেশের এবং আমাদের পার্টির জন্যে এই নতুন পরিস্থিতি কী অর্থ বহন করে নিয়ে এলো?

জনসাধারণ আশা পোষণ করলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান একটা পরিবর্তন আনার জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছেন। তাঁরা অবশ্য আশাহতও হলেন যখন দেখা গেল যে, তাঁরা যাদের উপরোক্ত দুর্দশার জন্যে দায়ীদের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করছিলেন সেইসব লোকও বাকসালের কেন্দ্রীয় সংগঠন সমূহে অন্তর্ভুক্ত রয়ে গিয়েছে। আমাদের পার্টি থেকে মাত্র একজনকে এবং ন্যাপের পাঁচজনকে বাকসালের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নেয়া হয়। জনাব তাজউদ্দীনকে জনসাধারণ সৎ বলে মনে করলেও তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য সমস্ত আওয়ামী লীগ নেতাকেই বাকসালের কমিটিগুলোতে নিয়ে নেয়া হয়। একটিমাত্র পার্টির ব্যবস্থা এবং পার্লামেন্টারী পদ্ধতি থেকে প্রেসিডেন্ট-পদ্ধতিতে যাওয়ার ঔচিত্য নিয়ে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে সংশয় ছিল। জনসাধারণের একটা বড় অংশে প্রশ্ন ছিল, প্রেসিডেন্টের প্রথা কর্তৃত্ববাদের দিকে যাচ্ছে কিনা?

সেনাবাহিনীর মধ্যে ইতিমধ্যে একটা মনোভাব দেখা দিয়েছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমান তাদের রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে সমভাবে দেখছেন না। তাদের মনে এমন একটা ধারণাও হয়েছিল যে, রক্ষীবাহিনীকে জাঁকালো করা হচ্ছে, অথচ সেনাবাহিনীর লোকেদের কষ্ট করতে হচ্ছে এবং বেতন ও অনুদান, সাজ-পোষাক ও নানারকম সুবিধা সংক্রান্ত সংপ্রশ্নগুলির সন্তোষজনক মীমাংসা হচ্ছে না। সেনাবাহিনীর যেসব লোক মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরা

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। শাসকদলের একটা অংশ যে রাতারাতি বড়লোক হয়েছিল সেটা তাঁদের নজর এড়ায়নি।

দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরে কমিউনিস্ট পার্টি প্রায় একটা বছর নিয়ম মাফিক কাজ করার সুযোগ পেয়েছিল। এই সংক্ষিপ্ত সময়ে পার্টি অধিকতর শক্তিশালী হয়েছিল। সদস্য সংখ্যা দ্বিগুণে পরিণত হয়েছিল। কমরেডদের মতাদর্শগত মানবৃদ্ধির জন্যে আমরা লেনিনের নামে একটি পার্টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম। গ্রামাঞ্চলে পার্টি-সেল গঠন এবং কলকারখানায় পার্টি সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। কৃষক, ছাত্রসমাজ, বুদ্ধিজীবী ও নারীদের মধ্যে বিস্তৃতভাবে পার্টির কাজ চালানো হচ্ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে ঐক্যের নীতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শাসকদলের কাজকর্মের মধ্যেকার নেতিবাচক ধারাগুলির বিরুদ্ধতা করছিলাম। ১৯৭৪ সালের নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের পার্টি বেশকিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করেছিল। সরকারি সাহায্যের অংশ হিসেবে দুর্ভিক্ষ পীড়িত অঞ্চলগুলিতে সোভিয়েত হেলিকপ্টারের সাহায্যে এগুলো বিলিও করা হয়েছিল। একই সঙ্গে আমরা চরম বাম ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের তথা মাওবাদী এবং সাম্রাজ্যবাদী এজেন্টদের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়াই চালিয়েছিলাম।

বাকসাল গঠিত হবার পরে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য সহযোগী পার্টির কাজ বন্ধ হলো। মাওবাদীরা এবং দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলরা সরকারের বিরুদ্ধে তাদের গোপন কাজকর্ম কিন্তু চালিয়ে যেতে লাগলো। রাজনৈতিক ব্যবস্থাতে রদবদলের দরুন 'কি হবে কি হবে না' ধরনের পরিস্থিতির সুযোগকে স্বাধীনতা ও প্রগতির শত্রুরা তাদের ষড়যন্ত্রমূলক কাজে ব্যবহার করলো।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট একদল সামরিক অফিসারের ক্ষমতা দখলের পরে একটা সম্পূর্ণ নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। সেইদিনই সারাদেশে সামরিক আইন জারী হয়েছিল। সমস্ত রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও বাকসাল নিষিদ্ধ হয়েছিল। আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের অন্যতম খোন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতাসীন হলো।*

* পরবর্তীকালে এই ব্যক্তি তার নিজস্ব পার্টি ডেমোক্রাটিক লীগ গঠন করেছে।

অনেকে মনে করতো, খোন্দকার মোশতাক আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ট বন্ধু। কিন্তু কমিউনিস্টরা এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিকশক্তি সবসময়েই তাকে সাম্রাজ্যবাদের অনুচর, দক্ষিণপন্থী এবং প্রতিক্রিয়াশীল বলে বিবেচনা করে আসছিল। এই ব্যক্তি যে ক'দিন ক্ষমতায় ছিল, তারই মধ্যে প্রমাণ দেয় যে আমাদের এই বিবেচনা সঠিক ছিল। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর অবশ্য আরেকটা সামরিক অভ্যুত্থানে তার পতন ঘটলো। যে সামরিক অফিসাররা শেখ মুজিবের হত্যাকে সংগঠিত করেছিল এবং মোশতাককে সমর্থন দিয়েছিল, তাদের দেশ ছাড়তে হল।

শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা এবং এর পরে পরেই কয়েকটা সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে দেশে একটা অরাজকতার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই উথাল পাথালে গণতান্ত্রিক এবং প্রগতিশীল পার্টিগুলির বিরাট ক্ষতি সাধিত হয়। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের ঘটনাবলীর পরে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে সোজাসুজি হামলা চালানো হয়। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ছিল মোশতাকের শাসনের শেষদিন। এই ৩রা নভেম্বরের রাতে আওয়ামী লীগের অবিসম্বাদী নেতা তাজউদ্দীন, মনসুর আলি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং কামরুজ্জামানকে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে বিনা বিচারে হত্যা করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধেও তীব্র রাজনৈতিক প্রচারাভিযান চালানো হয়। প্রতিক্রিয়ার এই ফেনায়িত কাণ্ডকারখানার মধ্যেই কমিউনিস্টরা সারা দেশ জুড়ে তাদের কাজকর্মকে সংগঠিত এবং সক্রিয় করতে চেষ্টা করে।

১৯৭৫ সালের ৭ই নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মুজিব সরকার তাঁকে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব ষ্টাফ হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। এই সামরিক অভ্যুত্থানে অতিবামপন্থী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল এবং দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলিও অংশ নেয়। প্রত্যেকটি গ্রুপই পরিস্থিতিকে নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। ক্রমে ক্রমে জিয়াউর রহমান তাঁর অবস্থানকে শক্তিশালী করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি প্রধান সামরিক শাসক হন এবং এর পরে প্রেসিডেন্ট।

১৯৭৬ সালের গ্রীষ্মকালে সরকার একটা রাজনৈতিক দল-সংক্রান্ত বিধি জারী করে। সরকার একাধিক পার্টির গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং উপযুক্ত সময়ে সামরিক আইন প্রত্যাহারের ইচ্ছা প্রকাশ করে। এর পরেই কুড়িটি পার্টি বৈধভাবে কাজ করার অনুমতি পায়। এদের মধ্যে থাকে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে নিষিদ্ধ মুসলিম লীগ ও জামাত ইসলামী। কমিউনিস্ট পার্টিকেও বৈধভাবে কাজ করতে দেয়া হয়। নানারকমের বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও আমরা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের রাজনৈতিক মতামত ও কার্যক্রম সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করার চেষ্টা করি। পরিস্থিতির জটিলতার কথা চিন্তা করে আমরা সরকারের সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা এড়িয়ে যাই। তবে আমরা সরকারের গণবিরোধী নীতিগুলির সমালোচনা করি খোলাখুলি ভাবেই। মাওবাদীরা এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলেরা ক্রমাগত সরকারকে আমাদের বিরুদ্ধে উস্কে দেবার চেষ্টা করে। তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালিয়ে জনগণ ও দেশের সমস্ত সমস্যা এবং দুঃখকষ্টের দায়িত্ব সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের ওপর চাপিয়ে দেয়। সরকারের এবং মাওবাদীদের ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের কতকগুলো কার্যকলাপ আমাদের সদস্যবৃন্দ এবং অনুগামীদের মনে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। যেকোন রকমের প্ররোচনা থেকে তফাতে থাকার জন্যে আমরা আমাদের সদস্যবৃন্দকে সাবধান করে দেই এবং আরও বেশি ধৈর্য ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ চালাবার জন্যে আহ্বান জানাই। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ১৯৭৭ সালের ১৪ই অক্টোবর সরকার আমাদের পার্টিকে বেআইনি বলে ঘোষণা করে। ১৯৭৭ সালের ২রা অক্টোবর যে ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানকে আমরা নিন্দা করেছিলাম, তাতে আমরা জড়িত রয়েছি বলে অজুহাত তুলে এই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডেন্ট মনি সিংকে এবং আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সরকারের এই নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ অবশ্য আমাদের পার্টিকে রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি, কারণ জনগণ ও গণতান্ত্রিক মহলগুলি সামাজিক জীবনে আমাদের ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত ছিল। আমাদের পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও আমাদের কারামুক্তির দাবী মুখর থেকে মুখরতর হচ্ছিল। আমাদের স্বদেশের বিভিন্ন বন্ধুস্থানীয় পার্টি এই

দাবীতে শরিক হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিশ্বের অন্যান্য ভ্রাতৃস্থানীয় কমিউনিস্ট ও শ্রমজীবীদের পার্টিগুলিও আমাদের সংগ্রামকে সমর্থন জানায়। দেশের ভিতরের ও বাহিরের এই জনমতকে সরকার উপেক্ষা করতে পারেনি। কমরেড মনি সিংকে ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়। আমার তরফ থেকে একটি লিখিত আবেদন-পত্র পেশ হবার পরে বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্ট আমার বিরুদ্ধে আনীত সরকারের অভিযোগ নাকচ করে আমার মুক্তির আদেশ দেন। ছমাস পরে কারাগার থেকে আমাকে মুক্তি দেয়া হয়। আমাদের পার্টির ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা ওঠাবার জন্যে আমরা একটা আন্দোলন গড়ে তুলি। দেশের সর্বত্র হাজার হাজার লোক এই আন্দোলনকে সমর্থন করেন। ১৯৭৮ সালের নভেম্বর মাসে আমাদের পার্টি 'সি পি বি' আইনসঙ্গত হয়।*

১৯৭৮ সালের জুন মাসে দেশে একটি প্রেসিডেন্টীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জিয়াউর রহমান-কর্তৃক গঠিত জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট স্থাপিত হয় তাঁর সমর্থক পার্টি সমূহ ও গ্রুপগুলি নিয়ে। এই ফ্রন্ট জিয়াউর রহমানকে প্রেসিডেন্ট-পদের জন্যে মনোনীত করে। প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে আরেকজন প্রার্থী হন জেনারেল ওসমানী (অবসর প্রাপ্ত)। দেশে তাঁর ভাবমূর্তি রয়েছে একজন সৎ ও গণতান্ত্রিক নেতা হিসেবে। তাঁকে মনোনীত করে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট। এই ফ্রন্টে থাকে আওয়ামী লীগ, জেনারেল ওসমানীর নিজস্ব দল 'জনতা' পার্টি, ন্যাপ (মোজাফ্‌ফর) এবং অন্যান্য সংগঠন। আমাদের পার্টি এই সময়ে নিষিদ্ধ থাকলেও আমরা আনুষ্ঠানিকভাবেই এই ফ্রন্টে যোগদান করি। এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ আমাদের জন্যে এ কারণেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এই গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মঞ্চ থেকে আমাদের পার্টিকে আইন সঙ্গতকরার দাবী জানাবার একটা সুযোগ পান আমাদের সাথীরা। জেনারেল ওসমানী যথেষ্ট সংখ্যক (৪৪ লক্ষ) ভোট পেয়েছিলেন। কিন্তু

* সি পি বিকে আইনসঙ্গত করার দাবীতে কমিউনিস্টদের সংগ্রাম সম্বন্ধে ডব্লিউ. এম. আর-এর ১৯৭৯ সালের জুন সংখ্যায় প্রকাশিত মুজিবুর রহমানের লেখা "আমরা বাংলাদেশের জন্যে কি চাই" নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সামরিক আইন জারী থাকার অবস্থায় জিয়াউর রহমানের জয় অবধারিতই ছিল।

এর পরে যখন ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বরে পার্লামেন্টের নির্বাচন হবে বলে ধার্য হলো, তখন সরকারের বাইরের সমস্ত রাজনৈতিক দল নির্বাচন বয়কটের স্লোগান দিল। এর উদ্দেশ্য ছিল, সরকারকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের নিশ্চয়তা জ্ঞাপনে এবং কতকগুলি গণতান্ত্রিক দাবী মেনে নিতে বাধ্য করা। এই দাবীগুলি ছিল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, সামরিক শাসন রদ, সেনাবাহিনী থেকে জিয়াউর রহমানের ইস্তফা এবং একটি বেসামরিক সরকার গঠন।

বয়কট আন্দোলনের ফলে কিছু সুযোগসুবিধা অর্জিত হলো। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কমিউনিস্টরা তাদের পত্রিকা 'একতা' পুনঃ-প্রকাশের অধিকার পেল, ঢাকা নগরীর কেন্দ্রে অবস্থিত পার্টির সদর দফতর ফিরে পেল। বাকসাল গঠিত হবার পরে অন্যান্য পার্টির সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির এই কেন্দ্রটি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। '৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পরে এবং বিশেষ করে ৭ই নভেম্বরে সামরিক অভ্যুত্থানের পরবর্তীকালে ধৃত আমাদের সাথীরা মুক্তি পেলেন।

প্রেসিডেন্ট যখন ঘোষণা করলেন যে, তিনি গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের উপরোক্ত দাবীগুলি গ্রহণ করছেন, তখন আমাদের পার্টি পার্লামেন্টের নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত করলো। ন্যাপ ও অন্যান্য কয়েকটি সহযোগী পার্টিও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল। আওয়ামী লীগ অবশ্য বয়কট চালিয়ে গেল আওয়ামী লীগের বক্তব্য ছিল এই যে, এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে জিয়াউর রহমানের পরিকল্পনাই বাস্তবায়িত হবে এবং বিশ্বের সামনে প্রমাণ হিসেবে দাখিল হবে যে, তাঁর সরকার স্থিতিশীল সরকার। শেষে অবশ্য আওয়ামী লীগ অনিচ্ছাসত্ত্বেও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিল। বয়কটের প্রশ্নে সমঝোতার অভাব এবং আওয়ামী লীগের দলীয় নীতির দরুণ প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক দলসমূহের কোন নির্বাচনী মৈত্রী হলোনা। ফলে আমরা আলাদা ভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলাম।

এত রকম ডামাডোল কাটিয়ে আইন সঙ্গত হবার পরে পার্টির কাজকর্ম নতুন করে শুরু করার এক মাস পরেই দেশপ্রেমিক শিবিরে ঐক্যের অভাবের

অবস্থায় আমাদের পক্ষে যে ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারীর সাধারণ নির্বাচনে ভাল ফল আশা করাই যায় না, এটা অবধারিত ছিল। পার্লামেন্টের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২০৭টি পেল শাসক-দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী পার্টি বি এন পি। আওয়ামী লীগ ৩১টি আসন পেয়ে পার্লামেন্টে প্রধান বিরোধী দল হলো। পার্লামেন্টের প্রথম অধিবেশনেই সামরিক আইন তুলে নেয়া হলো এবং জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনী থেকে ইস্তফা দিলেন। কিন্তু যে সমস্ত ডিক্রী এবং অর্ডিন্যান্স সামরিক আইন চালু থাকার সময় জারী করা হয়েছিল সেগুলোকে বেসামরিক বিধিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হলো, পার্লামেন্টে সরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভোটে শাসনতন্ত্রের ৫ম সংশোধনী মারফত। কমিউনিস্টরা এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তি এই ৫ম সংশোধনীকে অগণতান্ত্রিক বলে বিবেচনা করেছে।

জিয়াউর রহমানের সরকারের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান সমালোচনা এই যে, জিয়াউর রহমান একজন মুক্তিযোদ্ধা হলেও তাঁর পার্টির অধিকাংশ লোকই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল। জিয়াউর রহমান তাঁর মন্ত্রিসভায় বৃহৎ ব্যবসায়ী ও বৃহৎ ধনিকদের প্রতিনিধিদের এবং সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক ও আরবদের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের ওকালতিকারীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। স্থানীয় ইসলামী গ্রুপগুলিকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তিনি শাসনতন্ত্রের সংশোধন করেছেন এবং মূল চার নীতির অন্যতম নীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা'কে তুলে দিয়েছেন। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবর রহমানের ভূমিকাকে এখনও সম্মান দেয়া হয়নি। কর্তৃপক্ষীয়েরা এখনও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে "বিদেশী এজেন্ট" বলে ছাপ মারছে এবং কোন "বৈদেশিকতাকে" দেশে চলতে দেয়া হবে না বলে ফতোয়া জারী করছে।

তাছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী বিকাশকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ইতিপূর্বে ব্যক্তিগত পুঁজিবিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেয়া হয় ১০ কোটি টাকায়। এখন আর কোন সীমাই রাখা হচ্ছে না। আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদিও "মিশ্রিত", তবু ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদেরই অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। মুনাফা ও মূলধন দেশের বাইরে পাচার করার সুবিধা দিয়ে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকেও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সামগ্রিকভাবে সরকার জাতীয়করণের নীতিকে পরিত্যাগ করেনি, কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকদের

হাতে প্রতিষ্ঠান ফিরিয়ে দেবার তালিকা বড় হয়েই চলেছে। কৃষিতে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যান্য খাতে গভীর গামী সংস্কার প্রবর্তনের দিকে কোন পদক্ষেপ করা হচ্ছে না। খাদ্য ঘাটতি লেগেই রয়েছে। চলতি বছরে দুরন্ত খরার পরে খাদ্য ঘাটতি হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়। খাদ্যসহ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম আকাশচুম্বী। গ্রামাঞ্চলে কৃষি মজুরের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতহারে বেড়ে যাচ্ছে। জনগণের অধিকাংশই মানবেতর অবস্থায় দিন যাপন করছে। অপরদিকে মুষ্টিমেয় লোক বিলাসব্যসনে করছে। দেশকে বৈদেশিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী করা হয়েছে। প্রকৃত স্বনির্ভরতার জন্যে সরকার কোন পদক্ষেপই নিচ্ছে না।

একথা অবশ্য সত্য যে, শাসকমহলগুলি দাঁতাত বা 'বৈরিতা পরিহার', বিশ্বশান্তি শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং সমতার ভিত্তিতে সমস্ত দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের পক্ষে কথা বলছে। শেখ মুজিবর রহমান সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যে বন্ধুত্ব ঘোষণার চুক্তি করেছিলেন সেটিকে বাতিল করা হয় নি। ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্ব, শান্তি ও সহযোগিতার চুক্তিও বাতিল হয়নি। কিন্তু যার চোখ খোলা আছে সেই দেখবে, শাসকমহলগুলি বৈদেশিক নীতিতে পেট্রো-ডলারে সমৃদ্ধ বিশেষ বিশেষ ইসলামি দেশসমূহের দিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমী দেশগুলোর দিকে এবং চীনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে, কিন্তু অতীতের মতো সে আর জোরালো-ভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করে না। সরকার প্যালেস্টাইনের জনগণের অবস্থানকে সমর্থন দিলেও কার্টার-সাদাত যোগসাজসকে নিন্দা করেনি। কাম্পুচিয়ার জনগণতন্ত্রের বৈধ সরকারকেও এপর্যন্ত স্বীকার করা হয়নি।

জিয়াউর রহমানের গণবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল নীতিগুলির বিরুদ্ধে আমরা আমাদের সংগ্রামকে অব্যাহত রেখেছি। একই সঙ্গে আমরা মার্ক্সীয় অবস্থান নিয়ে সামাজিক অর্থনৈতিক সংকটের মূল কারণগুলোকে জনগণের কাছে বুঝিয়ে বলতে এবং জনগণের সমস্যাগুলির সমাধানের উপায়গুলি দেখাতে চেষ্টা করছি। সরকারের মধ্যে আজ দক্ষিণপন্থী লোকজন রয়েছে। তারা তাদের অনুকূলে পরিস্থিতিকে টানবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটা আমাদের তরফ থেকে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। কোন কোন প্রশ্নে সরকারের

সঙ্গে তাদের বিরোধ রয়েছে এবং তাঁরা মনে করে যে, জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের প্রধান লক্ষ্যগুলোর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করেছেন। আমাদের দিক থেকে আমরা মনে করি, যে জন্যে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল সেই শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকে জিয়াউর রহমান দেশকে দূরে নিয়েই চলেছেন। আমরা কিন্তু শুধু সরকারের গণবিরোধী ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল নীতিগুলোর বিরুদ্ধেই লড়ছি না। আমরা দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের এবং মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লড়ছি। এই অক্লান্ত সংগ্রাম একদিনের জন্যেও বন্ধ থাকেনি।

স্বাধীনতা অর্জনের পরে আমাদের দেশ বিঘ্নসংকুল পথ পরিক্রমা করে আসছে। কমিউনিস্টদের এবং সমস্ত গণতন্ত্রীদের কঠোর পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসতে হয়েছে। এখন আমাদের পার্টি তৃতীয় কংগ্রেসের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। এই কংগ্রেসে আমরা আত্মসমালোচনামূলক রিপোর্ট পেশ করবো এবং ভবিষ্যতের জন্যে তৈরি হবার উদ্দেশ্যে অতীতের শিক্ষাগুলোকে বিশ্লেষণ করবো। কংগ্রেস পরিবর্তিত অবস্থার আলোকে পার্টির রণনীতি নির্ধারণ করবে। বিগত ছ'বছরের সঞ্চিত মূল্যবান অভিজ্ঞতার আলোয় রচিত আমাদের রণনীতি সংক্রান্ত দলিল হবে আগের চেয়ে আরও বেশি বাস্তবতা-ভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক। আমি বিশ্বাস করি যে, কংগ্রেসের পরে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হিসেবে এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিশ্বস্ত শাখা-সংগঠন হিসেবে আগের চেয়ে আরও বেশি শক্তিশালী হবে।

মধ্যবর্গ ও বিপ্লবী আন্দোলন

আর্নস্ট ভাইমার
কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটব্যুরোর সদস্য,
অষ্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি

শ্রমিক শ্রেণী ও বুর্জোয়া গণতন্ত্র

শ্রমিক আন্দোলনে বুর্জোয়া বনে-যাওয়া অভিজাত থেকে শুরু করে প্রতিক্রিয়াশীলরা পর্যন্ত নানা ধরনের শক্তি কেন বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে "বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের" চোগাচাপকান পরাবার জন্যে এখন উঠে-পড়ে লেগেছে? এটাকে তারা সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও বর্তমান সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন্ যাদুমন্ত্রে রূপান্তরিত করছে? এঙ্গেলস বলেছিলেন যে, বিপ্লবের সময়ে "বিশুদ্ধ গণতন্ত্র" "চরম বুর্জোয়া পার্টি" হিসেবে এবং গোটা বুর্জোয়া অর্থনীতির শেষ আশ্রয় হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, "এইরকম সময়ে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী এর পেছনে এসে দাঁড়ায় এবং একে শক্তিশালী করে তোলে। যাকিছু প্রতিক্রিয়াশীল, তা এমন আচরণ করে যেন তারা গণতান্ত্রিক।"* "বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের" (অর্থাৎ এমন এক ধরনের বুর্জোয়া শাসন যা একটা পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড ভরসা যোগায়) রক্ষা-কবচের আড়ালে প্রতিক্রিয়ার জোট—যার উদ্দেশ্য হলো তার শক্তির পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন এবং পাল্টা আক্রমণ হানার জন্যে কালক্ষেপ করা—সেই ব্যাপারটি এখন আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে। উনিশ শতকের বিপ্লবগুলো বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এঙ্গেলস ঐ ঘটনাটিই দেখিয়েছিলেন এবং বিশ শতকের জাতীয় বিপ্লবের ক্ষেত্রেও এটা দেখতে পাওয়া যায়।

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর আর্থনীতিক প্রক্রিয়া ও সামাজিক পরিবর্তন-

---

* কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, সিলেক্টেড করসপণ্ডেন্স, ৩৮১ পৃঃ।

গুলো বুর্জোয়া গণতন্ত্রের "পুনরুত্থান ঘটাবে" অথবা তাকে "সজীব করে তুলবে" এবং এর "সর্বগ্রাসী দ্বন্দ্ব" হ্রাস পাবে বা তাকে অতিক্রম করা যাবে—এরকম চেষ্টা ও অনুসন্ধান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। রাজনৈতিক সমতা ও আর্থনীতিক অসাম্য (অন্য কথায়, নাগরিকরা যেখানে আনুষ্ঠানিক ভাবে সমানাধিকার ভোগ করে, সেই সার্বজনীন ভোটাধিকার ও ধনতান্ত্রিক ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত আর্থনীতিকভাবে যারা শক্তিশালী তাদের দিকেই ঢলে পড়ে) ক্রমবর্ধমান একচেটিয়াকরণের ধাক্কায় একাকার হয়ে যাচ্ছে। অসংখ্যবার এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, একচেটিয়া ধনতন্ত্রের ঝোঁকই প্রতিক্রিয়ার দিকে, বেপরোয়া প্রভুত্বের দিকে। একচেটিয়াকরণ এবং এর সঙ্গে জড়িত আর্থনীতিক ও রাজনীতিক ক্ষমতার সংহতি এবং আমলাতান্ত্রিকতা ক্রমশই আরও বেশি বেশি করে এই প্রশ্নটিকেই জোরদার করে তুলছে: রাষ্ট্র ও একচেটিয়াপতিদের যে সর্বগ্রাসী ক্ষমতা সমগ্র সমাজদেহকে নির্ভরতার জটিল সম্পর্ক-জালে জড়িয়ে ফেলতে চাইছে এবং তার গতিশীলতার সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিচ্ছে, কিভাবে এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়?

বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দ্বৈত প্রকৃতি এখনকার মতো আর কখনও এতটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। একদিকে এটা মূলধনী প্রভুত্বের একটি রূপ। অন্যদিকে, শ্রেণী-সংগ্রাম ও ক্ষমতার প্রকৃত ভারসাম্য মূলধনকে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির কাঠামোর মধ্যে তার রাজনৈতিক শাসন চালিয়ে যেতে বাধ্য করছে। এর থেকে বোঝা যায় এই ব্যাপারটি ভণ্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়: ঠিক যে শক্তিগুলো ধনতান্ত্রিক শ্রেণীর প্রভুত্বের রূপ হিসেবে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে সমর্থন করে আবার অন্য ধরনের গণতন্ত্র, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সঙ্গে একে একই পাল্লায় বিচার করে, তারা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক অধিকার ধ্বসিয়ে দেওয়া, সীমাবদ্ধ করা ও বানচাল করার দিকেই ঝোঁকে।

শ্রমিকশ্রেণী ও বর্তমান সমাজতন্ত্রের প্রভাব যতই শক্তিশালী হয়ে ওঠে, ততই বুর্জোয়ারা ও একচেটিয়া পুঁজি প্রধানত "দ্বিতীয় ধরনের শাসনের" (অর্থাৎ সুযোগ-সুবিধ দান, বাগাড়ম্বর ও প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে তাদের শাসন বজায় রাখতে চায়) আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এবং ততই "প্রথম ধরনের শাসন" (অর্থাৎ সংস্কার অগ্রাহ্য করা) চালানো বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, এইভাবে আরও স্পষ্ট হয়ে যায় প্রতিক্রিয়ার অবশ্যকরণীয় কর্তব্য। বুর্জোয়ারা নিজেদের ঢাক বাজাতে

গিয়ে গণতান্ত্রিক সাফল্যগুলোকেও বিকৃত করে ফেলে। শ্রমিক আন্দোলনের সাফল্য থেকেও এরা ফায়দা তুলতে চায়, এই সাফল্য দেখিয়ে তারা এমন একটা মোহ সৃষ্টি করতে চায় যেন বুর্জোয়া গণতন্ত্র মানুষের যোগ্য ন্যায্য ব্যবস্থার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টি করে, এখানে একমাত্র প্রয়োজন হলো একে কিছুটা প্রসারিত ও রূপান্তরিত করা। বুর্জোয়া প্রভুত্বের বিপদ যতই বড়ো হয়ে দেখা দিতে থাকে, ততই এই ক্ষমতার অধিকারীরাও এর থেকে যারা লাভবান তারা শ্রমিক আন্দোলনকে বুর্জোয়া শ্রেণীর খেলার রীতি-নীতির মধ্যে শক্ত-ভাবে বেঁধে রাখতে চায়। প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের দিক থেকে কোনো নিয়মের বাধ্যবাধকতা অনুভব করে না। ওরা শুধু ক্রমাগত প্রতারণাই করে না, সুযোগ পেলেই সব নিয়মকানুন অস্বীকার করে।

এইরকম পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের লড়াইয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের স্থান ও ভূমিকা মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে, কোনো কোনো মহল থেকে এটাকে যে রকম "মূলগতভাবে নতুন" বলে দেখানো হয়, যদিও সেরকম নয়। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো থেকে শুরু করে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের রচনাবলীর মর্মবাণী হলো শ্রমিকশ্রেণী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে পারে, বিপ্লবে তাদের নেতৃত্ব দিতে পারে এবং জয়লাভও করতে পারে, যদি আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে ও তার অগ্রগতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ও সুসঙ্গতভাবে সূত্রায়িত গণতান্ত্রিক দাবিগুলোকে সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়। আন্দোলনের যে ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াকে বদলে দিয়েছে, সেখানেই এটা প্রমাণিত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ অনেকাংশেই গণতান্ত্রিক সংস্কারের মধ্যে নিহিত: ফ্যাসিবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবী আন্দোলনের আরও অগ্রগতি ও এর দাবিগুলোর ক্রমাগত আমূল পরিবর্তনকামী রূপের ফলে মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে, যে মিত্ররা প্রথমে শুধু সঙ্গে আসতে মনস্থ করেছিল। এই-ভাবে নতুন নতুন মিত্র পাশে পাওয়া গিয়েছে। সুগম হয়ে উঠেছে সমাজ-তন্ত্রের পথ। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী রণনীতিরও অনুরূপ লক্ষ্য হলো গণতান্ত্রিক সংস্কারের স্তরের মধ্যে দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তীর্ণ হওয়া। এই সংস্কারের উদ্দেশ্য হচ্ছে সবচেয়ে মৌলিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপ বিশিষ্ট গণ-তান্ত্রিক দাবির সাহায্যে সমাজতন্ত্রের আন্দোলনকে দ্রুততর করে তোলা।

সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের মধ্যে গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের ভূমিকার প্রশ্নটি শ্রমিক শ্রেণীর মিত্র হিসেবে মধ্যবর্গগুলোকে জয় করার প্রয়োজনীয়তার পটভূমিতে কিভাবে উপস্থিত করা যায়? লেনিন লিখেছেন, "গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম, এর প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির অধীনস্থ রেখে কিভাবে এদের মধ্যে সমন্বয় আনা যায়, তা জানতে হবে।" (কালেক্টেড ওয়ার্কস, ৩৫ খণ্ড ২৬৭ পৃঃ।) এটা কি এখনও জরুরি কাজ? অথবা গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রাম কি এখন সমাজতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামের সঙ্গে প্রায় সমার্থবাচক হয়ে উঠেছে, স্বয়ংসম্পূর্ণ "গণতন্ত্রীকরণের রণনীতিতে" রূপান্তরিত হয়েছে? এর থেকেই দ্বিতীয় প্রশ্নটি বেরিয়ে আসে: শ্রমিকশ্রেণী ও তার বিপ্লবী আন্দোলনের অবস্থান কি বুর্জোয়া গণতন্ত্র সম্পর্কে মৌলকভাবে পালটে গিয়েছে?

এটা বলা হয় যে, এমনকি বুর্জোয়া সমাজেও শ্রমিকশ্রেণী গণতন্ত্রের জন্যে অত্যন্ত সুসঙ্গতভাবে লড়াই করে। প্রকৃতপক্ষে এটাই ঘটনা। এটা মনে রাখা দরকার যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্র সার্বজনীন ভোটাধিকার সমেত তার বড়ো বড়ো সাফল্যের জন্যে শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের কাছে ঋণী। আমরা যেটা বলছি তার সারবস্তু শুধু তার মধ্যেই নিহিত নেই। ধনতন্ত্র একটা প্রগতিশীল ব্যবস্থা থেকে প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থায় পরিণত হওয়ার এবং একচেটিয়াপতিদের ক্ষমতায় বসানোর পর থেকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভাগ্য শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে গিয়েছে। শ্রমিকশ্রেণী ছাড়া অন্য কেউ বিভিন্ন ধরনের বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এর সাফল্যগুলো রক্ষা করে না। এই শ্রেণী ছাড়া অন্য কেউ গণতন্ত্রের উজ্জ্বলতম ঐতিহ্যগুলোকে—যেসব ঐতিহ্য এখন প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের নিজস্ব নয়, এমনকি বোঝাস্বরূপ, রক্ষা ও বিকশিত করার জন্যে দাঁড়ায় না।

অবশ্য এর থেকে এটা দাঁড়ায় না যে, শ্রমিকশ্রেণীর ভবিষ্যৎ কোনো ক্রমেই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত নয়। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি ও মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসানের পূর্বশর্ত হলো, বুর্জোয়া গণতন্ত্র যার উপর নির্ভরশীল, সেই সম্পত্তি ও ক্ষমতার সম্পর্কগুলোকে নির্মূল করা, তা তাদের চেহারা যেমনই হোক না কেন। তাই শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির পূর্বশর্ত কিছু "নতুন স্বাধীনতা" যোগ করে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে বজায় রাখা বা "উন্নত" করে

তোলা নয়, তার পূর্বশর্ত একটা গুণগতভাবে নতুন গণতন্ত্র—সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসকদের এই প্রথম গণতন্ত্র এবং তাই এটা সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে বিপ্লবী অগ্রগতি।

এখানেও সেই মূল বিষয় হলো সম্পত্তি। গণতন্ত্রের কার্যাবলী ও সম্ভাবনা বোঝার পক্ষে এটাই মুখ্য সূত্র। শ্রমিকশ্রেণী তার সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই উপলব্ধিতে পৌঁছয় যে, যে কোনো বুর্জোয়া ব্যবস্থায় গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মাত্রা অনেকগুলো উপাদানের উপর নির্ভর করে, প্রধানত নির্ভর করে এর নিজস্ব শক্তির, এর স্বার্থ রক্ষার ক্ষমতার এবং সমাজের মধ্যবর্গগুলোর মধ্যে এর প্রভাবের উপর; শেষ পর্যন্ত এটা নির্ভর করে সম্পত্তি ও ক্ষমতার সম্পর্কগুলোর উপর। বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যে গণতন্ত্র প্রসারের সম্ভাব্য বৈশিষ্ট্যগুলো মোটেই সারবত্তাহীন নয়; মেহনতি জনগণের সংগ্রাম ও জীবনের পরিবেশের জন্যে, সেগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। অবশ্য গুণগত বৈশিষ্ট্যগুলো তখনই দেখা দেয় যখন ক্ষমতা ও শক্তির মূলগতভাবে নতুন সম্পর্কগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়।

গণতন্ত্রের সংগ্রামের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামকে যুক্ত করার যে-কর্তব্য লেনিন স্থির করে গিয়েছেন, বিপ্লবী প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা এখনও জরুরি, কিন্তু সেটা হবে "দ্বিতীয়টির উপর প্রথমটি" নির্ভর। এটা এখনও প্রাসঙ্গিক, তার কারণ হলো শ্রমিকশ্রেণীর বর্তমান অবস্থায় এর সামনে এই দ্বৈত কর্তব্যটি দেখা দিয়েছে: প্রথমত, প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে রক্ষা করা এবং দ্বিতীয়ত, ঐ গণতন্ত্রের সীমা অতিক্রম করে যাওয়া; কারণ অশুভ ও অত্যাচারের শিকড় নিহিত রয়েছে বুর্জোয়া সম্পর্কগুলোর মধ্যেই। গণতান্ত্রিক কর্তব্যকে সমাজতান্ত্রিক কর্তব্যের উপর নির্ভরশীল করা থেকে যে কোনো রকম বিচ্যুতি শেষপর্যন্ত শ্রমিক আন্দোলনকে বুর্জোয়া সম্পর্কগুলোর উপর নির্ভরশীল করে ফেলবে, এ সব সম্পর্কের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে দেবে; তাছাড়া, অভিজ্ঞতা থেকে এটা দেখা যায় যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে অধিকার ও সাফল্যগুলোকে একমাত্র সেই পর্যন্তই সুসঙ্গতভাবে রক্ষা করা যায়, যে পর্যন্ত ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে (যে ধনতন্ত্র গণতন্ত্রকে বিকৃত করে, আন্তঃসারশূন্য ও সীমাবদ্ধ করে এবং তাকে বিপন্ন করে তোলে) দৃঢ়পণ সংগ্রাম চালানো যায়।

P 36247

মধ্যবর্গগুলোর সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্কে দুই দৃষ্টিভঙ্গি

যেসব মধ্যবর্গের মধ্যে পেটি-বুর্জোয়া গণতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি প্রবল, তাদের সঙ্গে মৈত্রীর ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের উপর গণতন্ত্রকে নির্ভরশীল করে রাখার এই সূত্রটির মধ্যে কি ঐ মৈত্রীকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সম্ভাবনা নেই? অভিজ্ঞতা থেকে এটা দেখা যায় যে, স্থায়ী মৈত্রীর সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় সমাজের বিভিন্ন বাস্তব দ্বন্দ্ব থেকে এবং এটা নির্ভর করে এই দ্বন্দ্বগুলো কতটা তীব্র তার উপর। অন্যভাবে এই নির্দিষ্ট প্রশ্নটি সব সময়েই দেখা দেয়: বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কোনো শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর পাশাপাশি কী উদ্দেশ্যে ও কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে?

এই পটভূমিতে অস্ট্রিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা যাক। কৃষকদের (সমগ্র জনসংখ্যায় এর অনুপাত ১৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে) ক্রমবর্ধমান অংশের জীবনের বৈষয়িক অবস্থা সরকারি তহবিল থেকে প্রদত্ত ভাতা অর্থাৎ রাষ্ট্র ও তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রদত্ত ভাতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই ভাতা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কৃষক জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন ভাবেই গৃহীত হয়, এতে অংশ নেয় কৃষি সম্পদের একচেটিয়াপতিরা। এদের প্রতিনিধিরা শুধু সুসংগঠিত সমবায়গুলির মুখ্য কর্তৃত্বেই নেই, এইসব সমবায়কে তারা একচেটিয়া স্বার্থের বশম্বদ করে রেখেছে।

কৃষক জনসংখ্যার বৈশির ভাগের কাছে গণতন্ত্রের প্রধানত দুটি বিশেষ দিক রয়েছে: ১) সমবায়ে ছোট ও মাঝারি কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা এবং ২) রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অর্থশক্তির যন্ত্রের চাপের বিরুদ্ধে গ্রামীণ গোষ্ঠীগুলোর স্বায়ত্ত-শাসনকে রক্ষা করা ও বিকাশ সাধন। স্পষ্টতই এই দুটি সমস্যার মীমাংসা সম্ভব একচেটিয়াদের উচ্ছেদ করে এবং শেষ পর্যন্ত রাজনীতিক ও আর্থনীতিক ক্ষমতা থেকে তাদের বঞ্চিত করে, অন্য কথায়, শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে একত্রে সংগ্রাম করে; যে শ্রমিক শ্রেণী সমস্ত ধরনের শ্রেণী-সহযোগিতা ও "সামাজিক অংশীদারত্বে"র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে এবং রাষ্ট্রীয় একচেটিয়ার বিরুদ্ধে জোরদার লড়াই চালায়।

সঠিকভাবে বলতে গেলে বুদ্ধিজীবীদের নিজস্ব মধ্যে কোনো অভিন্ন স্বার্থ নেই, কারণ এরা কোনো একটা নির্দিষ্ট সামাজিক সত্তা নয়।

এর প্রতিটি গোষ্ঠীর অবস্থাই আলাদা ধরনের। এদের যে অংশ থেকে আমলাতান্ত্রিক উচ্চ কোটির লোকজন বেরিয়ে আসে, সেই অংশ রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবস্থার সঙ্গে সংহত এবং তারা গণতন্ত্রকে যতটা সম্ভব সংকুচিত করতে চায় (এবং করেও)। আর একটা বিরাট কিন্তু পাঁচমিশেলী গোষ্ঠীর অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এরা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবস্থা দ্বারা নিপীড়িত ও আহত এবং শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একত্রে এই ব্যবস্থার হাতে তারাও নির্যাতন ভোগ করে। কিন্তু বহু দিক থেকে এরা শ্রমিকশ্রেণী থেকে আলাদা। এরা ছাড়াও কেরানী-কর্মচারীদের একটা বিরাট ও সংখ্যাগতভাবে ক্রমবর্ধমান গোষ্ঠী রয়েছে। উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় এদের বাস্তব অবস্থা ও অবস্থান শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ করে তুলেছে; শ্রমিকদের স্বার্থের সঙ্গেও এদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কিন্তু এদের অনেকগুলো নিজস্ব স্বার্থও রয়েছে। খুঁটিনাটি ব্যাপারে এই সব পার্থক্য যতই তাৎপর্যপূর্ণ হোক না কেন, বুদ্ধিজীবীদের এই দুটি বর্গের বৃহত্তর অংশ শ্রমিক শ্রেণীর মতোই ঐ একই পরিস্থিতির সম্মুখীন: পুনরুৎপাদনের সামাজিক প্রক্রিয়ায় এদের বাস্তব ভূমিকা এবং সিদ্ধান্তবলীর ক্ষেত্রে এদের প্রকৃত প্রভাব—এই দুটির মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান দেখা দিয়েছে। ঐ সব সিদ্ধান্ত বিভিন্নভাবে, প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে, এদের প্রভাবিত করে, এদের শ্রমের মূল্য বিচারের সঙ্গে জড়িত থাকে এবং এদের শিক্ষা, এদের কাজকর্মের ফলাফল ও সামাজিক সারবস্তুকে, এমন কি, সময় সময় এদের জীবনের তাৎপর্যহীনতাকেও পর্যন্ত ব্যবহার করে। গুটি কয়েক ব্যক্তি এইসব সিদ্ধান্ত নেওয়ার কর্তা, কখনও এরা অন্তরালবর্তী অজ্ঞাতনামা সংস্থা। প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী যে লড়াই চালায়, তার দ্বারা এরা প্রভাবিত হয়। তাই এদের স্বার্থের মধ্যে সঙ্গতি দেখা যায় এবং বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও শ্রমিকশ্রেণীর যৌথ সংগ্রামের সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার অর্থ মোটেই এটা নয় যে, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের এইসব গোষ্ঠী "অনিবার্যভাবেই" সমাজতান্ত্রিক চেতনা গ্রহণ করে। তথাকথিত 'নাগরিক উদ্যোগী গোষ্ঠীর' বহু কর্মী আসলে এইসব বর্গের অন্তর্ভুক্ত এবং ঠিক এইসব বর্গের মধ্যেই বিতর্ক চলছে "প্রাত্যহিক গণতন্ত্রের নতুন নতুন রূপ," "বুনিয়াদি গণতন্ত্র" এবং "গণতান্ত্রিক কোষ" গঠন করা সম্পর্কে। এই সমস্ত বিষয় এবং "রাজনীতি সম্পর্কে বিরক্তিকর

উত্তেজনা" বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়; এটা সমাজ সম্পর্কে তাদের নিস্পৃহতার লক্ষণ। সমাজের অর্থনৈতিক সারবস্তু সম্পর্কে বুদ্ধিজীবীদের একটা যন্ত্রণাদায়ক উপলব্ধি ঘটছে, যদিও এই অর্থনৈতিক সারবস্তুর উৎস প্রায়ই তাদের নজরে আসে না।

আমাদের দেশে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক বুদ্ধিজীবী ক্রমশই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছচ্ছে যে, দূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তন প্রয়োজন। এটা যে অর্থনৈতিক সংকটেরই লক্ষণ, তা না বলে পারা যায় না। প্রথমে এরা প্রায়ই এইরকম মেকী সমাজতান্ত্রিক খেয়ালখুশির শিকার হয়: কোনো উলম্ফন, কোনো ঝুঁকি ছাড়াই ক্রমশ সমাজের পরিবর্তন ঘটবে; বেপরোয়া হতাশা থেকে সৃষ্টি হয় সবকিছু ধ্বংস করার কর্তৃত্ববিরোধী নৈরাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা; চরম মৌলিকতাবাদ-যা প্রচার করে বিপ্লব আজ অনিবার্য; আবার বিপ্লব না হলে কালই বলতে থাকে শ্রমিকশ্রেণী বিশ্বাসঘাতক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে শ্রমিকরা মিশে গিয়েছে।

রাষ্ট্রের কার্যাবলী ও সারবস্তু সম্পর্কিত একটা ভ্রান্ত উপলব্ধি এইসব ভুলভাবে বোঝা ধারণার একটা সাধারণ লক্ষণ। কারও কাছে রাষ্ট্র একটা মূর্তমান অশুভশক্তি—একে অবিলম্বে সরিয়ে দিতে হবে। রাষ্ট্র যে শাসক শ্রেণীর দমন মূলক সংগঠিত মাধ্যম—অনেকে আবার রাষ্ট্রের এই চরিত্রটি উপেক্ষা করেন। চরম মৌলিকতাপন্থীরা এটা বুঝতে পারে না যে, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবস্থার প্রতিরক্ষার ধারণাটি এমন বর্মে সুরক্ষিত যা ধাপে ধাপে গভীরে চলে গিয়েছে; "উচ্চকোটির" লোকেরা এর কিছুই করতে পারবে না; এর উচ্ছেদের জন্যে প্রয়োজন হলো শ্রমিক শ্রেণী ও তার মিত্রদের দ্বারা অবিচল অবস্থান নিয়ে চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত সংগ্রাম চালানো।

সমস্যাটি সম্পর্কে আমাদের সুত্রায়নের মুখ্য উপাদান হলো রাষ্ট্র এমন একটা শক্তি যে শুধু শ্রমিক শ্রেণীকেই নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলাবদ্ধ, বৈষম্য প্রদর্শন ও নিপীড়ন করার জন্যে নানারকম পন্থার আশ্রয় নেয় না, মধ্যবর্গগুলোর অন্তর্ভুক্ত ব্যাপক জনগণের বিরুদ্ধেও এসব করে থাকে। এটা বৃহৎ পুঁজির এক ধরনের হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস যন্ত্র, যার স্বার্থে অন্যান্য শ্রেণী ও বর্গগুলোর রক্ত শোষণ করা হয়। এটা ঠিক যে, রাষ্ট্রের সামাজিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে তার শ্রেণী চরিত্রকে একটা ছদ্মবেশ দেওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু একই সঙ্গে

প্রায়ই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যার ফলে জনগণের বড়ো বড়ো অংশের মধ্যে কোন না কোন ভাবে সব সংঘর্ষ বাধে। প্রকৃতপক্ষে অনেক বিশেষ বিশেষ সমস্যা এর সঙ্গে জড়িত, যেমন, শিক্ষা বা সংস্কৃতি ব্যবস্থার সংকট, জনস্বাস্থ্যের শোচনীয় অবস্থা, বাসস্থানকে পণ্যে পরিণত করা, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য-বৈষম্য। এগুলোকে শুধুমাত্র পৃথক পৃথক সমস্যা বলে মনে হবে, যতক্ষণ না শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি ধারাবাহিকভাবে এদের "সর্বাত্মক স্বরূপ" উদ্ঘাটন করে এবং যতক্ষণ না শ্রমিক শ্রেণী তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সমাজের মুখ্য আন্তঃসম্পর্ক ও এই সব আন্তঃসম্পর্কের উৎসগুলি সম্পর্কে জনমনে উপলব্ধি সৃষ্টি করে। ফলত সামাজিক দ্বন্দ্ব বিকাশের প্রতিটি স্তরে নির্দিষ্ট প্রয়োজন ও স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিষয়গুলোকে এমনভাবে তুলতে হবে যাতে এই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটিতে পৌঁছনো যায়: রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবস্থার বিলোপ সাধন এবং রাষ্ট্রের শ্রেণীচরিত্রের পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তা। এর তাৎপর্য হলো যে কোন পরিস্থিতিতেই শ্রমিকশ্রেণীকে সম্ভাব্য মিত্রদের সঙ্গে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের অভিন্ন স্বার্থকে তুলে ধরতে হবে।

এর বিপরীত অবস্থান পেটি-বুর্জোয়ার প্রভাবই বাড়িয়ে তুলবে। এটা অস্বীকার করা যাবে না যে, এই ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও স্থায়ী মৈত্রী গড়ে তোলাও সম্ভব, কিন্তু যে সব শক্তি সমাজের রূপান্তর ঘটাতে পারে তাদের দুর্বল করার বিনিময়েই সেটা সম্ভব। অস্ট্রিয়ার সোস্যাল-ডেমোক্রেটিক আন্দোলন এর একটি দৃষ্টান্ত। দুটি প্রজন্মের জীবৎকালে জনগণের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে এরা সমাজতন্ত্রের পক্ষে আনার এবং জাতির সামাজিক বিকাশের মূল সমস্যাগুলো সমাধানের কথা বলেছিল। প্রায় দশ বছর ধরে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন পাওয়া সত্ত্বেও এরা তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারেনি। এখন সোস্যাল-ডেমোক্রাটরা বলছে যে, তারা আর সমাজতন্ত্রের দিকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে না, খানিকটা ব্যাপকতর সামাজিক গণতন্ত্র নিয়েই তারা খুশি থাকতে চায়। তাদের মতে, অন্যথায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাবে। তারা বলছে মধ্যবর্গগুলোর সঙ্গে মৈত্রীর মূল্য এটাই।

এর অর্থ কি এটাই যে, মধ্যবর্গগুলোর সঙ্গে মৈত্রী সব ক্ষেত্রেই শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের লক্ষ্যকে নেতিবাচক ভাবে প্রভাবিত করবে? মোটেই তা নয়।

মধ্যবর্গগুলোর সঙ্গে মিত্রতা ছাড়া শ্রমিকশ্রেণী কিছুতেই রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ব্যবস্থাকে ভাঙতে পারে না। কিন্তু এটাও নিঃসন্দেহে সত্যি যে, পেটি বুর্জোয়া মোহগ্রস্ত জনগণের মধ্যেই এই ব্যবস্থার একটা প্রধান অবলম্বন রয়েছে। এই মোহটি হলো: সম্পত্তির ক্ষমতার সম্পর্কগুলোর পরিবর্তন ছাড়াই, একচেটিয়া পুঁজির প্রভুত্ব উচ্ছেদ না করেই সমাজের মূল সমস্যাগুলোর সমাধান করা সম্ভব এবং মূলগতভাবে গণতন্ত্রকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রসারিত করা যায়। শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলনের ইতিহাস আমাদের বারবার এই একই শিক্ষা দেয়: এই মোহের কাছে রাশ ছেড়ে দেওয়া হলে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথ আরও নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ হয় না। তার একটা ভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়: প্রচলিত ব্যবস্থার ত্রুটিগুলোর সংশোধন ও জোড়াতালি দেওয়া। শ্রমিক শ্রেণী একমাত্র তখনই তার শ্রেণীগত প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে, যখন মধ্যবর্গও তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ "আপসের" জন্যেও "প্রত্যেকের স্বার্থে" সামাজিক সমস্যা মীমাংসার জন্যে তাদের কুহকিনী আশা পরিত্যাগ করেছে।

যে পেটিবুর্জোয়া বিভ্রান্তি শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লব থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়, শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি যদি সেই বিভ্রান্তি দূর করতে পারে একমাত্র তাহলেই মধ্যবর্গগুলোর বহুদাংশকে শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্রের পথে নেতৃত্ব দিতে পারে। পেটিবুর্জোয়া প্রভাব অনবরত অসংখ্য উপায়ে শ্রমিক আন্দোলনকে প্রভাবিত করে। প্রলেতারিয়েতে রূপান্তরিত মধ্যবর্গগুলো তাদের নিজেদের সংস্কার ও ধ্যানধারণা এই আন্দোলনে নিয়ে আসে। শ্রমিক আন্দোলন যে সুযোগ-সুবিধা আদায় করে তার থেকেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, সার্বজনীন ভোটাধিকার অর্জন থেকে এই বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে যে, একমাত্র নির্বাচনের মাধ্যমেই ক্ষমতা দখল করা যায়।

প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের জন্যে এবং ঘাঁটি নির্মাণ ও প্রতিটি সম্ভাব্য অবস্থানের

জন্যে সদাসতর্ক, উদ্ভাবনশীল ও নমনীয় সংগ্রামের দ্বারাই অত্যন্ত সুসংগঠিত রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের পতন ঘটানো সম্ভব। আমরা যখন বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে সংগ্রামের কথা বলি, তখন নিজের বিষয়টি আমরা ভুলে যাই না। এইসব প্রতিষ্ঠান যে খানিকটা পরিমাণে শ্রেণীশক্তিগুলোর ভারসাম্য প্রতিফলিত করে, তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। কিন্তু এর থেকে এই ভুল সিদ্ধান্ত টানা হতে পারে যে, শক্তির ভারসাম্যে আরও পরিবর্তনের ফলে এইসব প্রতিষ্ঠানের সবগুলোকেই "অন্যান্য ভূমিকা" অর্পণ করে মূলগতভাবে পাল্টে দেওয়া যায়। যে পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া কোনো রকম আবরণ না রেখেই দমন-পীড়ন চালাতো, এখন তারা আরও সতর্ক হতে বাধ্য হয়েছে। এর থেকে কখনও কখনও এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, সমাজজীবনে দমন-পীড়নের ভূমিকা শেষ হয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্র—একনায়কত্ব+কর্তৃত্ব* —এই সূত্রটির সাহায্যে আন্তনিও গ্রামচি যে পরিস্থিতি বর্ণনা করেছিলেন ঐ সিদ্ধান্তটিতে সেটা উপেক্ষা করা হয়। একনায়কত্ব অবসানের জন্যে শ্রমিকশ্রেণীকে তার কর্তৃত্ব, রাজনৈতিক, ভাবাদর্শগত ও নৈতিক নেতৃত্ব স্থাপন করতে হবে। কিন্তু এটার (একনায়কত্ব) আদৌ অস্তিত্বই নেই বলে যদি মনে করা হয়, তাহলে তা দূর করা যাবে না।

হয় "বুর্জোয়া গণতন্ত্র না হয় গণতন্ত্রই নয়" এই ভুয়ো বিকল্প হাজির করা ও চাপিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো মধ্যবর্গগুলোকে সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণের পথে বাধা সৃষ্টি করা এবং খোদ শ্রমিকশ্রেণীকেও বুর্জোয়া ধ্যানধারণার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য করা। এটা শুধু ভুয়ো বিকল্পই নয়; এটাকে বিকৃতও করা হয়েছে, কারণ এটাকে এর সঠিক নামে অভিহিত করা হয় না, সতর্কতার সঙ্গে তারা এইভাবে বলা পছন্দ করে "সাধারণভাবে গণতন্ত্র", "নিছক গণতন্ত্র"। কীভাবে এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়, তার দৃষ্টান্তের জন্যে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। অস্ট্রিয়ার সোস্যালিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান ব্রুনো ক্রেইস্কি পার্টির বিগত কংগ্রেসে তাঁর ভাষণে বলেন, "কমিউনিস্ট প্রাচ্য ছাড়া, ইউরোপের সর্বত্র আজ আবার গণতন্ত্র জয়লাভ করেছে, হয়ে উঠছে রাষ্ট্র-ক্ষমতার প্রধান রূপ।"**

* আন্তনিও গ্রামচি: প্রিজন নোটবুকস।

** আরবেইটার জাইটুং, মে-২০,১৯৭-, ডকুমেনটেশানস সোশারবেইলেগ, ২ পৃঃ।

যারা প্রচলিত সমাজতন্ত্রকে "অগণতান্ত্রিক" বলে কুৎসিত প্রচার চালায় এবং মূলধনের অপ্রতিহত প্রভুত্বকেই একমাত্র গণতন্ত্র বলে মনে করে, তাদের চাপের কাছে আত্মসমর্পণের অর্থ কী? যারা এই ধরনের সুযোগের আশ্রয় নেয় তারা একটা "ছোট্ট বিষয়" এড়িয়ে যায় বা লুকোতে চায়: প্রকৃত ঐতিহাসিক বিকল্প ধনতন্ত্র না সমাজতন্ত্র। এরা বুর্জোয়া গণতন্ত্র—তা যতই "নিখুঁত" হোক, তার লক্ষণীয় প্রবণতাই হলো আমলাতান্ত্রিকতা ও একচেটিয়ার দিকে যাওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র—তাকে যতই "অসম্পূর্ণ" বলা হোক না কেন, তার লক্ষণ হলো মেহনতি জনগণের দ্বারা ক্রমশই প্রত্যক্ষভাবে ও সর্বাঙ্গীণ-ভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ। এরা দুই গণতন্ত্রের মধ্যেকার এই পার্থক্যগুলো ঝাপসা করে দেয় বা অগ্রাহ্য করে। তার ফলে সুকৌশলে বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে সহজেই "বিশুদ্ধ গণতন্ত্রের" শীর্ষে নিয়ে যাওয়া যায়, সমাজতান্ত্রিক, প্রকৃত গণতন্ত্রের বিকল্প হিসেবে একে খাড়া করা যায় এবং সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পাল্টা "মডেল" হিসেবে একে চিত্রিত করা যায়।

গণতন্ত্রের শ্রেণী চরিত্র উপেক্ষা করলে নানাধরনের বিভ্রান্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। যেমন, প্রতিক্রিয়াশীল, রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ভিত্তির উপর "সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক" উপরি-কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব, অথবা বুর্জোয়া রাষ্ট্রকে একটা "ব্যাপক ও বৃহৎ গণতান্ত্রিক ভিত্তি" দেওয়া সম্ভব, অথবা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মধ্যে ক্রমিক পরিবর্তনের সাহায্যে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির জন্যে বৃহৎ বুর্জোয়াদের প্রভাব সমেত অন্যান্য বুর্জোয়া প্রভাব কঠোরভাবে খর্ব করার প্রয়োজনীয়তা নেই।

শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া গণতন্ত্রের সঙ্গে কোনো রকম ঝাপ-খাইয়ে নেওয়া "মূলগতভাবে নতুন সমাজতন্ত্রে" উত্তরণের দিকে নিয়ে যায়। এই গণতন্ত্রের সংকীর্ণ শয্যায় এটা মানানসইও হয়। এই রকম পটভূমিতে প্রচলিত সমাজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা, পুরনো সমাজকে বদল করে নতুন সমাজ গড়ে তোলার প্রকৃত পরিস্থিতি অনুধাবনের বা যেসব বাস্তব উপাদান প্রতিটি বিশেষ ক্ষেত্রে কী ধরনের স্বাধীনতাও কতটা গণতন্ত্র সম্ভব তা নির্ধারণ করে, সেসব বিচার-বিবেচনার সুযোগ নেই। শেষ পর্যন্ত "বিশুদ্ধ গণতন্ত্রে"র জন্যে একটা বিশুদ্ধ মডেল প্রয়োজন হয়।

শ্রেণী-মৈত্রীর ডায়ালেকটিকস

সমাজতন্ত্রে ধনতন্ত্রের বিবর্তনমূলক, ক্রমিক রূপান্তরের সব ছকেরই এই অভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে: কোনোরকম জোরালো ওলটপালট, সংকট বা গুরুতর বিপর্যয় ছাড়াই মধ্যবর্গগুলোর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মৈত্রী অনবরত ও ক্রমাগত প্রসারিত করার সম্ভাবনার তত্ত্বগত অনুমান। প্রকৃত বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এই তত্ত্বগত অনুমান কখনও প্রয়োগে প্রতিপন্ন হয়নি। তাছাড়া, অসম আর্থনীতিক ও রাজনীতিক বিকাশের মৌল ধনতান্ত্রিক নিয়মেরও এটা বিরোধী। বিভিন্ন ধনতান্ত্রিক দেশের বিকাশের আপেক্ষিক গতিই শুধু এই নিয়মটি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না; তাদের মধ্যেকার চলমান প্রক্রিয়াগুলোও তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ঐ অনুমানের বিরুদ্ধে এটাও একটা প্রমাণ যে, মধ্যবর্গের মধ্যে ন্যায্য আদর্শের প্রতি গভীর আনুগত্য, আত্মত্যাগ, নিঃস্বার্থতা, ও সাহসের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় কিন্তু তাদের মধ্যে প্রায়ই দোদুল্যমানতা এবং জোরদার শক্তির পক্ষ নেওয়া ও তাদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর পরিচয় পাওয়া যায়।

বর্তমানে কিছু তাত্ত্বিক 'মূলগতভাবে নতুন', সমাজতন্ত্রের "আরও ধনতান্ত্রিক পথ" খুঁজতে গিয়ে অস্ট্রো-মার্কসবাদে ফিরে আসছেন। এটা মনে করা বেশ ভালোই হবে যে অস্ট্রিয়াতে ১৯৩৪ সালের গৃহযুদ্ধ ব্যর্থ হওয়ার পর অটো বাওয়ের লিখেছিলেন, "ধনতন্ত্র থেকে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতিতে উত্তরণ করতে হলে পুঁজিপতি ও বৃহৎ জমিদারদের প্রতিরোধ চূর্ণ করে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যে আর্থনীতিক-ভাবাদর্শগত যন্ত্রের প্রভুত্বের দ্বারা পুঁজিপতি শ্রেণী, পেটিবুর্জোয়া, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, এমনকি কর্মচারী ও কারখানার শ্রমিকদের কিছু অংশকেও প্রভাবিত করে ও ঐ শ্রেণীর স্বার্থের অধীনস্থ করে রাখে, সেই সমগ্র যন্ত্রকেই চূর্ণ করা প্রয়োজন।"

সমস্ত মধ্যবর্গ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মূলধনের কাছে আত্মসমর্পণ করে ও তার সঙ্গে যুক্ত, এই ধারণা নিঃসন্দেহে ভ্রান্ত। এটা একটা নিয়তিবাদী উপাদান যা এমনকি অস্ট্রো-মার্কসবাদের সেরা সংস্করণের মধ্যেও নিহিত হয়েছে। তাছাড়া এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য এবং মেহনতি জনগণের অন্যান্য অংশের তুলনায় তার দৃঢ় কর্তৃত্ব। একমাত্র সমাজতন্ত্রেই

অর্জন করা সম্ভব। এর থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি বেরিয়ে আসে: মধ্যবর্গগুলোকে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে নিয়ে আসা বা তাদের নিরপেক্ষ করে ফেলা প্রধানত নির্ভর করে শ্রেণীগত প্রভুত্বের মাধ্যমে নানা ধরনের দমন মূলক পদ্ধতির প্রয়োগ কতদূর পর্যন্ত প্রতিরোধ করা সম্ভব এবং কতদূর পর্যন্ত প্রচলিত নির্ভরতার সম্পর্ক দুর্বল করা ও ভেঙে ফেলা ও দমনপীড়নের হাতিয়ারগুলোর গোপন কার্যকলাপ উদ্‌ঘাটন করা ও বানচাল করে দেওয়া ও সেগুলো নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব, তার উপর।

সুতরাং যেসব মধ্যবর্গ বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ইতিমধ্যেই শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে একত্রে কাজ করেছে তারা যে কোথায়ও কখনও থামবে না, ঘুরে দাঁড়াবে না অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীদের পক্ষে সব চেয়ে "শক্তিশালীদের" পক্ষে যোগ দেবেনা, এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। একটা বিষয় খুব স্পষ্ট, তা হলো, সংগ্রামের কোনো স্তরে বিপ্লবী পার্টি যদি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ থেকে সরে যায়, তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মধ্যবর্গগুলোর কাছে গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রের শ্রেণী-চরিত্র এবং গণতন্ত্র ও তাদের স্বার্থ রূপায়ণের ক্ষেত্রে বনতান্ত্রিক শাসন যেসব সীমাবদ্ধতা আরোপ করে, তা ব্যাখার কাজে যদি শৈথিল্য দেখায়, এই সব প্রয়াস যদি এরা পরিত্যাগ করে, তাহলে ঐ সীমাবদ্ধতা পার হওয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে, অনিবার্য হয়ে উঠবে নিশ্চলতা ও দোদুল্যমানতা। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের চিরায়ত রচনাগুলোতে এই বিপ্লব অভিজ্ঞতার মুখ্য সূত্র সমূহের সংক্ষিপ্ত সার পাওয়া যায়: শ্রমিকশ্রেণী বিপ্লবের দিকে অগ্রসর হতে পারে, বিপ্লবে মিত্রদের নেতৃত্ব দিতে পারে যদি তারা এই পথে অগ্রগতির প্রতিটি পদক্ষেপে সুদৃঢ় ও সুসঙ্গত গণতান্ত্রিক দাবিগুলোর সঙ্গে নিজেদের যোগ সূত্র স্থাপন করে।

কখনও কখনও এই প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয় যে, আরও অগ্রগতি, বিশেষ করে, গণতান্ত্রিক, একচেটিয়া বিরোধী সংস্কারের পর্যায় থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও "সামাজিক পুনর্বিন্যাসের" পর্যায়ে উত্তরণকালে এই প্রয়োজন গুলো কি অনিবার্যভাবেই মৈত্রীকে সংকুচিত করে ফেলবেনা? ইতিহাস থেকে তা প্রতিপন্ন হয় না। রুশ দেশে ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারী থেকে অকটোবর— এই সময়ে বলশেভিকরা অগ্রসর হয়েছিল "নিম্নবর্গের" মানুষগুলোকে রাজনীতি সচেতন ও সক্রিয় করে তুলে, আগেকার "অরাজনৈতিক" গোষ্ঠী গুলোর মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে, মধ্যবর্গগুলোর স্বার্থ সম্পর্কে মৌলিক

প্রচার চালিয়ে এবং সেই সঙ্গে পেটিবুর্জোয়া ভাবাদর্শ থেকে জোরের সঙ্গে নিজেদের পৃথক করে রেখে। এর ফলেই বিপ্লবী আন্দোলনের পেটিবুর্জোয়া ঢেউয়ে ভেসে যাওয়ার বিপদ এড়াতে পেরেছিল। দৃঢ়চিত্ত ও অগ্রণীশক্তি গুলোর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা—যারা গড়িমসি বা ইতঃস্ততঃ করছিল, তাদের টেনে যায়। যেসব মধ্যবর্গ নড়তে শুরু করেছিল, এই প্রলেতারিয় লাইন তাদের মধ্যে যাওয়ার পথ সহজ করে দেয়। সম্পূর্ণ একটা পৃথক পরিস্থিতিতে চেকোস্লোভাকিয়ায় ১৯৪৭-এর শেষে ও ১৯৪৮-এর গোড়ার দিকে প্রতিক্রিয়া যখন "নাগরিক স্বাধীনতা" বিপন্ন হয়ে পড়েছে বলে মধ্যবর্গগুলোকে ভয় দেখিয়ে তাদের পক্ষে আনার চেষ্টা করে এবং জাতিকে ধনতান্ত্রিক পথে ঠেলে দিতে চায়, তখন কমিউনিস্ট পার্টি তার জবাব দেয় সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কাজ ত্বরান্বিত করে। তারা সরাসরিভাবে জনগণের কাছে, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কাছে প্রকাশ্য শ্রেণীগত অবস্থান থেকে দাবি জানায় আরও জাতীয়করণ ও ভূমিসংস্কারের জন্যে এবং অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক দাবিগুলোকে হাজির করে।

বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক সংস্থার গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের বিপুল বৈচিত্র্য ও সামাজিক কাঠামোর বৈশিষ্ট্য গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের সংগ্রাম পরিচালনার মতো কোনো সহজ ব্যবস্থাপত্র আশা করা অবাস্তব। জনগণের সঙ্গে একত্রে, জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলো মাথায় রেখে সমাজতন্ত্রের দিকে আরও অগ্রগতির নির্দিষ্ট স্লোগান স্থির করার দায়িত্ব থেকে বিপ্লবী পার্টির অব্যাহতি নেই। সমস্যাটির সমাধানের জন্যে লেনিন যে-সূত্র দিয়েছেন, একমাত্র সেই অনুযায়ী সমাধানের মধ্যে দিয়েই সমাজতন্ত্রের দিকে আরও অগ্রগতি সম্ভব: গণতন্ত্রের সংগ্রামকে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করা এবং প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির উপর নির্ভরশীল রাখা। লেনিন লিখেছেন "এর মধ্যে সমস্ত অসুবিধা; এর মধ্যেই সমগ্র সারবস্তু।" (কালেকটেড ওয়ার্কস, ৩৫ খণ্ড, ২৬৭ পৃঃ)

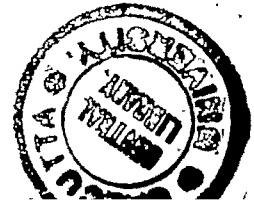

আন্তর্জাতিক তত্ত্বগত আলোচনা চক্র

উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কিত ডবলু এম আর কমিশন এবং পুঁজিবাদের সমকালীন সমস্যাবলী অনুশীলন সংক্রান্ত পোলিশ ইনস্টিটিউট বর্তমান পর্যায়ে সাম্রাজ্যবাদের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনার জন্য ওয়ারশতে একযোগে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের অনুষ্ঠান করেছিল। এই আলোচনাচক্রে যাঁরা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন : গ্রামস্কের লাউরোস্কি ডাইরেক্টার, পুঁজিবাদের সমকালীন সমস্যার অনুশীলন সংক্রান্ত ইনস্টিটিউট ; এই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত টাডেউজ কলোদাজিয়েজ এবং সংগিন পান্তাসিয়াক জন পিটম্যান, সদস্য সিপি পলিটিক্যাল ব্যুরো, সিপি ইউ এস এ ; বার্ট র‍্যামেলসন (সিপি গ্রেট ব্রিটেন) ; আমেদ সেলিম (সিপি সুদান); হিউগো ফাজিও, সিসি সদস্য সিপি চিলি ; এমিল হাবিবি সদস্য সিপি পলিটিক্যাল ব্যুরো, সিপি, ইসরায়েল, পত্রিকার সিপি প্রতিনিধি ; ষেরম্যান ডিলিজেনস্কি, ইউ এস এস আর বিজ্ঞান এ্যাকাডেমির বিশ্ব অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক সংক্রান্ত ইনস্টিটিউট-এর সঙ্গে যুক্ত ; ক্লাদিওকো মেলো, কার্যকরী সম্পাদক, ডবলু এম আর এর পর্তুগীজ সংস্করণ গ্রামসি ইনস্টিটিউট ইতালি-র ম্যাসিমো মাইকেরেলি, এবং হেনজ জাং, ডেপুটি ডাইরেক্টার, ইনস্টিটিউট অব মার্ক্সিস্ট স্টাডিজ, ফ্রাঙ্কফোর্ট অন মেন (এফ আর জি)।

এই আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারীরা যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত করা হল এবং আলোচিত মূল সমস্যাবলী বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হয়েছে।

লেনিনের ভাবধারার কার্যকারিতা

আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল আজকের পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনগুলি উপলব্ধি করার জন্য সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র

ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেনিনের মতবাদের গুরুত্ব মূল্যায়ন করা। এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা সর্বসম্মতভাবে জোর দিয়ে বলেন যে, যদিও লেনিনের চিরায়ত গ্রন্থ সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রের সর্বোচ্চ স্তর ৬০ বছরেরও আগে প্রকাশিত হয়েছিল তথাপি এর মৌলিক সিদ্ধান্ত ও অভিমতগুলি আধুনিক বিশ্ব বিকাশ ধারায় সমর্থিত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে বৈপ্লবিক আন্দোলনের রণনীতি ও রণকৌশলের মুখ্য দিকগুলি সম্পর্কে লেনিনের পরামর্শ আজ পর্যন্তও অর্থপূর্ণ।

ধনতন্ত্রের সমর্থনে বুর্জোয়া ও সংস্কারবাদী প্রবক্তাদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেন জন পিটম্যান। এই প্রবক্তারা দৃঢ়তার সঙ্গে বলে থাকেন যে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের এমন আমূল পরিবর্তন ঘটেছে যে "পুরানো" "ক্ল্যাসিক" সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিন যে ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের সমস্ত সাদৃশ্য লোপ পেয়েছে। তারা অর্থনৈতিক সংহতির সুদূর প্রসারী প্রক্রিয়ার এবং বহুজাতিক একচেটিয়ার উদ্ভবের কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁদের মতে এগুলো প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বের ভিত্তিকেই নির্মূল করে দেয়। তাঁরা দাবি করেন যে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লব আপনা আপনি সর্বজনীন সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত করে এবং সামাজিক বিপ্লবকে অনাবশ্যক করে তোলে। তাঁদের সিদ্ধান্ত হল: সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে লেনিনের বিশ্লেষণ অতীতে সঠিক হলেও হতে পারে কিন্তু বর্তমানে তা অচল, "সেকেলে"।

পিটম্যান তাঁর নিজের দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছান তা থেকে প্রমাণিত হয় যে মার্কিন ধনতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে সমরূপতা এবং তার বৈশিষ্ট্য ও রূপ সম্পর্কে লেনিনের বিশ্লেষণ ও বর্ণনা আজও সঠিক। লেনিন যে বিশ্লেষণ করেছিলেন তা হল: রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া ও ধনতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান মৌলিক বিরোধ—উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র এবং শ্রম থেকে আজিত ফলাফলগুলির ব্যক্তিগত সম্ভোগ। এই দুইয়ের মধ্যকার বিরোধ—এই বিরোধের ফলে শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা ও ধনতান্ত্রিক সংকটের গভীরতা বৃদ্ধি; নিরবচ্ছিন্নভাবে সমাজের সামাজিক মেরুভবন এবং সেই সঙ্গে জনসংখ্যার নতুন অংশের একচেটিয়াবিরোধী অবস্থান গ্রহণ, এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলির অসমান বিকাশের ফলে জাতীয় ধনতন্ত্রের পরিবর্তনশীল অবস্থান।

ফ্রান্সিসকো মেলো বলেন, পর্তুগালে এপ্রিল বিপ্লব লেনিনের ভাবধারার কার্যকারিতা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করেছে। এই বিপ্লব পর্তুগীজ ধরনের রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিলোপ সাধন করে, একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানে এবং এমনিভাবে জনগণের সামনে একটি সমাজতান্ত্রিক পরিপ্রেক্ষিতের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। স্যালাজারের সামরিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত এবং বহুজাতিক একচেটিয়াদের শৃংখলে আবদ্ধ এবং ঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশ্ব-পুঁজিবাদী বাজারের সঙ্গে বাঁধা থেকেও একটি দেশের ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে সেই দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির শক্তিগুলি অপ্রতিরোধ্য। তাই, লেনিন আগে থেকেই উপলব্ধি করেছিলেন যে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ আমাদের যুগের মৌলিক নিয়মে পরিণত হয়েছে।

মেলো বলেন যে পর্তুগীজ বিপ্লবের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলিও লেনিনের রাজনৈতিক রণনীতির অপর একটি মৌলিক তত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণ করেছে—এই রণনীতি হল: একটি বিপ্লবে মুখ্য বিষয় হল ক্ষমতার প্রশ্ন। তা সত্ত্বেও, পর্তুগালে শ্রেণীসংঘাতের জটিলতা, বিশেষ করে যে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তা হল: একটি দেশে যে সাফল্য অর্জিত হল সেই সাফল্যের চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার আগেই প্রধান সামাজিক-অর্থনৈতিক রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন করা হয়। প্রগতিশীল শক্তিগুলি একটি বৈপ্লবিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম হয়েছিল। পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয় যে এটা ছিল একটা গুরুতর ভুল হিসাব। ফলে প্রতিক্রিয়াশীল ও রক্ষণশীল-চক্র ক্রমবর্ধমান বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার অগ্রগতির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধের উপযোগী একটি শক্তিশালী ভিত্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হল।

একচেটিয়া ও রাষ্ট্র

আলোচনাচক্রের আলোচনার মধ্যে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সাম্রাজ্যবাদের তাত্ত্বিকদের তত্ত্বগত সিদ্ধান্ত এবং প্রচারের কোনও চাতুরী একটি পরিবর্তন করতে পারে না যে বুর্জোয়া সমাজের ভিত্তি করকারী সমস্ত সমস্যার সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে একচেটিয়াদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার মধ্যে—তাই লেনিন এটা আবিষ্কার করেছেন যে তাদের শক্তির নিরবচ্ছিন্ন কেন্দ্রীভবন এবং ব্যক্তি-

পুঁজির স্বার্থের কাছে রাষ্ট্রের অধিকতর অধীনতা স্বীকারই একচেটিয়াদের এই ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার পূর্ব-নির্ধারক উপাদান।

বার্ট র‍্যামেলসন তাঁর বক্তব্যের মূল অংশে বলেছেন যে উৎপাদনের একত্রীকরণ ও মূলধনের কেন্দ্রীভবন আজ পর্যন্তও সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হিসাবে অব্যাহত আছে। বৃহদায়তন সংস্থাগুলির অতিদ্রুত উদ্ভবই হল বর্তমানে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বৈশিষ্ট্য। তিনি বলেন, ব্রিটেনে এই প্রক্রিয়া বিশেষভাবে অগ্রবর্তী। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৭০ সালে ১০০টি বৃহত্তম শিল্পসংস্থার নীট উৎপাদনের পরিমাণ আমেরিকার তুলনায় ৪১ শতাংশ—এই সময় আমেরিকার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৩ শতাংশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে প্রায় ২ হাজার বৃহত্তম সংস্থার শিল্প উৎপাদনের পরিমাণ বর্তমানে ১৫০টিরও কম সংস্থার তুলনায় ৫০ শতাংশ ছিল। শিল্পে কেন্দ্রীকরণের বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে র‍্যামেলসন উল্লেখ করেন যে ১৯৫০ সাল থেকে এই কেন্দ্রীভবনের কমপক্ষে অর্ধাংশের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ হল একত্রীকরণ।

জন পিটম্যান বলেন যে র‍্যামেলসন যে ঘটনার উল্লেখ করেছেন তা শাসকচক্র গোপন করার চেষ্টা করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে আমেরিকায় বিভিন্ন ধরন ও আকারের প্রায় ১ কোটি সংস্থার অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করে শাসকচক্র দাবি করে যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হল একটি "অবাধ প্রতিযোগিতার স্বর্গ"। কিন্তু ১০০টি প্রধান একচেটিয়া সংস্থা দেশের অর্থনৈতিক জীবনে মুখ্যভূমিকা পালন করে। তারা দর নির্ধারন করে, মজুরী সংক্রান্ত নীতি স্থির করে, ঋণ মুদ্রাপ্রচলন এবং রাজস্ব-নীতির ক্ষেত্রে প্রভুত্ব করে। অবশেষে প্রধান শিল্পপতি ও মূলধন বিনিয়োগকারী ধনিক গোষ্ঠীরাই আমেরিকার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ধারা এবং ওয়াশিংটনের বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত মতামত নির্ধারন করে।

প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়াকরণ এই দুই পরস্পরবিরোধী উপাদানের সংযুক্তি হল আজকের দিনে সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্য। এ থেকেই লেনিনের ভাবধারা সমর্থিত হয়। লেনিন বলেছিলেন: "সব দিক বিচার করে মোটামুটিভাবে বলা যায় যে সাম্রাজ্যবাদের অপরিহার্য্য উপাদান একচেটিয়া-রা মনোপলি একটি নির্ভেজাল, একক বস্তু নয়, এই একচেটিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে

বিনিময়, বাজার, প্রতিযোগিতা, সংকট" (কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ২৪, পৃঃ ৪৬৪)।

আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারীরা মূলধনের একচেটিয়াকরণের ক্ষেত্রে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। টি কলোদজিয়েজ বলেন, বর্তমানে বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় সেকটারের ভূমিকার যে বৃদ্ধি ঘটেছে, সেটা প্রামাণ্য ঘটনা। রাষ্ট্রীয় সেকটার গঠিত হয় কারখানাগুলোর জাতীয়করণের মাধ্যমে এবং রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের ফলে—নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করে। যে সমস্ত শিল্প নিশ্চল হয়ে পড়ে অথবা শিল্পসংক্রান্ত অগ্রগতি স্থগিত হয়ে আসে এবং ফলে বেসরকারি সংস্থাগুলোর ক্ষতি সাধিত হয়, সেইসকল শিল্প জাতীয়করণ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। এসব ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ সহ জাতীয়করণের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সাহায্য করা হয়। আর "অতি আধুনিক" শিল্পের ক্ষেত্রে (ইলেকট্রনিকস, বিমান, মহাকাশ সংক্রান্ত) রাষ্ট্র প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। কারণ, একচেটিয়ারা গবেষণার কাজে বিপুল ব্যয় বহন করতে প্রায়ই অনিচ্ছুক থাকে। যেহেতু এর ফলাফলগুলো সমস্যাপূর্ণ।

কলোদজিয়েজ ব্রিটিশ ও ফরাসী অর্থনীতিতে সরকারি সেকটারের অবস্থা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই বিষয়টির বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন এবং তিনি দেখিয়েছেন যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের কার্যক্রম সমাজের স্বার্থে নিয়োজিত হয় না। তিনি বিশেষভাবে এই শিল্পে পণ্য ও শ্রমের কৃত্রিমভাবে অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্য বজায় রাখার বিষয়টি উল্লেখ করেন। এই স্বল্পমূল্য বজায় রাখার কৈফিয়ৎ হিসাবে বলা হয় যে দেশকে "বিশ্ব-বাজারের উপর প্রতিযোগিতা-মূলক" অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যে বেসরকারি সেকটারে মুদ্রাস্ফীতি সংযত করার প্রয়োজন রয়েছে। কলোদজিয়েজ আরও বলেন যে এ যুক্তি শুধুমাত্র আংশিক সত্য, কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত সেকটারের মুনাফা কমানোর ফলে সঞ্চয়ের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়, অথচ এই সঞ্চয় রাষ্ট্রায়ত্ত সেকটারের উন্নয়নের কাজে নতুন বিনিয়োগের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

কলোদজিয়েজ আরও বলেন যে এইভাবে বিপুল শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে কোনো কোনো শিল্পের জাতীয়করণের উদ্দেশ্য বেসরকারি

সেকটারকে অপসারণ করা নয় বরঞ্চ একচেটিয়া পুঁজির অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।' একচেটিয়াদের স্বার্থে স্বল্পমূল্যের কাজের (সহায়ক আর্থ-কাঠামোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মাধ্যমে) এবং নতুন নতুন প্রবর্তনা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমেও (রাষ্ট্রায়ত্ত "অতি আধুনিক" শিল্প কর্তৃক) এই লক্ষ্য অর্জিত হয়। সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবেই একচেটিয়া বুর্জোয়া এ ধরনের জাতীয়করণে আপত্তি করে না।

র‍্যামেলসন আপত্তি জানিয়ে বলেন যে অর্থনীতির ক্ষেত্রে জাতীয়করণের ইতিবাচক রাজনৈতিক গুরুত্বকে খাটো করে দেখা ভুল হবে, উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে ব্রিটেনে শুধু একচেটিয়াদের অর্থনৈতিক স্বার্থেই জাতীয়করণ সম্পন্ন হয় নি, যে কথা করোদজিয়েজ উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ ইস্পাত, কয়লা, তেল, রেলওয়ে প্রভৃতি সরকারি মালিকানা হল শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের চাপের প্রত্যক্ষ ফল।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, জাতীয়করণ সর্বদাই শাসকশ্রেণীর স্বার্থে সম্পন্ন হয় না। এমনকি যখন বেসরকারি মূলধন বৃদ্ধির কাজে জাতীয়করণ সংস্থা-গুলোকে ব্যবহার করা হয় তখনও সরকারি মালিকানাধীন সংস্থা ও শিল্পগুলো পরবর্তীকালে একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। র‍্যামেলসন বলেন যে সে কারণেই ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির রাষ্ট্রায়ত্ত সেকটারগুলোকে সুদূরপ্রসারী সামাজিক পরিবর্তনের সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে।

ঘেরম্যান ডিলিজেনস্কি বলেন যে নীতিগতভাবে জাতীয়করণ ধনতন্ত্রকে দুর্বল করার কাজের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়। এটা যে-দুইটি অবস্থারই ফলশ্রুতি হতে পারে তা হল: প্রথমত, কোনো না কোনো দেশে একচেটিয়া মূলধনের প্রতিকূল সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তিগুলোর ভারসাম্য এবং দ্বিতীয়তঃ, তার অর্থনৈতিক দুর্বলতা অর্থাৎ বেসরকারি বিনিয়োগ মজুদের ক্ষেত্রে ঘাটতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অথবা পশ্চিম জার্মানিতে রাষ্ট্রায়ত্ত সেকটারের এমন পরিমাণে বিকাশলাভ ঘটে নি—যেমন তার বিকাশ ঘটেছে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দুর্বলতর রাষ্ট্রগুলোতে।

মেলো এ বিষয়ে একমত হন কিন্তু তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে জাতীয়করণ একচেটিয়া মূলধনের ক্ষমতা খর্ব করার কাজে এক শক্তিশালী

হাতিয়ারে পরিণত হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এটা দেখা যাবে পর্তুগীজ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে। অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্রগুলো জাতীয়করণের ফলে একচেটিয়াগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতার পতন ঘটে, বিশেষকরে যখন ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্রের উৎখাত এবং এক নতুন গণতান্ত্রিক পরিস্থিতির উদ্ভবনের ফলে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া ধনতন্ত্র তার রাজনৈতিক অবস্থান হারায়। শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং কৃষি সংস্কারের মত বিপ্লবের অপর দুইটি সাফল্য অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়করণ শুধু একনায়কতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলচক্রের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে একটি জবাবই নয়, জাতীয়করণ গণতন্ত্র শক্তিশালী করার পথে এবং বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রেও সাহায্য করেছে।

পশ্চিম জার্মান ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে হেনজ জাং উল্লেখ করেন যে এখানে ধনতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে বেসরকারি একচেটিয়া মডেলই প্রধান। এটাই সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতে উত্তরণে বাধার সৃষ্টি করে। পশ্চিম জার্মানিতে প্রধানত রাষ্ট্রের কাজ হল একত্রীকরণ ও একচেটিয়াকরণের প্রক্রিয়ায় মূলধন যোগান এবং অর্থনীতিতে গুরুতর অসামঞ্জস্যও দূর করা। বিশেষ করে, যখন মূলধনের গতির একচেটিয় কার্যক্রম অনিবার্যভাবে অর্থনীতিকে বিপন্ন করে তোলে।

জাং জোর দিয়ে বলেন যে একচেটিয়া ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক গঠনবিন্যাসের বিবর্তনের বিষয়টি বিবেচনা না করলে ভুল হবে। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সহ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মধ্যে রাষ্ট্রীয় উপাদান বাড়িয়ে তোলার প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে সমস্ত সংস্কার সাধিত হয়েছে তাতে একচেটিয়া মূলধনের স্বার্থ পূরণ করা হয়েছে, কারণ এই ক্ষেত্রগুলিতে পিছিয়ে থাকলে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের প্রতিযোগিতার ক্ষমতা খর্ব হতে পারে।

এ সম্পর্কে কেউ উল্লেখ না করে পারে না যে এ পথ তার নিজস্ব গতিশীলতা অর্জন করে ধনতান্ত্রিক সঞ্চয় হ্রাস করতে এবং অর্থনৈতিক বিকাশের মাত্রায় বিকৃতি ঘটাবার উদ্দেশ্যে শেষ পর্যন্ত মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে যুক্ত হয়। পশ্চিম জার্মান সরকার ১৯৭৩ সালে তেল ও বিদ্যুৎ সংকটের ফলে একটা অচল অবস্থায়

পৌঁছে নীতিগত বদল আনার পন্থা নেয়। জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার ক্ষেত্রে এই সরকার কিনস-এর অবাধ বাণিজ্য সংক্রান্ত ও রাজনৈতিক সজীবতার কর্মসূচী পরিত্যাগ করে।* সরকারি উন্নয়ন কর্মসূচীও এ সরকার গ্রহণ করে নি। সরকার বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহ দানের সিদ্ধান্ত করে।

কলোদজিয়েজ মন্তব্য করেন যে জাং যে প্রবণতার কথা উল্লেখ করেছেন তা শুধু পশ্চিম জার্মানির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। বুর্জোয়ারা জাতীয়করণ তখনই গ্রহণ করে থাকে যখন এই জাতীয়করণ বেসরকারি ব্যবসাকে অলাভ-জনক সংস্থা, কোম্পানি এবং অর্থনীতির সমগ্র সেক্টার থেকে অব্যাহতি লাভ করতে সাহায্য করে। অন্যথায় একচেটিয়ারা জাতীয়করণের পরিকল্পনায় বাধা দেয় এবং যেখানেই জাতীয়করণ সম্পন্ন হয়েছে সেখানেই একচেটিয়া বেসরকারি মালিকানা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ দেয়। এর মধ্যে পূর্বে বেসরকারি মূলধনের মালিকানাধীন এবং অধুনা জাতীয়করণের আওতাভুক্ত সংস্থা ও কোম্পানিগুলোকেই শুধু ধরা হয় নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইতালিতে জনগণের অর্থে প্রতিষ্ঠিত ই এন আই ও আই আর আই-এর মত বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তরিত করার জন্য প্রবল দাবি উত্থাপিত হয়।

কলোদজিয়েজ বলেন যে বেসরকারি মালিকানায় হস্তান্তরের দাবিদার-দের কাছে এই মুহূর্তে সুবিধা আদায়ের চেয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত সেকটারে তাদের স্থান ফিরে পাওয়ার প্রশ্নটাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় এবং এমনভাবে এর ব্যবস্থাদি পরিচালনা করা সম্ভব হয় যাতে করে বেসরকারি মূলধনের স্বার্থের সঙ্গে এর সংঘাত বন্ধ করা যায়।

জাং উল্লেখ করেন যে বেসরকারি মালিকানা পুনঃ প্রতিষ্ঠার দিকে ক্রম-বর্ধমান ঝোঁকের ফলে এস ডি পি জি-র কাঠামোগত মধ্যপন্থী মতানুসারী

---

* কিন্‌স "নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্র"—এর একটি তত্ত্ব সূত্রায়িত করেন। এই তত্ত্বের ভিত্তি হল: অর্থনীতিতে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সক্রিয় হস্তক্ষেপ এবং প্রভূত ট্যাক্স ও শ্রমিকদের শ্রমের তীব্রতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বৃহত্তম একচেটিয়াদের জন্য বিপুল মুনাফার ব্যবস্থা। অর্থ সরবরাহ এবং ভোগ নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক সংকট প্রতিহত করাই ছিল তাঁর চিন্তাধারা।

—সম্পাদক।

কর্মসূচী ভিত্তিক দলিল ও একচেটিয়া পুঁজির এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রক্ষণশীল রাজনৈতিক শক্তির পথ থেকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে।

র‍্যামেলসন প্রশ্ন করেন : কিন্তু, অবাধ বাজারের গঠন বিন্যাস সম্পূর্ণভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টারের বিলোপ সাধন করে কী ধনতন্ত্রকে স্থিতিশীল করা যেতে পারে? সর্বোপরি, ধনতন্ত্র এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে এবং সম্পূর্ণভাবে অবাধ বা স্বাধীন বাজারের নীতি গ্রহণের সমস্ত সম্ভাবনা বাতিল হয়ে গেছে। এটাই হল সমকালীন ধনতন্ত্রের একটি অন্যতম অত্যন্ত তীব্র অসঙ্গতি। বছরের পর বছর এ অবস্থাটি আরও বেশি করে প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে এবং এ থেকেই বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রের সংকট প্রমাণিত হয়।

সাম্রাজ্যবাদের কোনো ঐতিহাসিক সম্ভাবনা নেই—একথা উল্লেখ করে ডিলিজেনস্কি বলেন যে আমাদের কিছুতেই ভুল করা চলবে না যে আজকের ধনতন্ত্র এখনও সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। তাই ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমজীবী মানুষের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখার জন্য শাসকচক্র যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে তার প্রতি অবশ্যই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। সামাজিক ব্যয় সংকোচ করে এবং আসল মজুরি হ্রাস করে বিপুল সংখ্যায় বেকারি বজায় রাখার মাধ্যমেই তাদের স্বেচ্ছাকৃত নীতি প্রমাণিত হয়। রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রের সংকট-বিরোধী নীতির যে কোনো ধরনই থাকুক না কেন সেই নীতি অনিবার্যভাবে শ্রমজীবী জনগণের শোষণকে তীব্রতর করে তোলে এবং এই শ্রমজীবী জনগণই অর্থনৈতিক বোঝার আঘাত বহন করে।

জাং বলেন যে শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়ে একচেটিয়াদের সর্বোচ্চ মুনাফা সুনিশ্চিত করার ব্যবস্থা হিসাবে র‍্যাশনালাইজেশন বা সুসংবদ্ধ সংস্কার চালু করার জন্য বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যগুলিকে ব্যবহার করাই হল শ্রমিক, কর্মচারী এবং বুদ্ধিজীবীদের শোষণ করার এক নবতম পদ্ধতি। উচ্চতর প্রযুক্তিগত পর্যায়ে স্থায়ী মূলধনের পুনঃ বিনিয়োগ শ্রম উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির এবং উৎপাদন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সূচনা করে এবং তা স্বভাবতই প্রাচুর্য্যের প্রবণতা বাড়িয়ে তোলে।

যে সমস্ত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি মন্থর এবং, ফলে, যেখানে কর্মহীন শ্রমজীবী জনগণকে অন্যান্য সেকটারে নিয়োগের সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমিত, সেখানে এই প্রক্রিয়া দ্রুত বেকারির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। তাই ১৯৭৪-৭৫ সালের সংকটের শেষ থেকে পশ্চিম জার্মানিতে বেকারির সংখ্যা ১০ লক্ষের নিচে নামে নি।

র‍্যামেলসন বলেন যে শোষণের নীতির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের প্রতিরোধ দমনের জন্য শাসকশ্রেণী এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র যে বিভিন্ন রকম হাতিয়ার ব্যবহার করে তা প্রকৃতপক্ষে বিশাল। এই হাতিয়ারের একটি হল কুখ্যাত "আয় নীতি"। সাম্প্রতিককালে এই নীতি ক্রমশই বেশি বেশি করে কাজে লাগানো হচ্ছে একচেটিয়াচক্র এবং পার্টিগুলি নিজেদের স্বার্থে বাগাড়ম্বর ও জাজ্বল্যমান মিথ্যার পথ গ্রহণ করে, কারণ তারা প্রমাণ করতে চায় যে শ্রমিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে একটি "সামাজিক চুক্তি" শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে আবশ্যক তাই নয় উপযোগীও। এর অর্থ হল পূর্ণ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে শ্রমিকদের জীবনধারণের মান খাটো করার জন্য স্বেচ্ছায় সম্মতি দিতে হবে। অথচ একচেটিয়াদের ক্ষমতার অধীনে পূর্ণ কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি অবাস্তব।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণী স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেয়। যখন ধনতন্ত্র কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছিল তখন শ্রমিকরা যে তাদের অনেক গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করেছিলেন তা আইনগতভাবে বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। এইভাবে ব্রিটেনে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে তাদের শক্তি ব্যবহার বা প্রয়োগ করার আইন সম্মত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা চলছে।

মূলধনের আন্তর্জাতিকীকরণ

আলোচনা-চক্রে বর্তমান পরিস্থিতিতে মূলধনের আন্তর্জাতিকীকরণের কতকগুলো দিক নিয়ে আলোচনা হয়। বহু-

জাতিক অথবা আন্তর্দেশীয় একচেটিয়াদের দানা বাঁধা সুরু হয়েছিল ১৮৬০-১৮৮০ সালে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই বহুজাতিক একচেটিয়া নতুন গুণগত ও সংখ্যাগত মান অর্জন করে। সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব থেকে পরিত্রাণের জন্য মূলধন রপ্তানির সঙ্গে সঙ্গে বর্তমানে মূলধনের আন্তর্জাতিকীকরণ হল অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির একটি প্রয়াস।

র‍্যামেলসন বলেন, যেহেতু বহুজাতিক সংস্থাগুলো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তাই তারা সর্বোচ্চ মুনাফার সন্ধানে তাদের নিজেদের রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতি ব্যর্থ করতে পারে, আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে, অর্থনীতির কাঠামোর উপর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ঘটায়, বাজেট সম্প্রর্কিত সম্ভাবনা ও মূল্য নীতি পাল্টে দেয়। তারা ধনতন্ত্রী সরকারের হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা আরও বেশি হ্রাস করে ধনতন্ত্রের সহজাত নৈরাজ্য বৃদ্ধি করে। এই-ভাবে সংকট তীব্রতর করে তোলা হয় এবং পুনঃ-স্থিতিশীলতা অর্জনের নীতি অনুসরণ করার মত রাষ্ট্রের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেওয়া হয়। র‍্যামেলসন বলেন যে এটাই হল কিনদীয় পদ্ধতির ব্যর্থতার এবং বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিক ও সরকারি মহলে মিলটন ফ্রিডম্যানের মুদ্রাবিষয়ক তত্ত্বের* ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা লাভের কারণ।

এটা ঠিক যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির শাসকশ্রেণী দাবি করে আসছে যে তারা বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম। তাদের জন্য কতকগুলি "আচরণ বিধি" প্রস্তুতের চেষ্টাও চলছে। অবশ্য অভিজ্ঞতা প্রমাণ করছে এ দাবিগুলো ভিত্তিহীন। বাস্তব ক্ষেত্রে একচেটিয়া-বিরোধী আইন প্রয়োগের যে কোনো প্রচেষ্টার পথে যে অনতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি হয় তা থেকেই তাদের দাবির ব্যর্থতা বোঝা যাবে।

---

* বুর্জোয়া অর্থশাস্ত্রে মুদ্রাবিষয়ক প্রবণতার প্রধান প্রবক্তা হলেন মার্কিন অর্থনীতিবিদ মিলটন ফ্রিডম্যান। তিনি বিশ্বাস করেন যে অবাধ উদ্যোগ ধনতান্ত্রিক বাজারের উপাদান বা শক্তিগুলোর স্বাধীন ভূমিকা রাষ্ট্রের ব্যাপক হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাভাবিক পুনরুৎপাদন সুনিশ্চিত করতে পারে। রাষ্ট্রের কাজকে মুদ্রা-প্রচলন নিয়ন্ত্রিত করার মধ্যেই সীমিত রাখা উচিত।

হিউগো কাজি ও লাতিন আমেরিকান দেশগুলির দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে বলেন, কোন হাতিয়ারের সাহায্যে সাম্রাজ্যবাদী মূলধন বিশ্বের উন্নয়নশীল অঞ্চলে প্রবেশ করছে। তিনি সাম্রাজ্যবাদী মূলধন, প্রধানত উত্তর আমেরিকার মূলধনের উপর লাতিন আমেরিকান দেশগুলোর নির্ভরশীলতার পুরানো পদ্ধতির বিস্তৃতির এবং নতুন পদ্ধতির উদ্ভবের কথা উল্লেখ করেন। লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলোর কার্যকলাপ বৃদ্ধি, এই অঞ্চলভুক্ত দেশগুলিতে ফিনান্স মূলধনের ব্যাপক প্রবেশ এবং এই দেশগুলোর বিপুল বৈদেশিক ঋণ ও ক্রমবর্ধমান প্রযুক্তিগত পর-নির্ভরশীলতা প্রভৃতি নতুন অবস্থাগুলোও ফাজিও বিশ্লেষণ করেন।

তিনি বলেন যে ১৯৭৮ সালে লাতিন আমেরিকায় যে মূলধন সরবরাহ করা হয় তার মোট পরিমাণ হল ২০'৪৬ বিলিয়ন ডলার। বর্তমানে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের প্রধান ধরন হল প্রধানত ঋণ হিসেবে মূলধনের প্রবেশ। সাম্প্রতিককালে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের চেয়ে ঋণ খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ অতি দ্রুত বেড়ে চলেছে। তাই ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৪০'১ শতাংশ এবং ঋণ খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪১১'৬ শতাংশ। পরবর্তীকালে এই প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে।

আন্তর্জাতিক দেনাপাওনার বিপুল ঘাটতি পূরণের জন্য লাতিন আমেরিকান দেশগুলির জরুরীভাবে বৈদেশিক ঋণের প্রয়োজন। চলতি দশকের প্রথম আট বছরে এর মোট পরিমাণ ছিল ৬৫ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। ফলে, এই দশকের প্রথম সাত বছরে লাতিন আমেরিকার বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ চতুর্থাংশেরও বেশি দাঁড়ায়।

ফাজিও বলেন যে কোন ধরনের বৈদেশিক মূলধনের প্রবেশ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের তহবিল বিপুলভাবে বাইরে চলে যাওয়ার পথ সুগম করে। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত একমাত্র এ ধরনের ঋণ খাতে ৩৫'১ বিলিয়ন ডলার নিঃশেষ হয়—সেই সময়ে তা প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশি। তা ছাড়া, আরও অন্যান্য পথও আছে যার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী মূলধন ব্যাঙ্ক তহবিল পাচার করে এবং এইভাবে একদিকে আন্তর্জাতিক ফিনান্স মূলধনের মোড়ল-চক্র ও বহুজাতিক একচেটিয়াদের আরও বিত্তশালী করা হয়

এবং অন্যদিকে এই অঞ্চলভুক্ত দেশগুলিতে মূলধন সঞ্চয়ের পথে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করা হয়।

উপসংহারে ফাজিও যে-বিষয়টির উপর জোর দেন তা হল: লাতিন আমেরিকান দেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদী মূলধন শুধু বৈদেশিক উপাদান হিসাবেই নয়, অভ্যন্তরীণ উপাদান হিসাবেও পরিচালিত হয়। এই সকল দেশে সাম্রাজ্যবাদী মূলধন জাতীয় বুর্জোয়ার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অংশের সঙ্গে মিলিত হয় এবং এরা বহু ক্ষেত্রে স্থানীয় ফিনান্স মূলধন বিনিয়োগকারী মোড়ল-চক্রে উন্নীত হয় এবং লাতিফাণ্ডিস্টদের সঙ্গেও যুক্ত থাকে। এই প্রক্রিয়ার ধাক্কায় এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিকাংশ উন্নত দেশগুলির বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি "পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্র" গঠনের কাজ অধিকতর সক্রিয়ভাবে চলছে।

বহুজাতিক মূলধনের সঙ্গে স্থানীয় মূলধনের যোগসাজশ থেকে উদ্ভূত বিপদ সম্পর্কে ফাজিওর মতামতকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন আমেদ সেলিম, আরব অঞ্চলের পরিস্থিতির পটভূমিতে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সাম্রাজ্যবাদ পেট্রোডলারের পুনর্বণ্টনকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগায়। পেট্রোডলার হল এই অঞ্চলে তেল উৎপন্নকারী দেশগুলির অভিজাত শাসকগোষ্ঠীর তেল বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত তহবিল। এর ফলে যে প্রভূত মুদ্রা তহবিল মজুত হয় তা বিশ্বমুদ্রা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ও বিশ্ব অর্থ বাজারে উপস্থিত হয় এবং অতিকায় একচেটিয়াদের মজুত ভাণ্ডার এবং প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বৃহৎ মূলধনের সঙ্গে অখণ্ডভাবে সংযুক্ত হয়। তিনি আরও বলেন যে আরব দেশগুলোর কমিউনিস্ট পার্টিগুলি নিশ্চিত যে পেট্রোডলার হল নয়া-ঔপনিবেশবাদীদের অনুপ্রবেশের হাতিয়ার এবং এটা বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করে।

তিনি বলেন, নয়া-ঔপনিবেশিকতাবাদের নীতিগত লক্ষ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনীতিকে বিশ্ব-পুঁজিবাদী বাজারের সঙ্গে যুক্ত করা এবং পেট্রোডলার কেবল তাদের অন্যতম হাতিয়ার। কিন্তু প্রধান ব্যাপার হচ্ছে এই দেশগুলোকে তাদের সুস্থিত অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহে বাধা দেওয়া এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রকে বিলোপ করার জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো একদিকে শিল্পায়ন

রুদ্ধ করতে চায় এবং অন্যদিকে এক-ফসলী উৎপাদন বজায় রাখতে চায়, রপ্তানি-ভিত্তিক কৃষি অর্থনীতিকে উৎসাহিত করতে চায়।

তিনি আরো বলেন, আন্তর্জাতিক ধনতান্ত্রিক শ্রম-বিভাজন বিশ্ব-অর্থনীতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমতার গ্যারান্টি দিতে পারে না, ধনতান্ত্রিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তারা অন্ধ বাজারের শক্তিগুলি এবং ধনতান্ত্রিক শোষণের নিয়মের শিকার হয় এবং অসম অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক শর্তগুলোর কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

সাম্প্রতিক বুর্জোয়া তত্ত্বগুলোতে দাবি করা হয় যে উন্নয়নশীল দেশগুলো ধনতান্ত্রিক রাস্তা গ্রহণ করে এবং ধনবাদী কেন্দ্রগুলো থেকে অনুদান, ঋণ এবং অয়েন্ট স্টক মূলধনের মাধ্যমে আসা বিদেশী আর্থিক সমর্থনের ওপর নির্ভর করে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করতে পারে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এই দাবি নস্যাৎ করে। এই সমস্ত অবস্থায় নির্ণীত কর্মসূচীগুলো সাধারণত সীমাবদ্ধ হয় এবং নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ও বিদেশী একচেটিয়াগোষ্ঠীগুলোর স্বার্থে রূপায়িত হয়। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে যে পরিমাণ মুনাফা প্রেরিত হয় তা আমদানিকৃত মূলধনের থেকে অনেকগুণ বেশি। এছাড়া, উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলো কৃত্রিমভাবে সংকুচিত দরে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কাছ থেকে কৃষি ফসল ও কাঁচামাল গ্রহণ করে, অথচ তৈরী মাল মাত্রাতিরিক্ত দরে এ দেশগুলোতে বিক্রি করে।

তাই, আজও অন্যায় আন্তর্জাতিক শ্রম-বিভাজন বর্তমান রয়েছে, যা ঔপনিবেশিক কালপর্বে সাম্রাজ্যবাদ চাপিয়ে দিয়েছিল এবং যা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া মূলধনের অর্থনৈতিক শক্তি নতুন অবস্থায় বজায় রাখছে। একারণেই দুটি বিপরীতধর্মী সামাজিক বিকাশের পন্থা: পুঁজিবাদী বা সমাজতান্ত্রিক—এর একটিকে বেছে নেওয়া থেকে সদ্যমুক্ত দেশগুলোর স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ঠিক নয়।

আলোচনায় জোর দিয়ে বলা হয় কেবল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদই বহির্দেশে আত্মবিস্তারে লিপ্ত নয়। জাং বললেন, ফেডারেল জার্মানির একচেটিয়া চক্রগুলি বাইরের দেশের বাজারগুলো জয় করাকে এবং কাঁচামালের উৎসের ওপর আধিপত্য লাভ করাকে মূলধন গঠনের একটা চরম উপায় মনে করে। একারণেই গোড়া থেকে এফ-আর-জি-তে রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া ধনতন্ত্রের বিকাশ

রপ্তানি ও বিদেশী লগ্নির ওপর ভর করেছিল এবং উৎপাদনের একচেটিয়া আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামুখিতা সুনিশ্চিত করেছিল।

রামেলসম বলেন, সম্প্রতিকালে যৌথ উপনিবেশবাদকে অনেক বেশি মাত্রায় অনুভব করা যাচ্ছে—ই-ই-সি-র (ইউরোপীয় বারোয়ারি বাজার) নীতিতেই এ পরিলক্ষিত হয়। বারোয়ারি বাজারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ফ্রান্স। সে তার পূর্বতন উপনিবেশগুলোকে এতে যুক্ত করেছে। ইউরোপীয় বারোয়ারি বাজারে ব্রিটেন ঢুকবার পর তার পূর্বতন বহু উপনিবেশ ই-ই-সি-র সঙ্গে জড়িত হয়েছে। তৈল সংকট দেখা দেওয়ার পর 'ওপেক' দেশগুলোর বিরুদ্ধে ই-ই-সি-র ন-টি দেশ অভিন্ন অবস্থান গ্রহণে আংশিক সফল প্রয়াস চালিয়েছিল। বারোয়ারি বাজারের দেশগুলো একদিকে তাদের তৈরি মালের দাম ও অন্যদিকে পূর্বতন উপনিবেশগুলোর কাছ থেকে আসা কাঁচা-মালের দামের পূর্বোক্ত বিপুল পার্থক্য বজায় রাখতে পশ্চিম ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে সাহায্য করার জন্য এখন তাদের আঞ্চলিক নীতিকে মিলমিশ খাইয়ে নিচ্ছে।

ধনতান্ত্রিক একীকরণ

বহুজাতিক একচেটিয়া জোট রূপায়ণ এবং তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা গঠন একীকরণের রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া ধরনকে বেশ জোরদার করে তোলে। আন্তঃ-রাষ্ট্রিক ধনতান্ত্রিক সমিতিগুলো গড়ার মধ্য দিয়ে এর সবচেয়ে বড় প্রকাশ দেখা যায়। এদের চৌহদ্দির মধ্যেই রয়েছে জাতীয় অর্থনীতি-গুলোর মানিয়ে নেওয়ার নানান বিপরীতধর্মী প্রক্রিয়া এবং আর রয়েছে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক সমাহারগুলোর তৈরি বড় বড় বাজারের অর্থনৈতিক কাঠামো। ঐ প্রক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একদিকে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের আগ্রহ এবং

অন্যদিকে অনিবার্যভাবেই এই সমাহারগুলোর ভেতরে ও তাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা।

রামেলসন স্মরণ করিয়ে দেন, ব্রিটেনের বহুজাতিক সংস্থাগুলোই ব্রিটেনকে ই-ই-সি-তে নিয়ে আসে, কারণ তারা বুঝেছিল এই প্রবেশের ফলে তারা পশ্চিম ইউরোপের দ্রুত বৃদ্ধিশীল বাজারে লগ্নি-অর্থ পাঠাবার সুযোগ পাবে। এফ-আর জি, ফ্রান্স ও ইতালি সম্পর্কে বলা যায় তারা বহুজাতিক সংস্থা গঠনে অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। তবে তাদের লক্ষ্য ছিল বর্তমান রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে কাজের চৌহদ্দি গড়ে তোলা। পশ্চিম ইউরোপীয় অঞ্চলে তাদের একচেটিয়াদের কাজের সুযোগ করাই এর উদ্দেশ্য।

যে যে কারণে অগ্রণী ধনতান্ত্রিক দেশগুলো একীকরণের প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে বাধ্য হচ্ছে তার সঙ্গে একমত হয়েও পিটম্যান এই ঘটনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে 'সংযুক্ত অঞ্চলে' প্রতিযোগিতা তিরোহিত হওয়া দূরে থাক তা আরো তীব্রতর হয়েছে। তিনি বলেন, মোটের ওপর শুল্ক-বাধা প্রত্যাহার করা প্রতিযোগিতামূলক লড়াইয়ের একটি হাতিয়ার পরিত্যাগ মাত্র। সাধারণ কৃষিনীতি নির্ধারণ করার অসুবিধাগুলি, কয়লা ও ইস্পাত নীতি, মৎস্য চাষের অঞ্চল চিহ্নিতকরণ করার ক্ষেত্রে বিরোধ-গুলো, উত্তর-পূর্ব সমুদ্রের তেল নিয়ে বিরোধ প্রভৃতি ঘটনা ই-ই-সি দেশগুলোর একচেটিয়াদের মধ্যেকার তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চিহ্নিত করে। পিটম্যান জোর দিয়েই বলেন, এটাই আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী বিরোধ। এর ফলেই বারোয়ারি বাজারভুক্ত দেশগুলো এই অঞ্চলের সংকট লাঘব করার জন্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের একটি অভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে পারছে না। অথচ ধনতন্ত্রের ভবিষ্যতের পক্ষে এটাই অন্যতম প্রধান ব্যাপার।

রামেলসন বলেন, মুনাফার প্রবণতাজাত সমস্ত বিরোধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও পশ্চিম ইউরোপীয় ফিনান্স মূলধনের জাতীয় গোষ্ঠীগুলো তাদের অভিন্ন স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ। কিছু কিছু স্তরে এমন অভিন্ন স্বার্থসমূহ বজায় থাকে। মার্কিন ও জাপানি একচেটে মূলধনের সমকক্ষতা অর্জনের জন্য এবং পশ্চিম ইউরোপীয় একচেটিয়াদের অনুকূলে আর্থনীতিক প্রভাবের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষেত্রকে পুনরায় সংকুচিত করার জন্যে ই-ই-সি-র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক

গুরুত্ব বৃদ্ধির আগ্রহের মধ্য দিয়ে এটা প্রকাশিত হয়েছে। তাদের নিজের দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সুস্থিত করতে এবং অর্থনৈতিক জোটের ভেতর ও বাইরেকার দেশগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করতে এই একীকরণকে ব্যবহার করার অভিপ্রায়ের মধ্যেও এই স্বার্থসমূহ খুঁজে পাওয়া যাবে।

স্পষ্টতই মার্কসবাদীদের কাজ ঐতিহাসিক বিকাশের প্রতি স্তরে একীকরণ বা বিচ্ছিন্নতার কোন প্রবণতাগুলো সামনে আসে তা নির্ণয় করা। এখন এটা অনুধাবন করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট বর্তমানে তীব্রতর হওয়ার উৎস সন্ধান এবং সংকট পরিত্রাণের উপায় বের করার ওপর ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

মাসিমো মিকারেল্লি বলেন, এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সংকটের কারণ হলো প্রধানত ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বিভাজনে কাঠামোগত পরিবর্তন। তিনি অর্থব্যবস্থার বিশৃংখলা, মুদ্রাস্ফীতি, কাঁচামালের ক্রমবর্ধমান দর, উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে অগ্রাধিকারমূলক শিল্প বিকাশের মাধ্যমে মূলধনের সহজাত গঠনকাঠামোর বৃদ্ধি, মুনাফার হার হ্রাস, মূলধনের আন্তর্জাতিকীকরণ এবং অটোমেশনের নেতিবাচক প্রভাব এবং শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আধুনিকীকরণ ইত্যাদি দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তুলে ধরেন।

মিকারেল্লি বলেন, একই সঙ্গে যে রাজনৈতিক সংগঠন যা ঠাণ্ডা লড়াই তীব্রতর করত, সেটি আরো সংকটে নিমজ্জিত হয়েছে। আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে এবং সেই সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলো ও নয়া-ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর মধ্যে বিরোধের বৃদ্ধি হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামোগত পরিবর্তন দারুণ গুরুত্বপূর্ণ। এতে জড়িত দেশগুলোর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সব দেশই বিশ্ব-ঘটনাবলীতে ভূমিকা গ্রহণ করতে এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনুকূলে বিশ্ব-বাণিজ্যের নয়া-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হতে আগ্রহী।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই ধরনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পশ্চিম ইউরোপের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যদি বিভিন্ন শক্তি—শ্রমিকশ্রেণী

ও তার মিত্ররা, কমিউনিস্ট ও সোশ্যালিস্টরা—প্রতিটি দেশের ঐতিহ্য ও সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যে এবং গণতন্ত্র ও সমস্ত স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশের প্রচেষ্টা-গুলোর পরিপ্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের রাস্তা নেয় তবে পশ্চিম ইউরোপ বিশ্বে নতুন ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে।

মিকারেল্লি বলেন, উপরোক্ত সমস্যা ও সংকট পরিত্রাণের প্রয়োজনীয়তা ই-ই-সি ও তার সংস্থাগুলোর ভূমিকার ওপর নতুন আলোকপাত করেছে। তিনি বলেন, খাঁটি গণতান্ত্রিক ও বহুজাতিক ভিত্তিতে অর্থবিষয়ক, আর্থিক ও জ্বালানি সমস্যাবলী, শিল্পকাঠামোর বদল, কৃষি, পরিবেশ ও গবেষণাজাত সমস্যাবলী সমাধানে ইউরোপীয় পার্লামেন্টকে সমর্থ করে তোলার জন্য এর হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতাদান করা প্রয়োজন।

তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে শ্রমজীবী জনগণ ও তাদের দল-গুলোর ওপর আস্থা রাখলে গোটা ইউরোপেই পুঁজিবাদী সমিতিগুলো ও বহুজাতিক একচেটিয়াদের কাজের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা যায়। মিকারেল্লি বলেন, ইউরোপীয় পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা ও ই-ই-সি-র প্রসার ঐ সংস্থার নীতি ও রূপায়ণ গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা সম্ভব করবে।

আলোচনাচক্রে মিকারেল্লির কয়েকটি বক্তব্য অন্যান্য অংশগ্রহণকারী সমালোচনা করেন। সমস্ত পশ্চিম ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশকে বারোয়ারি বাজারে যোগ দিতে উৎসাহ দিলে পশ্চিম ইউরোপে 'একসাথে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের' কোনো না কোনো ধরনের হাতিয়ার সৃষ্টি হবে বলে তিনি যে বক্তব্য প্রকাশ করেন ব্লামেলসন তাতে বিশেষভাবে সংশয় প্রকাশ করেন। বরং তিনি জোর দিয়ে বলেন, ই-ই-সি-কে গণতন্ত্রীকরণের যে চেষ্টাই করা হোক না কেন তা সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বহুজাতিক বেসরকারি সংস্থাসমূহও রাষ্ট্রীয় একচেটিয়াদের এই হাতিয়ারটির ভূমিকা বদলাতে পারবে না। ই-ই-সিভুক্ত কোনো একটি দেশ যখন বিকাশের সেই স্তরে উপনীত হবে যখন সমাজতান্ত্রিক ধারায় সমাজকে ঢেলে সাজাবার প্রশ্নটি অর্থবহ হয়ে উঠবে, তখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলো ঐ সংগঠনকে এই দেশটির ক্ষমতা দুর্বল করার জন্য ব্যবহার করতে পারে।

মিকারেল্লির কিছু মূল্যায়নের সঙ্গে মেলোও দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, পর্তুগালের কমিউনিস্টরা তাদের দেশের সঙ্গে ই-ই-

সি-র যোগাযোগের বিরোধিতা করেন, কারণ ই-ই-সি-র সদস্য দেশগুলোর মত পর্তুগালের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো ও শ্রম আইন পরিবর্তন রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা, সংবিধান পর্যালোচনা করার শামিল হবে এবং মোটের ওপর তা বৈপ্লবিক সাফল্যগুলি ও গণতান্ত্রিক শাসনের ক্ষেত্রে বিপদ ঘনিয়ে তুলবে।

বারোয়ারি বাজারে পর্তুগালকে জড়িত করার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রয়াস এবং 'ইউরোপীয় পছন্দ'-এর জন্য ব্যাপক প্রচারের সঙ্গে জুটেছে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক বিকাশের পথে সবরকমের বাধা সৃষ্টির প্রয়াস এবং কমিউনিস্ট ও সোভিয়েত-বিরোধিতার জিগির। মেলো প্রশ্ন করেন, ধনতান্ত্রিক একীকরণের এমন বিষফলগুলো আমাদের ভুলে যাওয়ার কোন অধিকার আছে কি?

ব্লামেলসন্ত মন্তব্য করেন, বর্তমান কালের অবস্থায় বিকাশের অসমত্ব বৃদ্ধির একটি উপাদান হচ্ছে বহুজাতিক সংস্থাগুলি। তিনি বলেন, এক্ষেত্রে ব্রিটেন একটা সুস্পষ্ট নিদর্শন। একচেটিয়া জোটগুলোর জোরদার মূলধন রপ্তানি অভ্যন্তরীণ মূলধন-লগ্নির ক্ষমতাগুলো হ্রাস করতে চায়, এতে উৎপাদনের এবং মোট দেশীয় আয় বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়। এইসঙ্গে এই মূলধন রপ্তানি বিশ্ববাজারে ব্রিটিশ বহুজাতিক সংস্থাগুলির অর্থনৈতিক শক্তি গড়তে সাহায্য করে।

এর প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে বিশ্ব-ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক কাঠামো সঞ্চালনে ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলা এবং জাতীয় ও বিশ্বস্তরে এই সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধি। আঞ্চলিক রাষ্ট্রীয় একীকরণের প্রবণতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত কেন্দ্র অভিমুখী শক্তিগুলি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর তীব্র প্রতিযোগিতার দ্বারা, অর্থাৎ কেন্দ্র-অপসারী শক্তিগুলির দ্বারা বিরোধের মূলে এসে পড়ে।

পিটম্যান বলেন, বস্তুত কেন্দ্র-অভিমুখী ও কেন্দ্র-অপসারী প্রবণতাগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধনতন্ত্রের ইতিহাসে কোন নতুন ঘটনা নয়। যতকাল শোষণ-নির্ভর ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ হুমকির সামনে এসে না দাঁড়ায়, যত দিন বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার সোচ্চার অস্তিত্ব প্রকটিত না হয়, ততদিন ধনিকরা পরস্পরের মধ্যে জীবন-মৃত্যুর লড়াই চালায়। কিন্তু যখন ধনতন্ত্র বিপন্ন হয়, তখন তারা শ্রমিকশ্রেণী ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে অভিন্ন ফ্রন্টে অবতীর্ণ হয়। সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে কেন্দ্র-অভিমুখী প্রবণতা বিকাশে এবং কেন্দ্র-অপসারী প্রবণতাকে

বাধাদানের আগ্রহের কারণ। এই আগ্রহের দৃষ্টান্ত হচ্ছে ১৯৭০ সালে ত্রিপক্ষীয় কমিশন প্রতিষ্ঠা। এই কমিশন সহযোগিতার ধ্যান-ধারণা জনপ্রিয় করার ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির যৌথ কর্মের একটি বিশেষ সংস্থা। এই কমিশন (উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলো— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো ও জাপানের আর্থিক, শিল্প ও সরকারি মহলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে) গড়ার সিদ্ধান্ত এমনই এক সময়ে নেওয়া হল যখন অর্থনীতি, রাজনীতি ও আদর্শের ক্ষেত্রে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সংকট প্রকট হয়েছিল এবং এই সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার-এ ছিল একটি প্রয়াস।*

লক্সিম পাস্তুসিয়াক বলেন, একথা মনে রাখা দরকার যে এমন এক পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাজগুলো সমন্বিত করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে যখন পশ্চিমী দুনিয়ায় মার্কিন দেশের নেতৃভূমিকা তীব্রভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাই, ১৯৫০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেখানে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর ৫২.৬ শতাংশ শিল্পোৎপাদনের এবং মোট দেশীয় উৎপাদনের ৪৭.১ শতাংশের অধিকারী ছিল, ১৯৭৭ সালে এই অঙ্ক নেমে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪১.২ শতাংশে ও ৩৮.৯ শতাংশে। একদিকে ধনতান্ত্রিক ইউরোপের সঙ্গে জাপানের অন্যদিকে মার্কিন দেশের প্রভেদ ক্রমে ক্রমেই কমে আসছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মার্কিন দেশের ঘাড়ে চেপে-বসা অভ্যন্তরীণ সংকট: অর্থনৈতিক, জ্বালানি ও কাঁচামালের সংকট। ইন্দোচীনের আগ্রাসী যুদ্ধ ধনতান্ত্রিক দেশগুলো সহ গোটা বিশ্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক ও রাজনৈতিক মর্যাদাবোধের হানি করেছে। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির পর সিয়া ও এফ-বি-আইয়ের ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অগ্রগণ্য মার্কিন একচেটিয়া সংস্থাগুলোর আন্তর্জাতিক উৎকোচ দানের বহু তথ্য প্রকাশ পেয়েছে।

---

* ত্রিপক্ষীয় কমিশন সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য জানতে হলে, জন পিটম্যানের প্রবন্ধ: "ত্রিপক্ষবাদ'—মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নয়া-সংলাপ", ডারু-এম-আর, মে ১৯৭৮। —সম্পাদক

ভাবাদর্শগত প্রতিযোগিতা

পুঁজিবাদী বিশ্বে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক অভ্যুত্থানের মুখে এবং সাম্রাজ্যবাদী নয়া-ঔপনিবেশিক নীতির ক্রমবর্ধমান সংকটের চাপে, এদের শাসক মহলগুলো আগের চেয়ে আরো জোর দিয়ে এবং ধূর্ততার সঙ্গে তাদের আদর্শকে পরিবর্তনশীল বিশ্বের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে চায়। আলোচনাচক্রে জোর দিয়েই বলা হয়, বর্তমানকালের অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী আদর্শ ও প্রচারের নানান দিক বিবেচনা করা একচেটিয়া-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের কৌশল স্থির করার জন্য কমিউনিস্টদের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আন্দ্রেজেক লারাউচ্চি বলেন, ধনতান্ত্রিক সমাজের শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে বলপূর্বক আত্মিক একীকরণের কাজ এখন ব্যাপক ক্ষেত্রে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের দ্বারা চালিত হচ্ছে। অতীতের বহু দশকে এমন একাধিক বুর্জোয়া তত্ত্বের সৃষ্টি হয়েছে যে বর্তমানকালের ধনতন্ত্র শোষণ-নির্ভর ব্যবস্থা নয়, বরং এমন এক সামাজিক ব্যবস্থা যা গণতান্ত্রিক সংস্থার দ্বারা শাসিত, এমন এক ব্যবস্থা যা শ্রেণী সংঘাতের বিলোপ ঘটাতে চায় এবং এটাই একমাত্র ব্যবস্থা যা কেবল সমাজের সুস্থিতি সুনিশ্চিত করতে চায় না, সমাজের বিকাশ ঘটাতে চায়।

লারাউচ্চি বলেন, কিন্তু কঠোর বাস্তবতার চাপে বুর্জোয়া তত্ত্ববিদরা নিজেরা প্রায়শই তাদের ধ্যানধারণাগুলোর পর্যালোচনা করে থাকেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য রাখছি তাঁরা প্রায়শই এই মূল সত্যটি স্বীকার করছেন যে ধনতান্ত্রিক দুনিয়া নিছক আরেকটি চক্রাকার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে না, বরং কাঠামোর দিক থেকে এক গভীর সংকটের মধ্য দিয়ে চলেছে। বুর্জোয়া বিজ্ঞানী মহল ধনতান্ত্রিক আর্থব্যবস্থার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর আশঙ্কিত। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতির শক্তিগুলোর সাফল্য স্বীকৃত হচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদী ভাবাদর্শের যে কোন ইতিবাচক ভাবনা নেই এবং বুর্জোয়া

সামাজিক-অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলো যে সংকটে পড়েছে, তা আগের চেয়ে অনেক স্পষ্ট।

জাং বলেন, এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া প্রচারের সাধারণ তত্ত্ব ধরে প্রত্যেকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্ষমতাসীন মহলগুলো তাদের নিজেদের সুনির্দিষ্ট রাস্তা বের করে। তাই বর্তমানে পশ্চিম জার্মান সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শের মূল ধারাটা হচ্ছে, এফ-আর-জি-তে 'সামাজিক বাজার অর্থ-নীতি'র উদ্ভব। এই অর্থনীতিকে অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপীয় ও উন্নয়নশীল দেশের একটি মডেল বলে সুপারিশ করা হয়েছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, বুন্দস্টাগের সাম্প্রতিক নির্বাচনে এস ডি পি জি নেতৃবৃন্দ 'জার্মান মডেলে'র ধ্বনি তুলে প্রচার চালান। তাঁরা দাবি করেন, তাঁরা ক্ষমতাসীন হয়ে 'বাজার অর্থনীতি'র নীতিগুলোতেও শ্রমিকশ্রেণীর জন্য সামাজিক গ্যারান্টির সংস্থান সমন্বিত করতে সফল হয়েছেন। বিশেষভাবে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে, ধনতন্ত্রের 'নয়া-মডেল' গড়ায় পশ্চিম জার্মান শ্রমজীবী জনগণকে যুক্ত করার জন্য মোহ সৃষ্টি করা এবং তাদের জাতীয় গর্ববোধকে মন্থন করে তাদের সংস্কারবাদী ধ্যান-ধারণা ও নীতির সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণকে ভাবাদর্শগতভাবে বেঁধে ফেলা।

ব্রেজিনস্কি আজকের সাম্রাজ্যবাদকে একচেটিয়া পুঁজির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক আধিপত্য বলে চিহ্নিত করেন এবং বৈজ্ঞানিক ও কৃৎ-কৌশলগত বিপ্লবের প্রভাব পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি ও শ্রেণী সম্পর্ক ও শ্রেণী সংগ্রাম বিস্তারের ওপর রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের নতুন নতুন পদ্ধতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এভাবে, কৃৎ-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের পরিবর্তনগুলোর ফলে একচেটিয়া চক্রের শ্রেণী আধিপত্যের পদ্ধতিগুলোর বদল হয়। এই কিছুকাল আগেও এদের প্রধান পদ্ধতি ছিল অর্থনৈতিক বলপ্রয়োগ, যাকে মদত যোগাত বুর্জোয়া নিপীড়ন যন্ত্রের কঠোর ব্যবস্থা। আর এখন শ্রমজীবী জনগণের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ধনতন্ত্রের সামাজিক নীতির অন্যতম প্রধান ধারা হচ্ছে জনগণের চেতনায় ভোগী সমাজের আদর্শ সঞ্চালিত করা। সর্বাধিক মুনাফা লুঠবার জন্য বাজার বাড়াতে গিয়ে ধনতন্ত্র শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী জনগণের বৈষয়িক ও নৈতিক চাহিদার স্বাভাবিক বিকাশের বিকৃতি সাধন করে, তারা একতরফা

ভাবে ব্যাপক ব্যবহার্য উৎপন্ন এবং আত্মিক চাহিদার মালমশলার দিকে তাদের চালিত করে। এদিকে, বুর্জোয়া প্রচার এই প্রক্রিয়াকে এমনভাবে চালিত করতে চায় যাতে কেবল ক্রমবর্ধমান বিক্রয়ের ভিত্তি সৃষ্টি হয় না, শ্রমজীবী জনগণের দৃষ্টি সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলী থেকে সরে যায়। ফলে ধনতান্ত্রিক সমাজে বুনিয়াদী শ্রেণী বৈরিতার চরিত্রকে বিকৃত করে ফেলা হয়।

মেলো জোর দিয়ে বলেন, বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রয়োগের মধ্যে বুর্জোয়া, দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদীদের অবৈজ্ঞানিক বক্তব্য ও অন্যান্য সুবিধাবাদী ধ্যান-ধারণার স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। বাস্তব ঘটনার সঙ্গে ঐ সব ধ্যানধারণার বিরোধ রয়েছে। দাঁতাত ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অর্থ শ্রেণী সংগ্রাম পরিহার এবং মুক্তির পথে জনগণের অগ্রগতিকে তা ব্যাহত করে—এই দাবির ভিত্তিহীনতা পর্তুগীজ বিপ্লব অসার প্রমাণ করেছে।

যে সব মডেল দিয়ে গভীর সামাজিক অর্থনৈতিক রূপান্তর বানচাল করার এবং 'বিভিন্ন মতের প্রভাবকে একই জায়গায় আটকে রাখা'র প্রচেষ্টা চালানো হয়, সেগুলোর অসারতা পর্তুগীজ বিপ্লব প্রমাণ করেছে। আঞ্চলিক বা 'ভৌগোলিক' ঐক্যের আহ্বান জনিত বিপদ আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে: প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের পথের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে পর্তুগীজ শ্রমজীবী জনগণের মৈত্রীকে খর্ব করতে প্রতিক্রিয়াশীলরা বিষয়গত দিক থেকে ঐ ধ্বনিকে ব্যবহার করে।

লারাউচ্চি বলেন, বর্তমান দিনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পররাষ্ট্র নীতির ধারণার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য খর্ব করা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও ভাবাদর্শগত বহুমুখিতা ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। প্রেসিডেন্ট কার্টারের 'মানব অধিকার' রক্ষার সার্বিক প্রচারে এটা মূর্ত রয়েছে। গণতান্ত্রিক ও মানবিক শ্লোগানের আড়ালে ওয়াশিংটনকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও বুর্জোয়া ধ্যান ধারণার রক্ষক রূপে সক্রিয় থাকতে সাহায্য করাই এই প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই ধরনের নোংরা প্রচার ক্রমবর্ধমান সমাজতান্ত্রিক প্রভাবের

পাল্টা এবং সামাজিক ন্যায়ের ক্রমবর্ধমান সংগ্রামের হাতিয়ার বলে গণ্য হয়েছিল।

আমেদ সলিল বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্যবাহী এমনই একটি দেশ যে সক্রিয়ভাবে বিশ্ব-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করেছে এবং এখন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে এবং সমগ্র জাতিগুলির অধিকার ও স্বাধীনতাকে দমন করছে। এঘটনা থেকে বিশ্বের জনমতের দৃষ্টি সরাবার জন্যেও ওয়াশিংটনের গণতন্ত্রের প্রবক্তরা জোর গলায় ঐ প্রচার চালায়। তিনি বলেন, আফ্রিকার জনগণ ভালভাবেই স্মরণ করতে পারে যে জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারংবার দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার বর্ণবিদ্বেষী শাসকদের নিন্দা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে এবং নামিবিয়ার প্রকৃত স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে। সোমালি-ইথিওপিয়ার সংঘাতে ওয়াশিংটন শাসকগোষ্ঠী কার্যত সোমালির পক্ষ নিয়েছিল। যদিও উক্ত দেশের নেতৃবৃন্দই ইথিওপিয়ার বিরুদ্ধে আগ্রাসন চালিয়েছিল। অ্যাঙ্গোলার নেটো সরকার বিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে সিয়া অর্থসাহায্য দিয়েছিল এবং তাদের ভাড়াটে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র যুগিয়েছিল।

এমিল হাবিবি বলেন, 'মানব অধিকার রক্ষার' আড়ালে স্পষ্টতই অনুসৃত সাম্রাজ্যবাদী নীতি খোলসা হয়েছে বেগিন সাদাত চুক্তির প্রতি মার্কিন সমর্থনে। এই চুক্তি ইসরায়েলী জনগণ ও আরব জাতিগুলোর গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থগুলোর বিরোধী এবং এটি প্যালেস্টাইনের আরব জনগণকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। পৃথক মিশর ইসরায়েলী চুক্তি ওয়াশিংটন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সাধিত এমনই এক পরিকল্পনা যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসরায়েলের অধিকৃত অঞ্চলে অধিকার বজায় রাখা এবং 'বৃহত্তর ইসরায়েল' গঠনের উগ্র ইহুদীবাদী পরিকল্পনা চরিতার্থ করা। সেন্টো ও সিয়াটোর (জনগণের চাপে এই দুটি যুদ্ধজোট গুটিয়ে ফেলা হয়েছে) বদলে মধ্যপ্রাচ্যে একটি আগ্রাসী সামরিক জোট তৈরির মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নীতির এটি একটি অংশ। মার্কিন রণনীতিবিদদের মতলব হচ্ছে, ইসরায়েল ও মিশর মধ্যপ্রাচ্যে, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে এবং আফ্রিকায় মার্কিন স্বার্থ রক্ষার মধ্য দিয়ে এবং মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোর (সোভিয়েত

ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর দিকে চালিত) নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করে মার্কিন তল্পীবাহক হোক।

আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে বিশিষ্ট মার্কিন রাজনৈতিক নেতা অ্যাণ্ড ইয়ং তো স্বীকারই করেছেন যে এ দেশে শত সহস্র রাজনৈতিক বন্দী আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজের দেশের মধ্যে এবং বাইরে সিয়া ও এফ বি আই-এর সংবিধান বহির্ভূত কাজের স্বরূপ ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরও কি ওয়াশিংটন 'নাগরিক অধিকার'-এর বড়াই করতে পারে?

রামেলসন বলেন, বুর্জোয়া গণ-মাধ্যমগুলোতে সোভিয়েত-বিরোধী ও কমিউনিস্টবিরোধী হিস্টিরিয়া বৃদ্ধি এখন কেবল মার্কিন দেশেই নয়, ব্রিটেন সহ অন্যান্য ধনতান্ত্রিক দেশেও দেখা যাবে। এটা একটা ঐকতানের অংশ। তীব্রতর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সংকটের ফলাফল সম্পর্কে ধনতান্ত্রিক বিশ্বের নেতৃবৃন্দের ভীতি হচ্ছে এই ঐকতানের উৎস। এই প্রচারাভিযানের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক পরিবারের বিকাশের ইতিবাচক দিকগুলো থেকে শ্রমজীবী জনগণের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া ও শ্রেণী সংগ্রাম থেকে তাদের দূরে ঠেলে দেওয়া। ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থেই সাম্রাজ্যবাদের ঘৃণ্য আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ গড়তে হবে।

বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের প্রভাব

আজকের দিনের সাম্রাজ্যবাদের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণকারীরা জোর দিয়েই বলেন, বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আজ একটা রূপ নিয়েছে এবং ঔপনিবেশিকতা থেকে প্রায় পুরোপুরি মুক্ত দুনিয়ায় এই ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই মাঝে সাম্রাজ্যবাদকে টিকে থাকতে হচ্ছে ও সক্রিয় হতে হচ্ছে। আমরা বিশ্বব্যাপী ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে

উত্তরণের যুগে আছি। এর বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে বৈর সমাজব্যবস্থার মধ্যে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা ও সংঘাত, শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং বিশ্ব-বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার তিনটি প্রধান ধারার ঐক্য দৃঢ়তর হওয়া।

রামেলসন মনে করেন, বিশ্বের ঘটনাবলীর ওপর সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর প্রধান প্রভাবের ফলে ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট গভীরতর ও তীব্রতর হচ্ছে। ১৯১৭ সালের আগেও অর্থনৈতিক সংকট ছিল। কিন্তু তাদের চক্রের মডেল এখন বদল হয়েছে। মন্দার কালপর্ব দীর্ঘতর ও গভীরতর হচ্ছে, অন্যদিকে চাঙ্গা অবস্থাটা ক্রমেই কমে আসছে ও সংকট থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারছে না।

হাবিবি বলেন, সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব-বাজারের উত্থান, শক্তি বৃদ্ধি ও প্রসার ঔপনিবেশিক জোয়ালমুক্ত ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রয়াসী উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর লক্ষণীয় প্রভাব ফেলেছে। এই ঘটনা কেবল উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রগতিকামী সামাজিক অংশের ওপরই প্রভাব ফেলছে না, বরং যারা সমাজতান্ত্রিক পথে বিকাশ চায় না তাদের ওপরও ফেলছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে সমতাভিত্তিক সম্পর্ক থাকায় এই জাতিগুলি খাঁটি স্বাধীনতার ভিত্তিতে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আর্থিক সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটাতে উদ্যত হয়েছে।

ভিলিজেনস্কি বলেন, সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র এই দুই বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা আমাদের কালের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে, এ কথাটা খেয়াল রাখতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে কেউ হেরফের করতে পারেন না। লেনিন তাঁর অবিস্মরণীয় লেখায় এটি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা ধরা যাক। এটি হচ্ছে বাজার, কাঁচা মালের উৎস, নিজেদের প্রভাবের ক্ষেত্র নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর নিজেদের মধ্যে লড়াই। ঐতিহাসিক ঘটনার বিকাশের মধ্য দিয়েই বিষয়টি পুরোপুরি সমর্থিত হয়েছে। আগের দিনে এই লড়াইকে কেন্দ্র করে স্বভাবতই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে যুদ্ধ বাধত। বর্তমানে স্পষ্টতই কেউ ভাবতে পারেন যে এই ধরনের ব্যাপার বহুলাংশে মিলিয়ে গেছে। এই ধরনের অবস্থা বদলের প্রধান কারণ হচ্ছে বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব ও

শক্তি বৃদ্ধির ফলে সাম্রাজ্যবাদ নিজেদের ভেতরকার সুনির্দিষ্ট বিরোধগুলো (যা খুবই তীব্র) নানাভাবে সীমাবদ্ধ ও প্রশমিত রাখছে।

মেলো বলেন, পর্তুগালের এপ্রিল বিপ্লবের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি পর্তুগীজ জনগণ, শ্রমিকশ্রেণী ও তাদের অগ্রণী বাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির ধৈর্যশীল আন্দোলনের ফল হলেও, সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যে বিশ্বের শক্তি-সমূহের ভারসাম্যের প্রগতিশীল বিকাশের মধ্যেই এই বিপ্লব পরিচালিত হয়েছিল। বিশ্বের ভারসাম্যের পরিবর্তন না ঘটলে সালাজারের একনায়কত্ব বিলোপ অসম্ভব হয়ে উঠত। বিশ্বের ভারসাম্য পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী, তার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষমতা এবং বিশ্ব-বিকাশের প্রক্রিয়ার ওপর সমাজতন্ত্রের অধিকতর প্রভাব। এর ফলেই ধনতন্ত্রের সংকট গভীরতর হচ্ছে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নতুন নতুন জয় অর্জিত হচ্ছে এবং ধনতন্ত্রী দেশগুলোতে শ্রমিক-শ্রেণী ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের ক্রমবর্ধমান সংগ্রাম ভেঙে পড়ছে।

আজকের দিনের অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমগ্র সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে। শান্তি সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী চূড়ান্ত শক্তি। বর্তমান সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সামরিক শক্তিই দেতাঁতের ভিত্তি। সমগ্র আন্তর্জাতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এর বিশেষ গুরুত্ব আছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের অবিচল নীতি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সবচেয়ে আগ্রাসী মহলগুলোর হাত বেঁধে রাখে, তাদের আরেকটি যুদ্ধ শুরু করা প্রতিহত করে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের প্রয়াস নিরর্থ করে দেয়।

ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের প্রধান শত্রু

জোসে গোমেস, সি, সি, সদস্য, ব্রাজিলের কমিউনিস্ট পার্টি
জুলিও ল্যাবোর্ডে, সি, সি, সদস্য আর্জেন্টিনার সি, পি,
কার্লোস জুমেজ আগাডিটাউে, সি. সি-র বিকল্প সদস্য
পেরুর কমিউনিস্ট পার্টি

সাম্প্রতিককালে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে ক্রমবর্ধমান ভূমিকা পালন করছে। এটা ঘটছে বর্তমান ধনতন্ত্রের উৎপাদনী শক্তির ব্যাপক বিকাশ ও আন্তর্জাতিকীকরণের ফলে। এই কার্যকলাপ, তাদের এই পদক্ষেপ বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টা ও সমাজতন্ত্রের অনুকূলে শক্তির ভারসাম্যের মৌলিক পরিবর্তনকে বাধা দেওয়া বা রুধ করে দেওয়ার প্রয়াস।

বহুজাতিক সংস্থাগুলো যে তাদের নিজস্ব "নতুন" আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আরোপ করতে চায়, যা তৃতীয় দুনিয়ায় ধনতন্ত্রের অবস্থানকে দৃঢ় করে ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বিশ্ব ধনতান্ত্রিক শ্রমবিভাজনের অধীন রাখতে চায়, তা এই ঘটনা থেকে পরিস্ফুট।

১৯৭০-এর দশকে সাম্রাজ্যবাদ ও তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলো বিশেষ করে ল্যাটিন আমেরিকা, যেটা বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র, তার মধ্যেকার দ্বন্দ্বের তীব্রতার অন্যতম প্রধান কারণ হোলো এই নীতি গ্রহণ।

ল্যাটিন আমেরিকায় বহুজাতিক সংস্থাগুলোর কাজকর্ম আলোচনা করতে গেলে লেনিনের সেই ধারণার প্রতি গুরুত্ব দিতে হয় যে, একটি দেশের

---

* ল্যাটিন আমেরিকার শক্তিগুলোর তাত্ত্বিক ও প্রয়োগগত সংগ্রামের অন্যতম প্রধান সমস্যা: "এলাকার উৎপাদনী শক্তি ও উৎপাদন সম্পর্কের বিকাশের স্তর নির্ণয়" নিয়ে প্রাগে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মতামত বিনিময়ের বিষয়গুলো আমরা প্রকাশ করছি।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিজে থেকে সাম্রাজ্যবাদের বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় না। তিনি লিখেছেন, "ফিনান্স মূলধন সমস্ত অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন এক বৃহৎ ও নিয়ামক শক্তি হয়ে দাঁড়ায় যে, পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতাভোগকারী দেশকেও তা পরাধীন ক'রে রাখে" (কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড ২২, পৃষ্ঠা ২৫৯)। কিউবা বাদে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর এটাই মৌলিক সমস্যা।

জাতীয় সীমানা পেরিয়ে বিনিয়োগের ধারা বইয়ে দেওয়ার আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৃতীয় দুনিয়ার ও উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর স্থায়ী অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ঘটায়—এই ধরনের বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ধারণার সঙ্গে ল্যাটিন আমেরিকার বাস্তবতা খাপ খায় না। এতে দেখা যায় যে, বহুজাতিক সংস্থাগুলো সামাজিক আর্থনীতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতির চালিকাশক্তি হওয়া দূরে থাক্, বাস্তবে ত ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের প্রধান শত্রু হিসেবে কাজ করে, যা তাদের জীবনযাত্রার অবস্থা খারাপ হওয়া ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য দায়ী।

বহুজাতিক সংস্থাগুলোর লুণ্ঠনকারী নীতির সঙ্গে যুক্ত "অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদের" ধারণা আমাদের মহাদেশের ওপর সরাসরি ছাপ ফেলে। আন্তর্জাতিক ফিনান্স মূলধন, বিশেষ ক'রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থানীয় বৃহৎ বুর্জোয়া লাটিফুণ্ডিস্ট ও প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলোর সাহায্যে আর্থনীতিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে তাদের নিয়ন্ত্রণ বাড়াচ্ছে। এর ফলস্বরূপ, ল্যাটিন আমেরিকার অনেকগুলো দেশে জাতীয় সার্বভৌমত্ব পুরোপুরি বিকশিত হতে পারে নি।

বহুজাতিক সংস্থা, বিশেষ করে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাগুলো, যারা নয়া-উপনিবেশবাদের মেরুদণ্ড, আমাদের মহাদেশের অর্থনীতিতে গভীরভাবে শিকড় গেড়েছে। তৃতীয় দুনিয়ার মধ্যে ল্যাটিন আমেরিকায় বিদেশী বিনিয়োগ ৮০% এরও বেশি। এই বিনিয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসে, যদিও লক্ষ্য করা যায় যে, সাম্প্রতিককালে এটা একটু কমেছে। ল্যাটিন আমেরিকার জন্য ইউ, এন অর্থনৈতিক কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, "ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলে মূলধন চালানের মূল উৎস হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু অন্যান্য উন্নত পুঁজিবাদী

দেশগুলোর কাজকর্মের ফলে ইউ এস এর এই পরিমাণ কিছু হ্রাস পেয়েছে।"*

কাঁচামালের উৎস সস্তা শ্রমশক্তি, বাজার ও এলাকার গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলের জন্য আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী সংঘর্ষের তীব্রতার পরিবেশে এই প্রক্রিয়া এগিয়ে চলেছে।

যে এলাকায় বিদেশী একচেটিয়া মূলধন বিনিয়োজিত হচ্ছে, তাও পরিবর্তিত হচ্ছে। ১৯৬০-এর দশকে ৬০% এরও বেশি মার্কিনী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ঘটেছে নিষ্কাশন শিল্পে। কিন্তু ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি এটা কিছুটা কমেছে: খনিতে ৭% ও জনসেবায় ৩%। কৃষিতে বিনিয়োগও ১% কমেছে। খনিশিল্পের মধ্যে বক্সাইট, নিকেল ও অন্যান্য মূল খনিজ পদার্থে বিনিয়োগ বাড়ছে। অর্থনীতির কোনো কোনো সেক্টরে বিদেশী মূলধন আগমনের পরিমাণ হ্রাস হওয়ার মানে এই নয় যে এলাকাটি ক্রমে বিদেশী মূলধন মুক্ত হচ্ছে। কতকগুলো দেশে বহুজাতিক সংস্থাগুলো জমি কিনে ও কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন করে কৃষিতে তাদের বিনিয়োগ বাড়াচ্ছে। তারা যন্ত্রপাতি ঋণব্যবস্থা কৃষিজাতপণ্যের বাজারীকরণের খরিদ ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করছে, কারণ এই পণ্যগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের প্রয়োজন।

শ্রমশিল্পই এই মহাদেশে বিদেশী বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র। ১৯৭৭ সালে এটা মার্কিন বিনিয়োগের প্রায় ৬০% ছিল। কিন্তু যেসব দেশে ব্যাপক-ভাবে নাগরিকীকরণ ঘটছে, মধ্যস্তর বাড়ছে এবং এর ফলে অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারিত হচ্ছে সেসব দেশে বহুজাতিক সংস্থাগুলো অর্থনীতির চিরাচরিত ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ঢুকছে (হাল্কা ও খাদ্যশিল্প)।

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি মার্কিনী কর্পোরেশনগুলোর অধীনে মহাদেশের শিল্পোৎপাদনের ৪০% রাসায়নিক শিল্পের ৯০% এবং ধাতব ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ৮০%। ই, সি, এল-এর একটি রিপোর্টে বলা হয়েছে, "এই এলাকার বড় বড় দেশ ব্যক্তিগত পুঁজির আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে ভালোভাবে বাঁধা। পুরনো সম্পর্ক থেকে মৌলিকভাবে ভিন্ন একটি সম্পর্ক

* মেপাল সোটাস, সোবার লা ইকনমিয়া ই এল ডেসারোলোডি আমেরিকা ল্যাটিনা। নং—২৭০, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা-২।

গড়ে উঠছে এবং তার ভিত্তিতে কাজ হচ্ছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলোর নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সরকারগুলো বাধ্য হচ্ছে।"*

এলাকায় সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বৃদ্ধির সাথে সাথে অর্থনৈতিক নির্ভরতা বাড়ছে। বর্তমানে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর রপ্তানি আয়ের এক তৃতীয়াংশ বিদেশী ঋণের মুনাফা ও অন্যান্য কাজে ব্যয়িত হয়। কোনো কোনো দেশে এর মাত্রা আরও বেশি : ব্রাজিল ও মেক্সিকোতে ৫০% পেরুতে, ৬০% পানামায় ৫৫%। ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭৬ সালের মধ্যে ২·৫ বিলিয়ন ডলারের নীট মুনাফা শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেছে। অন্যদিকে, আন্তঃ আমেরিকা উন্নয়ন ব্যাংক অনুসারে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর বৈদেশিক ঋণ বছরে ২৫% বাড়ছে অর্থাৎ চার বছরে ঋণটি দ্বিগুণ হবে।

সাম্প্রতিককালে, ল্যাটিন আমেরিকায় ঋণের পরিমাণ প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের চেয়ে দ্রুতহারে বাড়ছে। ১৯৭২ সালে মার্কিনী ব্যাংকঋণ মার্কিনী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের ৪৫·২%, ১৯৭৫ সালে ৫০%, ১৯৭৬ সালে ৬৫%। বিনিয়োগ ৪০·১% ও ঋণ ৪১১·৬% বেড়েছে। ল্যাটিন আমেরিকার অর্থনীতি এবং অন্যান্য নীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার জন্য এটা আন্তর্জাতিক ফিনান্স চক্রের অন্যতম একটি উপায় এবং এলাকায় সংঘাত তীব্রতর হওয়ার একটি উপাদান।

লেনিন বলেছেন যে বিংশ শতাব্দীকে "পুরোনো ধরনের ধনতন্ত্র থেকে নতুন ধরনের, সাধারণভাবে মূলধনের আধিপত্য থেকে ফিনান্স মূলধনের আধিপত্যের মোড়" বলে চিহ্নিত করা যায় (কালেক্টেড ওয়ার্কস, খণ্ড – ২২, পৃষ্ঠা – ২২৬)। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে মার্কিন ফিনান্সচক্রের আপেক্ষিক ও চূড়ান্ত শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আগে কখনও রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে ফিনান্স-চক্রের এত বেশি ক্ষমতা ছিল না। বিশ্বে তাদের প্রসার অভূতপূর্বভাবে বেড়েছে।**

ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোকে লুণ্ঠনের জন্য সাম্রাজ্যবাদী ফিনান্স

---

* "ল্যাটিন আমেরিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিকাশ ও বহিঃ-সম্পর্ক"। ই/সেপাল/১০২৪। ১৫ই মার্চ, ১৯৭৭, পৃঃ ১৮

** ভিক্টর পার্লো "মার্কিন ফিনান্স মূলধন" ডব্লু. এম. আর-এর এপ্রিল, ১৯৭৮ সংখ্যা।

গোষ্ঠীগুলো এমন সব পদ্ধতি নিচ্ছে যা চিরাচরিত বুর্জোয়া আইনের দৃষ্টিতেও বেআইনী। সুপ্রতিষ্ঠিত অর্থনীতিবিদদের গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, বহুজাতিক সংস্থাগুলোর প্রকৃত মুনাফা সরকারীভাবে ঘোষিত সংখ্যার চেয়ে তিনগুণ বেশি। এই ধরনের গোপন করা সম্ভব হয় মূলত পরিস্থিতি বিশেষে খরচের বিষয়টা বেশি ক'রে বা কম ক'রে বলা হয়। পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে, আমাদের এলাকায় অবস্থিত বিদেশী কোম্পানিগুলো কম দামে মালপত্র এমন সব প্রতিষ্ঠানকে বিক্রি বা "রপ্তানি" করে যেগুলো একই বহুজাতিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু অন্যত্র অবস্থিত। পরবর্তী ক্ষেত্রে, সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো আসল কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে চড়াদামে মালপত্র কেনে, এবং এটা তাদের প্রকৃত মুনাফা গোপনে সাহায্য করে এবং সেগুলো তারা বিভিন্ন খাতে পরে রপ্তানি করে।

আসল কোম্পানিগুলোর বাইরে তহবিল সংগঠনের মাধ্যমে অর্থাৎ পুনর্বিনিয়োগ ও ঋণের মাধ্যমে বহুজাতিক সংস্থাগুলো লুণ্ঠনমূলক কার্যাদি সংগঠিত করে।

আমাদের এলাকায় "আমদানী বিকল্প" প্রক্রিয়ার ওপর সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াপতিদের দারুণ নেতিবাচক প্রভাব আছে। কোন একটি দেশের সবচেয়ে ভালো শিল্পে তারা অনুপ্রবেশ করবে এবং শিল্পবিকাশ সম্পর্কে সবচেয়ে অনীহা দেখাবে। তারা শুধুমাত্র মুনাফালোভী, কারণ মুনাফার হার তৈলশিল্পের চেয়ে যন্ত্রশিল্পে কিছু কম।

অর্থনীতির শিল্প সেক্টরে সাম্রাজ্যবাদী বিনিয়োগের ফলে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশ থেকে আমদানি করার বদলে বাড়তে থাকে: মেট্রোপলিটান দেশগুলো থেকে যন্ত্রপাতি, কারিগরী, কাঁচামাল আমদানী এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সহযোগী সংস্থাগুলো বাড়ছে।

সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াপতিরা জনগণের দৃষ্টিকে এড়ানোর জন্য তাদের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণকারী জাতীয় আইনের আড়ালে কাজ করে। নতুন অথবা সাম্রাজ্যবাদী ও স্থানীয় ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার সংমিশ্রণে গঠিত মিশ্র কোম্পানির ব্যবস্থা প্রসারিত হচ্ছে। জাতীয়করণের বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা সৃষ্টি করে উৎপাদন সংগঠনে এটা সাহায্য করে। মিশ্র কোম্পানীগুলো স্থানীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর সাথে সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত এবং এটা ল্যাটিন

আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যেসব এলাকায় লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে সেগুলো বহুজাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করছে। সেইসব ক্ষেত্রে এই নীতি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ব্যবস্থা ধাতব ও রাসায়নিক শিল্পে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ, যানবাহনে ও নিষ্কাশন, পরিশোধন এবং তৈলের বাজারীকরণের সঙ্গে যুক্ত শিল্পে এটা ব্যবহৃত হচ্ছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত (বিদেশী ও স্থানীয়) মূলধনের অনুপ্রবেশ নানা-ভাবে হচ্ছে : ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানির সাথে সংস্থাগুলো মিশ্র জয়েন্ট স্টক কোম্পানিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, ফলে মজুতের এক উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যক্তিগত মালিকানার হাতে চলে যাচ্ছে (মজুত বাজারের মাধ্যমে ও অন্যান্যভাবে)।* অন্যদিকে সরকারীভাবে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে রেজিস্ট্রি-কৃত প্রতিষ্ঠানগুলো আসলে বিদেশীদের নিয়ন্ত্রণে। একই সাথে অনেক বহু-জাতিক সংস্থা ল্যাটিন আমেরিকায় বাং ই বর্ন (আর্জেন্টিনা) এর মত কোম্পানির মাধ্যমে জাতীয় মূলধনের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে।

বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের আওতায় বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যগুলোর দ্রুত প্রয়োগ স্বাধীন ও স্থায়ী বিকাশের পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াপতিরা সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য ও পরাধীন দেশগুলোতে নিজের নিয়ন্ত্রণকে জোরদার করার জন্য এই সাফল্যকে কাজে লাগায়। নানা ভাবে তারা এটা কাজে লাগায় : প্রথমত তাদের সহযোগী সংস্থাগুলোর মাধ্যমে, এবং দ্বিতীয়ত, স্থানীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কোম্পানিগুলোর সাথে লাইসেন্স চুক্তির মাধ্যমে—কারিগরী বিশেষজ্ঞ, পেটেন্ট, ট্রেড মার্ক ও প্রকল্পের দ্বারা এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতি বিক্রির অধিকার সম্প্রসারণের মাধ্যমে। উভয় ক্ষেত্রেই, সবকিছু "প্রযুক্তিবিদ্যার বিনিময়ে" কাঠামোর মধ্যে চলে, অর্থাৎ অসম বাণিজ্যের পরিবর্তে, যার ফলে দেশের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা কমে যায় এবং তার নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়।**

---

* ইকনমিয়া ডি লস্ লেসেস্ লাটিনো আমেরিকানোস, মস্কো, ১৯৭৮, পৃ ১৮৪।

** প্রবলেমাস ডি ইকনমিয়া, নং ৪৯, ১৯৭৭, পৃ-১৩-১৪।

বর্তমান প্রযুক্তিতে বেশি বিনিয়োগ করতে হয়, কিন্তু তা আপেক্ষিকভাবে কম সময়ের জন্য লাগে। সাম্রাজ্যবাদীরা যখন বুঝতে পারে যে, কোন কোন যন্ত্রপাতি অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, তখন তারা তা থেকেও মুনাফা নিংড়ে নেবার জন্য নিচু প্রাযুক্তিক মান, শস্তা শ্রমশক্তি ও মূল্যবান কাঁচা মালের প্রাচুর্য সম্পন্ন পরাধীন দেশগুলোতে সেগুলো পাঠিয়ে দেয়। বহুজাতিক সংস্থার সহযোগীরা আরও বেশি দক্ষতার প্রয়োজনে শুধুমাত্র বর্তমান প্রাযুক্তিক জ্ঞানকে কাজে লাগায়। এছাড়া স্থানীয় কোম্পানিগুলো কারিগরী সংক্রান্ত ব্যাপারে উচ্চমূল্য দিতে বাধ্য হয়, যা তাদের উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের কোম্পানিগুলো অসুবিধায় ফেলে।

বহুজাতিক সংস্থাগুলোর বিনিয়োগ ল্যাটিন আমেরিকায় ধনতান্ত্রিক পথ বিকাশের ধারাকে সন্দেহাতীতভাবে বাড়িয়ে তোলে। লেনিন বলেছেন যে, "পুঁজি রপ্তানি যে দেশে করা হচ্ছে, সেই দেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটায় ও তাকে প্রভাবিত করে" (কালেক্টেড ওয়ার্কস খণ্ড-২২, পৃ ২৪৩)। সেই দেশের জনগণকে বিশেষভাবে শোষণের দ্বারা ও তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় পরনির্ভরতা বাড়িয়ে এই বিকাশ ঘটে। উপরন্তু এটা আরও বেশি অসম হচ্ছে, কারণ প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ মাত্র কয়েকটি দেশে যাচ্ছে এবং তাদের অর্থনীতির নির্দিষ্ট সেক্টরে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, পুনর্গঠন ও বিকাশের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক, আন্তঃ-আমেরিকা উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, ল্যাটিন আমেরিকার আটলান্টিক উন্নয়ন গোষ্ঠী, আমেরিকার কাউন্সিল এবং ত্রিপক্ষীয় কমিশনের মত সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক ফিনান্স সংগঠনগুলো এই প্রক্রিয়ায় ও মহাদেশের শোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১৯৪৪ সালের ব্রেটন উডস চুক্তির ভিত্তিতে গঠিত আই এম এফ-এর অর্থ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্য সরকারীভাবে ঘোষিত হয়েছিল। আসলে এটা পরাধীন দেশগুলোর ওপর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি বাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে তৈরি। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য যুক্ত, ব্রেটন উড্‌স-এর আর একটি চুক্তি অনুসারে আই বি আর ডি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্কে যোগ দেবার জন্য মার্কিন নিয়ন্ত্রিত আই এম এফ-এর সদস্যপদ প্রয়োজনীয়। এর ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী

ঋণ দেবার আগে আই বি আর ডি সেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সম্ভাবনা, সম্ভাব্য সম্পদ ও সমস্যাদি আলোচনা করে।* অর্থাৎ এ কাজ হোলো কর্পোরেশনকে সংবাদ দেওয়া এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলোর ক্ষতি না হলে ঋণ দেওয়া। এর অংশ হিসেবে, ১৯৬৯ সালে মার্কিন রাষ্ট্রগুলোর সংগঠনের দ্বারা (ও এ এস) আন্তঃ-আমেরিকা উন্নয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা প্রগতিশীল সাহায্য কর্মসূচীর জন্য মার্কিনী বন্ধুদের অর্থ যোগান দেয় অর্থাৎ কিউবার বিপ্লবী প্রভাবকে খর্ব করার জন্য। মার্কিনী একচেটিয়া পুঁজি নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য ঋণদান সংস্থার মতই এই ব্যাঙ্কের কাজকর্ম একই।

ল্যাটিন আমেরিকার আটলান্টিক উন্নয়নগোষ্ঠী (এ ডি ই এল এ) এই মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের শক্তিশালী হাতিয়ার। ১৯৬১ সালে ন্যাটোর সংসদীয় সম্মেলনে এটা স্থাপন করার প্রস্তাব করা হয় এবং নেলসন রকফেলার ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী পুঁজির অন্যান্য প্রবক্তারা তা সমর্থন করেন। আমাদের জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে প্রতিরোধ করার জন্য তার আসল উদ্দেশ্য গোপন করা হয়। প্রত্যেক বিনিয়োগে স্থানীয় পুঁজির সাথে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ এইভাবে যুক্ত করা হয়। অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে এ ডি ই এল এ এমন কঠিন শর্তে ঋণ গ্রহণকারী সংস্থাকে ঐ অক্টোপাসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়।**

মার্কিন রাষ্ট্রীয় বিভাগের মত সমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্পন্ন আর একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হোলো আমেরিকার কাউনসিল। এটা ডেভিড রকফেলার-এর প্রতিষ্ঠিত এবং ২০০-এরও বেশি বহুজাতিক সংস্থা নিয়ে গঠিত। এটা ল্যাটিন আমেরিকার মার্কিন বিনিয়োগের ৮০% থেকে ৯০% নিয়ন্ত্রণ করে। চিলির গণ-ঐক্যের সরকারকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য ট্রাক ২ অপারেশনের জন্য সে দায়ী এবং ও এ এস-এর কাজকর্মে তার যথেষ্ট প্রভাব আছে।***

---

* নাউম মিলস্ বুর্গ, ইনভারশনেস এক্সট্র্যানজেয়াস ই ডিপেনডেনিসয়া, বুয়েনস এয়ারেস, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা-১৪৫।

** নাউম মিন্‌স্ বুর্গ, ঐ পৃ-১৫০-১৫৪।

*** গ্রানমা, ১৩ই জুন, ১৯৭৮।

"আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নতুন করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটনের উদ্যোগে ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় আন্তর্জাতিক ফিনান্স মূলধনের আর একটি প্রতিষ্ঠান ত্রিপক্ষীয় কমিশন। পারস্পরিক স্বার্থ সংক্রান্ত সমস্যাদি আলোচনার জন্য মার্কিন, জাপানি ও ইউরোপীয় উদ্যোগের একটি সংগঠন হিসেবে ত্রিপক্ষীয় কমিশনকে বলা যায়। এর সুপারিশ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কাঁচা মালের প্রাথমিক প্রসেসিং-এর প্রতিষ্ঠান স্থাপনকে উৎসাহিত করে এবং এর সদস্য দেশ থেকে উৎপাদিত দ্রব্য চলে আসার দ্বার উন্মুক্ত করার পর্যালোচনা হয়। আই বি আর ডির সীমার মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিদেশী কোম্পানিগুলোকে আরও বেশি কাজ করার চুক্তিতে রাজি করাতে চাপ সৃষ্টি করে। কমিশনের এই ধরনের আরও নির্দিষ্ট কর্মসূচী আছে: সস্তা শ্রমশক্তি আরও বেশি ব্যবহারের জন্য কাঁচা মালের প্রাথমিক প্রসেসিং ব্যবস্থা চালু কর: জাতীয় অর্থনীতির ক্ষতিসাধনকারী সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর বিধিনিষেধ অপসারণ, এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলোকে তাদের কাজে সাহায্য করা। এইভাবে প্রত্যেক সদস্যের নিজস্ব স্বার্থ ও পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও কমিশন কম উন্নত দেশগুলোর ওপর যৌথ নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায়।*

ল্যাটিন আমেরিকা ক্যারিবীয় অঞ্চলে সাম্রাজ্যবাদী বিনিয়োগ শুধুমাত্র তাদের প্রাকৃতিক সম্পদই লুণ্ঠন করে না, পরন্তু তাদের লেনদেনের ভারসাম্যের ঘাটতিকে প্রভাবিত করে। আর্থনীতিক ও প্রাযুক্তিক নির্ভরতা বাড়িয়ে তোলে এবং অসম বাণিজ্য গড়ে তোলে। যাতে স্থানীয় সংস্থার মালে কম দাম পাওয়া যায়, মেট্রোপলিটান দেশগুলো থেকে আসা মালে বেশি দাম লাগে। ল্যাটিন আমেরিকার বেশির ভাগ সরকারের ওপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্যও তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাস্তবিক, সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নির্ভরতা এবং ভূস্বামী অলিগর্কির ও বৃহৎ বুর্জোয়ার প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা ও বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সাথে তাদের মৈত্রী আমাদের দেশগুলোকে পশ্চাৎপদতা ও দারিদ্র্যে ডুবিয়ে রেখেছে।

---

* বিশদের জন্য জন পিটম্যানের "ত্রিপক্ষীয়বাদ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নতুন সিনারিও" ডব্লু এম আর, ১৯৭৮-এর মে সংখ্যা দেখুন।

১৯৭০ সালে ই.সি.এল-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ল্যাটিন আমেরিকার শতকরা ৪০টি পরিবার দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে, অর্থাৎ ১১০ মিলিয়নেরও বেশি লোক ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে পারে না। সাম্প্রতিককালে, ই. সি. এল. এর বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে, অর্থনৈতিক অগ্রগতির মাত্রা কমে যাওয়ার ফলে এই এলাকায় গরিব পরিবারের সংখ্যা বিশেষভাবে বেড়েছে।*

শত সহস্র বেকার, উচ্চ হারের নিরক্ষরতা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দারুণ গৃহ সমস্যা, এবং শিশু মৃত্যুর উচ্চ হার (ল্যাটিন আমেরিকায় এটা মার্কিনী হারের চেয়ে ৩০০ গুণ বেশি) এ সবই সাম্রাজ্যবাদী "সাহায্য" ও শাসক-শ্রেণীর জাতীয়তা-বিরোধী নীতির ফল।

এই উপাদানগুলো থেকে এই অঞ্চলে জনগণের সাথে সাম্রাজ্যবাদের বাস্তব দ্বন্দ্বের অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বহুজাতিক সংস্থাগুলোর লুণ্ঠনমূলক নীতি শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক, মধ্যস্তর, বুদ্ধিজীবী ও স্থানীয় বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে পরিচালিত। সেই কারণে এই মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম বছরের পর বছর বাড়ছে। স্বাভাবিকভাবেই এর উত্থান-পতন আছে কিন্তু পরাজয়ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা বাড়াতে ও আন্তর্জাতিক ফিনান্স মূলধনের বিরুদ্ধে শক্তিসমূহের যুক্তফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধিতে সাহায্য করবে। গণ-সংগ্রাম সাফল্য অর্জন করবে যখন বিপ্লবের শক্তিসমূহের নতুন ভারসাম্যে ও কিউবার উদাহরণে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকশ্রেণী মোর্চায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করবে।

অ্যান্ডিন প্যাক্ট (১৯৬৯), ক্যারিবীয় দেশগুলোর বহুজাতিক জাহাজ কোম্পানি, এন এ এম ইউ সি এ আর (১৯৭৫)-এর মত আঞ্চলিক সংগঠন স্থাপন মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের প্রতিরোধের গভীরতা যাচাই করে। ১৯৭৫ সালে সমাজতান্ত্রিক কিউবাসহ ল্যাটিন আমেরিকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (এল এ ই এস)-প্রতিষ্ঠা, যা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদ, তার গুরুত্ব অপরিসীম। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোর অর্থনৈতিক সহযোগিতা

---

* সেপাল-নোটাস সোবার লা ইকনমিয়া ই এল ডেসারোলো ডি আমেরিকা লাটিনা, নং—২৮৬-২৮৭, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা-৩।

বাড়ানো, তাদের স্বার্থ রক্ষা করা ও জাতীয় উন্নয়ন ঘটানো এদের লক্ষ্য। তেল, যানবাহন, ধাতু, পেট্রোকেমিক্যাল ইত্যাদি শিল্পে বহু দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা গড়ে ওঠা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে বড় ভূমিকা পালন করবে। জাতীয় সম্পদ রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারগুলোকে কমিউনিস্টরা শুধু রক্ষাই করে না, পরন্তু তার ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের ব্যাপক প্রতিনিধিত্বের জন্য সংগ্রামও করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নির্ভরশীলতার শিকলটি ছিঁড়তে সাহায্য করে। সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সাথে বাণিজ্য, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পগত সহযোগিতার মাধ্যমে কিছু দেশ তাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রকে শক্তিশালী করতে পেরেছে। এবং এটা তাদের উৎপাদন বাড়াতে, পরিকল্পনা করতে, শিল্প-জ্ঞানি শক্তি অর্জনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক সমান ও পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে চিরাচরিত দ্রব্যাদি চালানের মাধ্যমে বা সেই সব দেশের সাহায্যে গড়ে ওঠা কারখানার উৎপাদিত দ্রব্যের মাধ্যমে করা যাচ্ছে।

ল্যাটিন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর একটি বড় সাফল্য হচ্ছে যে, তারা অর্ধশতাব্দী আগে মহাদেশের উৎপাদনী শক্তির বিকাশের শ্লথ গতির কথা বলেছে, যেটা হচ্ছে জনগণের দারিদ্র্যের মূল কারণ। ১৯২৯ সালে বুয়েনস্ এয়ারসে অনুষ্ঠিত ল্যাটিন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর প্রথম সম্মেলনে বলা হয় যে, এলাকায় স্থিতাবস্থার মূল কারণগুলো সাম্রাজ্যবাদের প্রতি নির্ভরতা এবং ভূস্বামী মোড়লতন্ত্রের আধিপত্য বিশিষ্ট পিছিয়ে পড়া সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামো।

সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং কিউবার বিপ্লবের সংহতির ও বিজয় ল্যাটিন আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে; এই কথা ১৯৭৫ সালের হাভানার সভায় নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে, "জনগণের জন্য গণতন্ত্র, কাঠামোগত সংস্কার ও সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সংগ্রাম একচেটিয়া পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে

পার্লামেণ্টে কমিউনিস্টরা

কার্লোস ব্রিস্টো
পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক কমিশনের সদস্য এবং পার্লামেণ্টে কমিউনিস্ট গ্রুপের নেতা

পর্তুগালের সংবিধান পরিষদে নির্বাচিত ৩০ জন কমিউনিস্ট প্রতিনিধি ১৯৭৫ সালের ২রা জুন সাও বেন্তো প্রাসাদের প্রাচীন অ্যাম্ফিথিয়েটারে আসন গ্রহণ করেছিল। পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে এই ঘটনা একটি নতুন অধ্যায় এবং পার্টির কাছে সংগ্রামের একটি নতুন ফ্রন্ট, সংসদীয় সংগ্রামের এ একটি নতুন দ্বার।

বৈপ্লবিক আইন সশস্ত্র বাহিনীর আন্দোলন ও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এই সংবিধান পরিষদের ওপর অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি কর্তব্য পালনের, যেমন নয়া-সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া ছিল। কিন্তু খুব শীঘ্রই বোঝা গেল সোশ্যালিস্ট পার্টির সমর্থনের ওপর তখনকার মত নির্ভরশীল দক্ষিণপন্থী দলগুলো এই সংবিধান পরিষদকে বৈপ্লবিক ব্যবস্থা-সমূহের ও বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট ক্ষমতা কেন্দ্রগুলোর আইনানুগ যাথার্থ্য চ্যালেঞ্জ করার মঞ্চ হিসেবে, প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারের ঢাক রূপে, বৈপ্লবিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল ও বানচাল করার যন্ত্র হিসেবে এবং বিপ্লবের প্রধান প্রধান সাফল্য সংহত করার কাজে বাধা দেওয়ার জন্যেই তারা ব্যবহার করতে চাইছিল। সংবিধান পরিষদ থেকে কোন সংবিধান রচনার ব্যাপারে দক্ষিণপন্থী দলগুলোর কোনো আগ্রহ ছিল না।

দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহের এই লক্ষ্য ব্যর্থ করার জন্যে পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টি এবং তার প্রতিনিধিদের সংসদীয় সংগ্রামের বিভিন্ন দিক খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত করতে হয়েছিল। এই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে* অভিজ্ঞতা না থাকায় পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় নিজেকে অভিজ্ঞ করতে উদ্যোগী হয়।

পর্তুগীজ কমিউনিস্টরা চার বছরের বেশি সময় ধরে সংসদীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তার মধ্যে এমন অনেক গুণ আছে যা' আলোচনার যোগ্য বলে আমরা মনে করি। কিন্তু পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির সামগ্রিক রাজনৈতিক কার্যকলাপ প্রসঙ্গে এবং প্রধানত দু-টি কারণ দেখিয়ে সংসদীয় সংগ্রামের প্রকৃত মূল্য বোঝানো সম্ভব। প্রথমটি হচ্ছে বিষয়গত কারণ যথা: প্রতিক্রিয়াশীল ও দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহ তাদের প্রাথমিক গণতান্ত্রিক কর্মধারা হিসেবে বিপ্লবের সাফল্যসমূহ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সংবিধানের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলোকে (সংবিধান পরিষদ এবং পরে প্রজাতন্ত্রের আইনসভা) ব্যবহার করছিল। দ্বিতীয়টি বিষয়ীগত কারণ যথা: পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ নীতি অনুযায়ী পর্তুগীজ কমিউনিস্টদের সংসদীয় কার্যকলাপ শুরু থেকেই শ্রমজীবী মানুষ ও গণ-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও নিয়মিত যোগাযোগ রেখে গড়ে উঠছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে পর্তুগালের সংসদীয় সংগ্রামের ব্যাপক অংশের মধ্যে দিয়েই প্রধান প্রধান শ্রেণী সংগ্রামের, রাজনৈতিক ও সামাজিক সংঘর্ষের প্রতিফলন ঘটেছে।

গত কয়েক মাস যাবৎ দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহ তাদের কৌশল কিছুটা সংশোধন করেছে। যখন সংবিধান পরিষদ চলছিল সেই সময় তাদের দাবি ছিল বৈপ্লবিক আইনসমূহ নস্যাত করে সংসদ কাজ চালিয়ে যাক। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক জীবনের কেন্দ্র হিসেবে প্রজাতন্ত্রের আইনসভা আর কাজ করছে না। এই যুক্তিতে এখন তারা সংসদের গুরুত্ব কমিয়ে দিতে চাইছে। সংসদের ওপর আস্থা হারিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ এখন জনগণের মধ্যে সংসদ সম্পর্কে অসন্তোষ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে। সংসদের কার্যকলাপ

বানচাল করা এবং প্রজাতন্ত্রের আইনসভার কার্যকলাপের সঙ্গে জনমতের যাতে কোন যোগাযোগ না ঘটে তার চেষ্টাও তারা চালিয়ে যাচ্ছে।

সংসদে চার বছর ধরে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতায় বলিয়ান হয়ে পর্তুগীজ কমিউনিস্টরা পরিষ্কার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে প্রধানত গণ-আন্দোলনের সাফল্যের ওপরেই সংসদীয় সংগ্রামের সাফল্য নির্ভরশীল। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে জনগণের মধ্যে ব্যাখ্যামূলক শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে সংসদীয় সংগ্রামকে ব্যবহার করা যায়। গণ-আন্দোলন ও সংসদীয় কার্যকলাপের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্যে সংসদীয় কার্যকলাপের সীমা ও পদ্ধতি কিভাবে চলা উচিত তা' নিয়ে আইসভায় পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা বিশেষভাবে চিন্তা করছেন। সংসদীয় পরিষদ শুরু হওয়া থেকে দেশের ঘটনাবলীর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

বৈপ্লবিক সাফল্য রক্ষায় সাংবিধানিক ধর্ম

সংবিধান পরিষদকে তার লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার জন্যে দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহের সমস্ত অপচেষ্টা ধীরে ধীরে বিনষ্ট করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। বিপ্লবের ফলে যে সব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছে দেশের মৌলিক আইনের মধ্য দিয়ে সেই সব পরিবর্তন কিভাবে রূপায়িত করা যায় আইনসভায় প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলো অবশেষে সে বিষয়ে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়েছিল।

স্মরণ করা যেতে পারে দেশের মধ্যে ঘটনার পরিবর্তনের জন্যে জনগণ এবং বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন সামরিক ব্যক্তিরা সংবিধান পরিষদের সিদ্ধান্তের জন্যে বসে থাকে নি। বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর সঙ্গে সঙ্গে সংবিধান প্রণয়নের কাজ একসাথে এগিয়ে চলেছিল। ১৯৭৫ সালের ২৫শে নভেম্বরের ঘটনাবলীর পর বামপন্থী সামরিক ব্যক্তিরা দুর্বল হয়ে পড়লেও, বিপ্লবের প্রধান প্রধান সাফল্য রক্ষায় (মিলিটারির মধ্যে বিপ্লবের সমর্থন তখনো প্রচুর) শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী গণ-সংগ্রাম চলছিল।

বৈপ্লবিক লক্ষ্যের পথে জনগণ এবং সামরিক বাহিনীর ব্যাপক অংশের

সমর্থনের জন্যে তাদেরকে ধন্যবাদ। কেননা তাদের এই আনুগত্যের ফলেই সংবিধান রচনা করার পক্ষে এবং বিপ্লবের সাফল্যসমূহের প্রতি সাংবিধানিক শক্তি যোগানোর উদ্দেশ্যে আইনসভার মধ্যে শক্তির বর্তমান ভারসাম্যে পরিবর্তন এসেছিল এবং আমাদের পক্ষে অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। এ ব্যাপারে পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণভাবে সবাই তার ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। তার কারণ শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে পার্টির তখনই প্রচণ্ড প্রভাব গড়ে উঠেছিল এবং ২৫শে এপ্রিলের আগে থেকে ও পরে গণ আন্দোলন পরিচালনা করে পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টি ইতিমধ্যেই অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল।

কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা এবং বিপ্লবের সমর্থকেরা এক কঠিন কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছিল যথা : দেশের অভ্যন্তরে শক্তির ভারসাম্যের ক্ষেত্রে যে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তার যথার্থ রূপ দিয়ে সঠিক-ভাবে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে এবং অখণ্ডনীয় প্রমাণ হাজির করে সংবিধান পরিষদেও সেই অনুকূল অবস্থা তৈরি করা হয়েছিল যার ফল স্বরূপ সম্ভব হয় আইনসভায় বামপন্থী সংখ্যাগরিষ্ঠতা। সর্বোপরি কমিউনিস্ট এবং সোশ্যালিস্টদের পারস্পরিক বোঝাপড়া এই অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির পিছনে কাজ করেছিল।

এই কর্তব্য সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করার ক্ষেত্রে নীতির প্রশ্নে দৃঢ়তা, দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহের কাছে সোশ্যালিস্ট পার্টির আত্ম-সমর্পণের কথা দ্রুততা এবং সাহসিকতার সঙ্গে জনসমক্ষে তুলে ধরার ক্ষমতা, নীতির প্রশ্ন জড়িত নয় এমন ক্ষেত্রে নমনীয়তা এবং সোশ্যালিস্ট প্রতিনিধিদেরও টেনে আনা যায় এমন প্রস্তাব তুলে ধর'—কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের এই ধরনের ক্ষমতা কাজ করেছিল। এ প্রসঙ্গে আমি একটি ব্যাপারে জোর দিতে চাই যে সেই সময়ে সোশ্যালিস্ট পার্টির সংসদীয় গোষ্ঠীর গঠনও ঐ দুরূহ কর্তব্য সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদনে অনেকখানি সহায়ক হয়েছিল, কারণ বর্তমান আইন-সভায় সোশ্যালিস্ট দলের যে গোষ্ঠী রয়েছে তাদের চেয়ে সংবিধান পরিষদের সোশ্যালিস্ট গোষ্ঠীতে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন প্রতিনিধির সংখ্যা অনেক বেশি ছিল।

সংবিধান পরিষদের অভিজ্ঞতা থেকে পর্তুগীজ কমিউনিস্টরা এ কথা বুঝেছে যে সংবিধান পরিষদ অথবা বর্তমানের আইনসভা ইত্যাদি ধরণের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থায় গণ আন্দোলনের কোনো প্রত্যক্ষ প্রতিফলন ঘটে না। সংসদীয় সংগ্রামের ভূমিকা খাটো করে দেখানোর প্রবণতার বিরুদ্ধে লেনিনের সতর্কবাণী এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার প্রতি সম্পূর্ণভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ একদল কমিউনিস্ট প্রতিনিধি যে আইন সভায় জনগণের বক্তব্য তুলে ধরার পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমের ভূমিকা পালন করতে পারেন, লেনিন তা' উল্লেখ করেছেন। পর্তুগালের সুনির্দিষ্ট অবস্থায় লেনিনের এই কালজয়ী বাণী সব সময় মাথায় রাখা হয়েছিল এবং তা' আমাদের কাছে খুবই মূল্যবান হয়েছিল।

খুব স্বাভাবিক কারণেই সংবিধান পরিষদের রাজনৈতিক গঠনের দ্বারা সংবিধানের বক্তব্য বিষয় প্রভাবিত হয়েছিল। উল্লেখ্য সংবিধান পরিষদে দক্ষিণপন্থী দলগুলোর প্রতিনিধিত্ব বেশ বড় আকারে হলেও সোশ্যালিস্ট পার্টিই ছিল বৃহত্তম সংসদীয় গোষ্ঠী এবং সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা যুক্ত হলে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সংবিধান নিয়ে দশ মাস ধরে পরিষদে তীব্র, তীক্ষ্ণ বিতর্ক চলে এই বিতর্ককালে যে দোদুল্যমানতা, সুবিধা দান এবং আপস লক্ষ্য করা গিয়েছিল সংবিধানের বক্তব্য বিষয়েও তার চিহ্ন স্পষ্ট। তথাপি নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টিতে এবং তা' প্রতিষ্ঠায় বৈপ্লবিক জনশক্তির এবং সামরিক বাহিনীর যে ভূমিকা ও নীতি ছিল, দেশের সংবিধানের মধ্যে দিয়ে সেই ভূমিকা ও নীতির প্রকাশ যে নিঃসন্দেহে ঘটেছে তা' নিশ্চিত।

সংবিধানে একনায়কতন্ত্রের অবসান এবং ফ্যাসিবাদের নিন্দা ধ্বনিত হয়েছে। সংবিধানে একচেটিয়া পুঁজি সামন্ততন্ত্রের অবসান যে অপরিবর্তনীয় সে ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া জাতীয়করণ, ভূমি সংস্কার, প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ, শ্রমজীবী মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা এবং উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা দান ইত্যাদি বিষয় সংবিধানে আইনানুগ স্বীকৃতি পেয়েছে। সমাজতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করতে এই সব ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে সহায়ক।

গুণের দিক থেকে তিনটি আলাদা আলাদা বিষয় এই ফল লাভে সাহায্য

করেছিল। প্রথমত, প্রতিষ্ঠার শুরুতেই পর্তুগীজ বিপ্লব প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কাজ সেরে ফেলেছিল। দ্বিতীয়ত, বৈপ্লবিক সাফল্য সংহত করা এবং ভূমি সংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে কাঠামোগত পরিবর্তন করার লক্ষ্য নিয়ে যে ব্যাপক গণ-সংগ্রাম চলছিল সেই গণ সংগ্রাম সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি সমর্থন করেছিল। তৃতীয়ত, সংবিধান পরিষদে বিপ্লবের জন্যে উৎসর্গিত প্রাণ, দৃঢ়চেতা, বহু অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ, সুশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং প্রয়োজনে নমনীয় এবং বৈপ্লবিক সাফল্য সাংবিধানিকভাবে সুরক্ষিত করার সংগ্রামের অক্লান্ত কর্মী এমন একদল প্রতিনিধি পাঠিয়ে সংসদীয় সংগ্রাম চালানোর গুরুত্ব সম্বন্ধে পর্তুগালের কমিউনিস্টরা সচেতন।

আমাদের গোষ্ঠীর কর্মধারা

সংবিধান ঘোষণা করার তেইশ দিন পর দেশের আইনসভাগুলোর প্রথম নির্বাচনে সংবিধানের বিরোধিতাকারী দক্ষিণপন্থী দলগুলো পরাজিত হয়।

সংবিধান পরিষদের মত প্রজাতান্ত্রিক আইনসভাতেও সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। মোট ২৬৩টি আসনের মধ্যে তারা ১৪৭টি আসন পায়। কিন্তু এই দুই পার্টির মধ্যে শক্তির ভারসাম্য কিছুটা পরিমাণে পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির দিকে হেলে যায় কারণ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি সংখ্যা ৩০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০-এ দাঁড়ায়। অন্যদিকে এস পি-র প্রতিনিধি সংখ্যা ১১৬ থেকে কমে ১০৭ হয়।

একক বৃহত্তম দল হিসাবে সোশ্যালিস্ট পার্টি সরকার গঠনের আহ্বান পেলে নির্বাচকদের পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে গিয়ে তারা 'একদলের সংখ্যালঘু সরকার' গঠনই শ্রেয় মনে করে। পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টি আগেই এই সত্য প্রকাশ করেছিল যে এই একদলের সরকার নিছক লোক-দেখানো এবং সে সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছিল। কার্যক্ষেত্রেও দেখা গেল যে সোশ্যালিস্ট সরকার দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহের সঙ্গে একজোট হয়ে এবং প্রায় প্রতিটি বিষয়ে তাদের হাতিয়ার হয়ে কাজ চালাতে লাগল।

সোশ্যালিস্ট নেতারা তাদের সিদ্ধান্ত ও নীতির সাফাই গেয়ে বলতে লাগল যে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত করার জন্যে, এবং যাতে কোনো যুক্তি

খুঁজে না পায় তার জন্যে এবং একটা অগণতান্ত্রিক চক্রান্ত এড়াতে প্রতিক্রিয়াশীলদের চাপে পড়ে এই সব সুবিধা দিতে হচ্ছে। এই তাত্ত্বিক পর্দার আড়ালে শেষ অস্থায়ী সরকারের (যাতে এই সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহ প্রধান ছিল) আমলে শুরু করা কাজগুলো অর্থাৎ পুঁজিপতি সামন্তপ্রভু এবং সাম্রাজ্যবাদীদের অবস্থান পুনঃ প্রতিষ্ঠার নীতি তারা অনুসরণ করে চলেছিল এবং সেই অনুযায়ী কাজের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছিল। সোশ্যালিস্ট সরকার শ্রমজীবী মানুষের সাংবিধানিক অধিকার হ্রাস করে; প্রকৃত আয়ের অবনতি ঘটিয়ে এবং বেকারির মাত্রা দিনের পর দিন বৃদ্ধি করে একের পর এক আইন পাস করেছে।

শ্রমিকশ্রেণী এবং গণ আন্দোলন সরকারের এই নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ সংগ্রাম গড়ে তুলে জবাব দিয়েছে। ফল স্বরূপ বামপন্থী শক্তিসমূহের কাছ থেকে সোশ্যালিস্ট সরকার ক্রমান্বয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, সোশ্যালিস্ট পার্টির মধ্যে জটিলতা এবং সংকট আরো বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে ঐ দলের সমর্থন আরো হ্রাস পেয়েছে।

এই নির্বাচনে কমিউনিস্টদের এবং তাদের মিত্রদের যখন সাফল্য সূচিত হয়েছে সেই সময় সোশ্যালিস্টরা প্রায় ৫ লক্ষ ভোট কম পেয়েছে। প্রজাতান্ত্রিক আইনসভায় কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা সোশ্যালিস্ট সরকারের শ্রমিক ও জনবিরোধী কাজকর্মের সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করেছে এবং গণ প্রতিবাদ আন্দোলনের দাবিসমূহ সজোরে তুলে ধরেছে। কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা আইনসভায় তাদের প্রতিটি বক্তৃতায় ও কাজের মধ্যে দিয়ে সরকারের এই জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেছে। তারা জনস্বার্থে বহু বিল উপস্থিত করেছে।

আইনসভায় কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল ৪০ অর্থাৎ মোট সংসদীয় প্রতিনিধির ১৫ শতাংশ। সাংবিধানিক বিধি অনুযায়ী সংসদে কমিউনিস্টরা গোষ্ঠী মর্যাদা পেয়েছিল। আইনসভার সবকটি বিশেষ স্থায়ী কমিশনের কাজে কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছে এবং দু-টি কমিশনের যথা সাংবিধানিক বিষয় এবং কৃষি ও মৎস্য চাষ—চেয়ারম্যান কমিউনিস্ট।

আরো দু-টি কমিশন যথা, শ্রম কমিশন এবং অভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান কমিউনিস্ট। এছাড়া প্রজাতান্ত্রিক আইনসভার সভাপতিমণ্ডলীতে একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং একজন সেক্রেটারি কমিউনিস্ট।

পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির সংসদীয় গোষ্ঠীর (যার মধ্যে ৬ জন মহিলা প্রতিনিধিত্বের দিক থেকে পি সি পি র সংখ্যা সর্বাধিক) সামাজিক গঠন হচ্ছে: ১৯ জন প্রতিনিধি (৪৭·৫ শতাংশ) শিল্প শ্রমিক; ৪ জন (১০ শতাংশ) অফিস কর্মচারী ১৭ জন (৪২·৫ শতাংশ) বুদ্ধিজীবী। চল্লিশ জন কমিউনিস্ট প্রতিনিধির মধ্যে ১৫ জনই হলেন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পাঁচ জন রাজনৈতিক কমিশনের সদস্য।

১৯৭৬ সালে অনুষ্ঠিত পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির অষ্টম কংগ্রেসে দলের সংসদীয় গোষ্ঠীর কাজের লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, শ্রমজীবী মানুষ এবং দেশের স্বার্থবিরোধী এবং স্বাধীনতা ও বিপ্লবের অন্যান্য সাফল্য হরণ করার জন্যে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হলে কমিউনিস্ট পার্টি তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং তা' করে যাবে। এই সঙ্গে গণতন্ত্র সংহত করা ও সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির পক্ষে কাজ করবে এমন সমস্ত সদর্থক ব্যবস্থা পি সি পি সমর্থন করবে। আইনসভায় পি সি পি সব সময় সরকারের বিরোধিতা করবে না। জাতীয় সমস্যাবলী সমাধানের পক্ষে সাহায্যকারী প্রগতিশীল আইনসমূহ গ্রহণে এবং তা' ব্যাপকতর করার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট এবং সোশ্যালিস্টদের মধ্যে একটা মৈত্রী স্থাপনের (কারণ এই উভয় দল একত্র হলে আইনসভায় গরিষ্ঠতা পাওয়া যায়) কাজে পি সি পি ধৈর্যের সঙ্গে চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

এই নীতি নেওয়ার ফলে আইনসভায় কমিউনিস্টরা একদিকে সরকারের জনবিরোধী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যেমন দৃঢ় লড়াই চালাতে পেরেছে, তেমনি অন্য-দিকে কোন কোন আইন গ্রহণে সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় এসেছে। যেমন স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন সংসদে গ্রহণ করার ব্যাপারে কমিউনিস্ট এবং সোশ্যালিস্টরা এক হতে পেরেছিল; ভূমি সংস্কার এবং স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে আইন-সভায় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ প্রথম যে আক্রমণ চালিয়েছিল কমিউনিস্ট

এবং সোশ্যালিস্টরা তাঁর বিরুদ্ধে একত্রে কাজ করেছিল। সংসদীয় স্তরে বিশেষ করে আইন প্রণয়নের প্রশ্নে সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে বোঝাপড়া ও মতৈক্যে পৌঁছানোর মত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। সংসদীয় গোষ্ঠীগুলোর স্বাধীনতার ফলেই উভয় দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে বোঝাপড়া ও মতৈক্যে পৌঁছানোর অবস্থা তৈরি হয়েছিল, কারণ রাষ্ট্রীয় স্তরে দু-দলের সম্পর্ক কখনো কম, কখনো বেশি তিক্ত। পর্তুগালের রাজনৈতিক জীবনে বাকি অংশের এখানেও গণআন্দোলনের ভূমিকা বৃহৎ এবং যে সমস্ত আইন প্রণীত হচ্ছে সে সম্পর্কে জনগণের অভিমত কি তা' বহুলাংশে সোশ্যালিস্ট প্রতিনিধিদের নীতি প্রভাবিত করে (এই অর্থে সংসদের ভিতরের পরিস্থিতির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানসমূহ ট্রেড ইউনিয়ন এবং পৌর পরিষদের অবস্থার কোন পার্থক্য নেই : এমনকি এইসব জায়গায় সোশ্যালিস্ট এবং কমিউনিস্টদের সম্পর্কের বহু কিছুই আকাঙ্ক্ষিত। যেমন, দু-দলের মধ্যে আংশিক মতৈক্য সব সময়ই সম্ভব এবং নির্দিষ্ট প্রশ্নে দু-দলের পারস্পরিক বোঝাপড়া প্রায় সব সময়েই হতে পারে)।

সংসদীয় কার্যকলাপ চালানোর সময় সোশ্যালিস্ট প্রতিনিধিদের এই বিষয়টি কমিউনিস্টরা সব সময় মাথায় রাখে। আমাদের সংসদীয় উদ্যোগে সোশ্যালিস্ট প্রতিনিধিদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তাদের সঙ্গে মতৈক্যের সম্ভাবনা সব সময়ই খোঁজ করছি। সোশ্যালিস্ট পার্টির সংসদীয় গোষ্ঠীর ন্যায়সম্মত উদ্যোগে সমর্থন জানাতে আমরা কখনোই ভুল করি নি। জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এমন যে কোন সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরা সব সময়ই সংশোধনী হাজির করেছি। দক্ষিণপন্থী দলগুলোর প্রতিক্রিয়াশীল প্রস্তাব ব্যর্থ করার জন্যে আমরা সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠনের চিন্তা সব সময়েই মাথায় রেখেছি। এমনকি সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং দক্ষিণপন্থী-শক্তিসমূহের মধ্যে মৈত্রী হয়েছে এমন অবস্থার মধ্যে পড়েও আমরা প্রণীত আইনের সবচেয়ে খারাপ দিকগুলো বাতিলের জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছি।

আইনসভার মাধ্যমে প্রতিবিপ্লব

প্রতিবিপ্লবীরা ১৯৭৬ সালের শেষে সংখ্যালঘু সোশ্যালিস্ট সরকারের ওপর

সর্বপ্রথম ব্যাপক আক্রমণাত্মক চাপ দিতে শুরু করে। উদ্দেশ্য সংখ্যালঘু সরকারকে জনবিরোধী বাজেট ও পরিকল্পনা গ্রহণে বাধ্য করা।

সরকার এবং সোশ্যালিস্ট পার্টি এই অবস্থায় পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়। সরকারের নীতির ঘোর বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও পার্টি আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত নেয়। আলোচনায় অনেক কথা কাটাকাটির পর মোটামুটিভাবে বিপ্লবের সাফল্যসমূহ রক্ষাকারী এবং শ্রমজীবী মানুষ ও কৃষকদের দরিদ্রতম অংশের স্বার্থ রক্ষাকারী একটা খসড়া আইন গ্রহণ করার বিষয়ে দু-দল মতৈক্যে পৌঁছায়। এইভাবে সোশ্যালিস্ট একদলীয় সংখ্যালঘু সরকার সংসদে প্রথম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। এটা পরিষ্কার যে সোশ্যালিস্ট সরকার সংবিধান অনুযায়ী কাজ করতে প্রস্তুত থাকলে ক্ষমতায় থাকার জন্যে তাকে দক্ষিণপন্থী দলগুলোর সমর্থনের ওপর নির্ভর করতে হতো না।

সোশ্যালিস্ট পার্টি সরকারের মন্ত্রিত্বের ভাগ কিছুটা ছাড়া সম্পর্কে দক্ষিণপন্থীদের দাবি না মানলেও, সংবিধান পর্যালোচনার দাবিটি মেনে নেয়। এই কারণেই দক্ষিণপন্থীরা যেসব বিষয়ে সবচেয়ে বেশি চাপাচাপি করছিল যথা, জাতীয়করণ, ভূমি সংস্কার, খামারি প্রজাস্বত্ব, শ্রমজীবী মানুষের কমিশন, পরিচালনার ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং বৃহৎ পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্পর্কিত বিলগুলো আইনসভায় হাজির করা হয়েছিল।

কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা একেই 'আইনসভার মাধ্যমে প্রতিবিপ্লবী' রূপে আখ্যাত করেছেন, কারণ সংবিধানকে পরিষ্কারভাবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বৈপ্লবিক সাফল্যসমূহের বিরুদ্ধে সার্বিক আঘাত হানার জন্যে আইন বিষয়ক সংস্থাগুলোর কর্মক্ষমতা হ্রাস করা হয়েছিল।

পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টি এই সময়ে এককভাবে সংসদে লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছিল, কেননা সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং দক্ষিণপন্থী শক্তিসমূহের মধ্যে কার্যত পাকাপোক্ত বন্ধন গড়ে উঠেছিল। পার্টি নতুন সরকারি বিলগুলোর প্রতিবিপ্লবী মূল উপাদান, তাদের সংবিধান-বিরোধী প্রকৃতি (যা জাতির স্বার্থের পরিপন্থী) ইত্যাদির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিশাল প্রচার অভিযান গড়ে তুলেছিল। কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমজীবী মানুষের ব্যাপক সমাবেশ ঘটিয়েছিল, পার্টির এই বিক্ষোভ সমাবেশে হাজার হাজার নর-নারী যোগ দিয়েছিল।

আইনসভার কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা প্রতিবিপ্লবী বিলগুলোর প্রতি ধারার লাইন তুলে তুলে বিরোধিতা করেন, সভায় কমিউনিস্টরা নানান সংশোধনী আনেন এবং তাদের সপক্ষে বক্তব্য বলেন। পার্টির প্রতিনিধিরা বিলগুলোর নানান স্ব-বিরোধী বক্তব্য এবং মতানৈক্যের দিকে অন্যান্য সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং শেষ পর্যন্ত সরকারকে প্রস্তাবগুলো প্রত্যাহারে বাধ্য করেন।

সোশ্যালিস্ট এবং দু-টি দক্ষিণপন্থী দল যুক্ত হয়ে সংসদে ভোটের জোরে কয়েকটি প্রতিবিপ্লবী আইন বিষয়ক প্রস্তাব পাস করিয়েছিল কিন্তু বেশ কয়েকটি এমন কি আরো ক্ষতিকারক কিছু বিল সংসদে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বিশাল আকারের গণ আন্দোলন এবং কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের নিরন্তর প্রচেষ্টাতেই এটা সম্ভব হয়েছে।

আইনসভার মাধ্যমে প্রতিবিপ্লবের কাজে সোশ্যালিস্ট সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন করে পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এই সিদ্ধান্তে আসে: "দেশে একচেটিয়া পুঁজি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সোশ্যালিস্ট সরকারের নীতি হাতিয়ার হিসাবে কাজ করছে। এই অবস্থায় ভবিষ্যতেও সরকারের একই নীতি চলতে থাকলে—এস ডি পি এবং এস ডি সি-র* হাতে সোশ্যালিস্ট সরকার আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে পি সি পি সংসদীয় গোষ্ঠীর এই সরকারকে সমর্থন দেওয়ার কোন অর্থ হয় না।"

১৯৭৭ সালের ৮ই ডিসেম্বর একদলীয় সোশ্যালিস্ট সরকারের পতন ঘটে।

আইনসভা ও সরকার

আমরা দেখেছি যে আইনসভা ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে অনেক প্রশ্ন হাজির হয়েছে—বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে যার গুরুত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং গত বছর একান্তভাবে এই বিষয়গুলো নিয়েই সংসদীয় কার্যকলাপের অধিকাংশ সময় কেটেছে। আইনসভা গঠিত হওয়ার পর থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিন তিনটি সরকারের পতন ঘটেছে—এর মধ্যে দু টি প্রজাতান্ত্রিক আইনসভার রায় অনুযায়ী এবং অপরটি নিজের থেকেই পদত্যাগ করেছে। সংসদের মধ্যে তিন তিনবার পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে: প্রথমত সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের অর্থাৎ সোশ্যালিস্ট পার্টি ও প্রতিক্রিয়াশীল সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক সেন্টারের মে'চার সরকারের সময়কার পরিস্থিতি;

দ্বিতীয়ত নোবার দ্য কস্তা সরকারের (যা তার ক্ষমতা ছাড়িয়ে গিয়েছিল) পদত্যাগের সময়কার পরিস্থিতি এবং তৃতীয়ত মোতা পিন্তোর নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘু দক্ষিণপন্থী সরকারের সময়কার পরিস্থিতি। বর্তমানের সুতীব্র সমস্যাগুলো ভালোভাবে বুঝতে হলে প্রতিটি পরিস্থিতির বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং চরম দক্ষিণপন্থী সংসদীয় গোষ্ঠী এস ডি সি-র কোয়ালিশন যা মারিও সোয়ারেসের দ্বিতীয় সরকার গঠনে সুযোগ করে দিয়েছিল (১৯৭৮ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত) সেই সরকারও নড়বড়েই রয়ে গিয়েছিল। পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির এ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী যে কত সঠিক তার সত্যতা প্রমাণ করে মারিও সোয়ারেসের এই সরকার দু-মাস যেতে না যেতেই পদত্যাগ করেছিল। দেশের কোন বড় সমস্যার সমাধান দূরে থাক সোয়ারেস সরকার সেগুলোকে মুক্ত করে গিয়েছিল।

কিন্তু আইনসভার ক্ষেত্রে এই কোয়ালিশন সরকার এক নতুন নজীর সৃষ্টি করেছিল: সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় সরকার সংসদের মধ্যে প্রবল প্রতাপে অন্যান্য সদস্যের বক্তব্য চেপে দিচ্ছিল। গরিষ্ঠতার জোরে মোর্চার শরিকরা সংসদীয় নিয়ম-কানুনের গণতান্ত্রিক প্রকৃতি খর্ব করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট এবং মোর্চার বাইরের দলগুলোর প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জোর বাধা পাওয়ায় এ ব্যাপারে খুব একটা ক্ষতি তারা করতে পারে নি। সংসদীয় গরিষ্ঠতার জোরে কোয়ালিশন সরকার আইনসভায় আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (আই এম এফ) ক্ষতিকারক দাবি সম্বলিত সরকারি বিলগুলো সহ অন্যান্য বিল অনুমোদন করিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এই সরকারের আয়ু খুবই কম হওয়ায় তারা নিজেদের যে কোনো অপকর্মের গায়ে আইনের ছাপ দেওয়ার কাজে আইনসভাকে আজ্ঞাবাহী করে তুলতে পারে নি।

কোয়ালিশনের শেষ পর্যায়ে কমিউনিস্ট এবং সোশ্যালিস্টদের মধ্যে আবার কিছুটা সহযোগিতা তৈরি হয়েছিল যা সংসদের বাইরে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের যুক্ত সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে প্রতিভাত ও জোরদার হয়েছিল। প্রতিক্রিয়াশীল চক্রগুলোর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের মুখে পড়ে গণতন্ত্র রক্ষার জন্যে দু'দলের পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয় তার মধ্যে দিয়ে এই সহ-

যোগিতা প্রকাশ পেয়েছিল এবং ফ্যাসিবাদী সংগঠনগুলো নিষিদ্ধ করা সম্পর্কিত আইনের মধ্যে দিয়ে এই সহযোগিতার সর্বোচ্চ রূপ প্রকাশ পায়।

সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্ব দক্ষিণপন্থী শক্তি সমূহকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার নীতি এবং তাদের সঙ্গে মৈত্রী চালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আইনসভায় সোশ্যালিস্ট কমিউনিস্টদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেশ ও দশের স্বার্থরক্ষাকারী আইন প্রণয়নের পক্ষে যথেষ্ট। সেই সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল পরিকল্পনা কার্যকর করার পক্ষে এই দুই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা একটা গুরুত্বপূর্ণ বাধাও বটে। দক্ষিণপন্থী শক্তি এই ঘটনা সম্পর্কে সচেতন। প্রজাতান্ত্রিক আইনসভার বিরুদ্ধে তাদের প্রচার, দেশের রাজনৈতিক জীবনে সংসদকে গৌণ ভূমিকায় টেনে নামানোর জন্যে তাদের কঠোর চেষ্টা এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতির ওপর তাদের আক্রমণ—এই সব কিছু মিলিয়ে দক্ষিণপন্থী শক্তির মনোভাব পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

কোয়ালিশন থেকে এস ডি সি বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সোয়ারেস সরকারের পতন ঘটে। পি সি পি এবং আরো কিছু রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী মনে করে আইনসভার সাধারণ নির্বাচনই হচ্ছে এই সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ। কিন্তু সাধারণ নির্বাচন করা সম্ভব হচ্ছে না কারণ নির্বাচনের জন্যে যে আইনানুগ যন্ত্র প্রয়োজন তা প্রস্তুত করা হয়নি; লোক গণনা সংক্রান্ত আইনটি সংসদে বিবেচিত হচ্ছিল এবং সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে নির্বাচনী আইন এখনো চালু করা হয় নি। এই সময় পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টি তার সংসদীয় গোষ্ঠীর মাধ্যমে আইনসভার অতিরিক্ত অধিবেশন ডাকার প্রস্তাব দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশ্য একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার যে কোনো প্রচেষ্টা দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করা হবে বলে পার্টি জানিয়ে দেয়। কোন নির্বাচনী আইনের অনুপস্থিতিতে দেশের গণতন্ত্র গভীরভাবে বিঘ্নিত হতে পারে এই আশঙ্কার কথা প্রকাশ করে পার্টি সে সম্পর্কে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে সজাগ হতে বলে। পার্টি প্রস্তাব দেয় যে দেশের লোকগণনা আইন প্রণয়নের জন্যে এবং আইনসভায় নির্বাচন সংক্রান্ত বিল উপস্থিত করার জন্যে একটি নির্দিষ্ট সময় সীমা ঠিক করা প্রয়োজন।

পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাব অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের আইনসভার কাজ শুরু করার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্থিতিশীল করা সম্ভব ছিল। আর ঠিক

এটাই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ চাইছিল না। এই কারণেই তারা পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাবটিকে 'সংসদীয় অভ্যুত্থানের' উদ্যোগ বলে চেঁচাতে লাগলো। আইনসভায় লোকগণনা আইন এবং নির্বাচনী আইন অনুমোদিত হ'ল। দক্ষিণপন্থীদের বাধা দেওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের নীতি সুরক্ষিত করার জন্যে কমিউনিস্ট এবং সোশ্যালিস্টরা একত্রে এই আইন দু'টির পক্ষে ভোট দিয়েছিল।

হেরে যাওয়ার ভয়ে সংসদের ধারে-কাছে যে যেতে চায় নি সেই 'নির্দল' লোবার ফ্রাঙ্কার নেতৃত্বে (সোয়ারেসের দ্বিতীয় সরকারের পতনের পর) সরকার গঠিত হয়। এই সরকার তার কার্যসূচীর ওপর আলোচনার সংক্ষিপ্তসার তৈরি করে সংসদে উপস্থিত করলে সেখানে তা বাতিল হয়ে যায় এবং এর পরপরই কস্তার সরকার পদত্যাগ করে। পদত্যাগের পর তদারকি সরকার হিসাবে কাজ চালিয়ে কস্তা মন্ত্রিসভা তার স্বেচ্ছাচারী ও হিংসাত্মক কাজকর্ম, এবং প্রধানত ভূমি সংস্কার ও রাষ্ট্রের অংশ গ্রহণে শ্রমিকরা পুনরায় চালু করেছে এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে ক্ষমতার ব্যাপক অপব্যবহার ইত্যাদি জন্যে কুখ্যাতি অর্জন করে। সরকারের এই নীতি প্রতিরোধে পি সি পি এবং তার প্রতিনিধিরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে দু'টি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে যথা: (এক) পদত্যাগী সরকারের কর্মক্ষমতা বর্তমান বিষয়াবলীর কাঠামোর বাইরে যাওয়া উচিত নয়; (দুই) বিদায়ী সরকারের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে সংসদ।

৬ মাসের জন্যে স্থায়ী মন্ত্রী পিন্তো সরকার নিজেকে 'কোনো দল বা গোষ্ঠী মুক্ত' বলে দাবি করলেও আদতে এই সরকার ছিল এস ডি পি-র নেতৃত্বে এস ডি সি এবং এস ডি পি-র রাজনৈতিক ভিত্তির ওপর গঠিত এবং এস অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ও বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সমর্থিত আরো দক্ষিণপন্থী সরকার। প্রজাতন্ত্রের আইনসভার সর্বশেষ নির্বাচনে প্রকাশিত জনগণের ইচ্ছা পূরন করা এই সরকারের পক্ষে একান্তই অসম্ভব ছিল। সোশ্যালিস্ট পার্টি ভোটে অংশ গ্রহণ না করাতেই পিন্তো সরকার সংসদে আস্থা ভোটে জয়ী হতে পেরেছিল এইভাবে সোশ্যালিস্টরা নিজেদেরকে ক্ষমতা থেকে হটিয়ে দিতে দক্ষিণপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলোকে শক্তি যুগিয়েছিল

এবং পরবর্তীকালে দক্ষিণপন্থীদের সরকার টিকিয়ে রাখতে প্রকারান্তরে সাহায্য করেছিল।

মন্তো পিন্তো সরকারের কার্যাবলী বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পাঁচটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে যথা: সরকার কার্যত সংবিধানের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য করার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, শ্রমজীবী মানুষের ওপর শোষণ বৃদ্ধি এবং মধ্য স্তরের জনগণকে ধ্বংস করার নীতি প্রসারিত করেছিল; সামন্ততন্ত্র এবং একচেটিয়া পুঁজির রাজ পুন প্রতিষ্ঠায় ভূমি সংস্কার ও জাতীয়করণের বিরুদ্ধে এই সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল; শ্রমজীবী জনগণের অধিকার লঙ্ঘন করে এবং গণ প্রচার মাধ্যম আক্রমন করে এই সরকার কাজ চালাচ্ছিল; ইউরোপীয় বারোয়ারি বাজারে যোগ দেওয়া, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের (আই এম এফ) কাছে আত্মসমর্পন করে, ন্যাটোর ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি ক্ষতিকারক নীতি অনুসরণ করে এই সরকার দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপ বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিল।

মন্তো পিন্তো সরকারের নীতির সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলদের পরিকল্পনা ও ফন্দির যে কোনো পার্থক্য নাই জনগণকে সে সম্পর্কে সচেতন করে পর্তুগীজ কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এ বিষয়ে গুরুত্ব দেয় যে "দেশ থেকে গণতন্ত্র উচ্ছেদ করতে প্রতিক্রিয়াশীলদের রণকৌশল ও বিভিন্ন প্রচেষ্টার প্রেক্ষাপটে মন্তো পিন্তো সরকারের নীতি এবং কার্যাবলী বিবেচনা করতে হবে।"

নোবার দ্য কস্তা সরকারের নীতির বিরুদ্ধে যেমন তুমুল গণ-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল ঠিক তেমনি মন্তো পিন্তোর সরকারের বিরুদ্ধেও শুরু থেকেই শ্রমজীবী মানুষের প্রতিবাদ আন্দোলন ও সংগ্রাম গড়ে ওঠে। ফলে নোবার দ্য কস্তা সরকারের কপালে যা' ঘটেছিল এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

জনগণকে সঙ্গে নিয়ে, জনগণের জন্যে

পার্টির সংসদীয় গোষ্ঠীর কার্যাবলীর প্রতিটি দিক বর্ণনা করা সম্ভব নয় কিন্তু সংসদের বিশেষ স্থায়ী কমিশনগুলোতে পার্টির কাজকর্ম অবশ্যই উল্লেখ

করা প্রয়োজন। কারণ কমিশনগুলোই হচ্ছে প্রায় সকল সময়ের জন্যে তীব্র সংসদীয় সংগ্রামের রণক্ষেত্র। কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা বিশ্বাস করেন যে সংসদীয় কার্যাবলীর এই ক্ষেত্রে তাঁদের সদা জাগ্রত দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেশের শ্রমজীবী জনগণ সহ অন্যান্য স্তরের মানুষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দীর্ঘকালের। বহু গণ-সংগঠণের সঙ্গে তাঁরা যুক্ত। বেশির ভাগটাই পার্টির মাধ্যমে অথবা সরাসরি কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা এই যোগাযোগ বজায় রাখেন। কমিউনিস্ট সংসদীয় প্রতিনিধিরা পার্টির সদস্য এবং পার্টির নানান ধরনের গণ আন্দোলন: সভা, সমাবেশ, ব্যাখ্যামূলক আলোচনা, উৎসব অনুষ্ঠানে এবং জনগণের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রক্ষা করা ইত্যাদি কাজে তাঁরা সক্রিয় অংশ নিয়ে থাকেন।

এছাড়া কমিউনিস্ট সংসদ সদস্যরা আপন উদ্যোগে অথবা আমন্ত্রণ ক্রমে বিভিন্ন কর্মসংস্থায়, যৌথ উৎপাদন কারখানায়, বন্দরে, ইস্কুল-কলেজে, হাসপাতালে, গ্রামেগঞ্জে গিয়ে সেখানকার পরিস্থিতি স্বচক্ষে দেখে আসেন। পরবর্তীকালে এই সব জায়গায় চাক্ষুষ অভিজ্ঞতাকে পুঁজি করে সংসদে তাঁদের কার্যকলাপ চালিয়ে থাকেন।

আমন্ত্রণ পেলে কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা যে কোনো সভায় যোগ দেবেন বলে সংসদীয় গোষ্ঠী সিদ্ধান্ত করেছে। সাও বেস্তো প্রাসাদে কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা এ পর্যন্ত এ জাতীয় ৫শ' টির বেশি সভায় অংশ নিয়েছে।

সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আইনসভার সনদে বলা হয়েছে যে আইন বিষয়ক প্রক্রিয়া এবং শ্রমজীবী মানুষের অধিকার সম্পর্কে জানতে চায় এমন সকলের মধ্যে আলোচনা চলবে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি সরাসরিভাবে জনগণের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে এবং যে সব বিল সংসদে আনা হচ্ছে সেগুলো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে সে সম্পর্কে পার্টি কী ভূমিকা নেবে তা' জনসমক্ষে তুলে ধরে। তাই কৃষি সমবায় বিলটি তৈরি হওয়ার সময়তেই আমরা ঐ বিলের নানান দিক নিয়ে ১শ' টির বেশি সমবায়ের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। আমাদের সংবাদপত্র 'আভান্তে'-র সাম্প্রতিক উৎসব উপলক্ষে পার্টির সংসদীয় গোষ্ঠী তার কার্যকলাপ সংবলিত একটি

হ্যাণ্ডবুক প্রকাশ করে। এই বইয়ে প্রজাতন্ত্রের আইনসভায় কমিউনিস্ট সদস্যদের দু' বছরের কাজের হিসাব দেওয়া হয়েছে।

জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে আমাদের সমস্ত কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। কিন্তু জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখার ব্যাপারে আমাদের মাধ্যমগুলো এখনো পর্যন্ত যথেষ্ট নিখুঁত নয় এবং আমরা এগুলো নিখুঁত করতে সদা সচেষ্ট।

কেবলমাত্র সংসদেই আমাদের গোষ্ঠী আলোচ্য সূচী প্রস্তুতির সময় ১৭৯টি বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছে এবং বিল নিয়ে আলোচনাকালে অথবা তা' অনুমোদনের সময় বেশ কয়েক শ' প্রস্তাব সংসদে হাজির করেছে।

সংসদীয় গোষ্ঠী তার নিয়ন্ত্রণ কার্যাবলী প্রয়োগ কালে সরকারের কাছে দু'শর বেশি প্রশ্ন হাজির করে এবং ১৩টি সরকারি ডিক্রী গ্রহণের কাজে উদ্যোগ নেয়। সংসদীয় গোষ্ঠী জনজীবনের সমস্ত মূল দিকগুলোকে নিয়ে ৫৭টি বিল সংসদে হাজির করেছিল এবং এর মধ্যে ৯টি আইনে পরিণত হয়েছে।

প্রথম প্রথম সোশ্যালিস্ট এবং দক্ষিণপন্থী দলগুলো বাজেট অন্যান্য সরকারি কার্যসূচী নিয়ে প্রধান বিতর্কের দৃশ্য দূরদর্শন মারফত এবং তার ধারা বিবরণী বেতার মারফত প্রচারে আগ্রহ দেখিয়েছিল। কিন্তু পরে তাদের সেই আগ্রহ উঠে যায়। এখন সংসদীয় কার্য-বিবরণী ক্রমশ সংক্ষিপ্ত আকারে রাখা হচ্ছে এবং নিতান্ত অসময়ে সেগুলো বেতার বা দূরদর্শন মারফত প্রচার করা হচ্ছে।

এর কারণ খুবই সহজবোধ্য। আমাদের পার্টির রাজনৈতিক কার্যাবলীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো কমিউনিস্ট প্রতিনিধিরা সংসদে উপস্থিত করেছেন। পুঁজিপতি, ভূস্বামী এবং সাম্রাজ্যবাদীদের অবস্থান পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার গণ-বিরোধী, সংবিধান-বিরোধী এবং জাতি বিরোধী নীতির মূল কথাগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরার মধ্যেই পার্টি তার কাজ সীমাবদ্ধ রাখে নি। উপরন্তু দেশ ও দশের স্বার্থ রক্ষাকারি এবং সংবিধানের প্রতি মর্যাদা সম্পন্ন বিকল্প ব্যবস্থাও হাজির করেছে। গত কয়েকটি সরকারের অনুসৃত নীতির ফল প্রত্যক্ষ করে পর্তুগালের জনগণ ক্রমান্বয়েই কমিউনিস্ট পার্টির বিকল্প প্রস্তাবের যাথার্থ উপলব্ধি করছে।

পাদটীকা

১. দেশে এর আগের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা প্রজাতন্ত্রের প্রথম সংসদ সামরিক অভ্যুত্থানে পঞ্চাশ বছর আগে (১৯২৬ সালের ২৮শে মে) বন্ধ হয়ে যায়। এরপর থেকেই দেশে ফ্যাসিবাদী শাসন চলে আসছিল। প্রথম প্রজাতান্ত্রিক সংসদের কোন প্রতিনিধিই জীবিত নেই।

২. মেকী বামপন্থী বিপ্লবীদের প্রভাবে সেনাবাহিনীর কিছু কিছু ইউনিট কোথাও কোথাও অসংগঠিতভাবে অস্ত্র ধরায় সশস্ত্র বাহিনীর কম্যাণ্ডারের পদ থেকে শুধু বামপন্থীদের নয়, এমন কি বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার অগ্রগতিতে নিরন্তর সাহায্য করেছেন এমন কয়েক জন কম্যাণ্ডারকেও ঐ দিনে দক্ষিণ-পন্থী সামরিক চক্র বিতাড়িত করে।—সম্পাদক।

৩. এস ডি পি—সোশ্যাল ডিমোক্রাটিক পার্টি; এস ডি সি সোশ্যাল ডিমোক্রাটিক সেন্টার।—সম্পাদক।

গণ-প্রচার মাধ্যম এবং গণতান্ত্রিক
ও বৈপ্লবিক রূপান্তর ও সমাজতন্ত্রের জন্য
সংগ্রাম

কমিউনিস্টদের লড়াইয়ের হাতিয়ার

পর্তুগাল, ইসরাইল, চিলি, ইরাক, গ্রীস এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাংবাদিক প্রতিনিধিরা এক রাউণ্ড টেবিল আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। আলোচনার বিষয় ছিল, "গণতান্ত্রিক এবং বৈপ্লবিক রূপান্তর ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের প্রচার মাধ্যম।"* নিচে ঐ মত-বিনিময়ের বিবরণ দেওয়া হল।

চূড়ান্ত মত-বিনিময়টা হয় **ডব্লিউ এম আর** কমিশনে কমিউনিস্ট সংবাদপত্র, সমীক্ষা এবং গ্রন্থপঞ্জীর ওপর। এতে যোগ দেন কানাডার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য **পিটার বয়চুক**; পানামা পিপলস্ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য **ফেলিক্স ডিক্সন**; এই পত্রিকায় জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি **জর্জ কায়োটোস্কি**; পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য **ভাইস্লাভ ক্লিমজাক**; দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবাদিক **এমপ পাহাড্**; ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সদস্য **সাতিয়াজায়া সুদিমান**; গ্রেট বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি **বার্ট রামেলসন**; এই পত্রিকায় অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি **ক্রুণো ফুর্চ**; ইসরাইলের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য **এমাইল হাবিবি**।

---

* ডব্লিউ, এম, আর নং ১০, ১১, ১২-১৯৭৮ এবং ১ ও ৭ নং-১৯৭৯ দেখুন।

কমিশন সভাপতি ডব্লিউ ক্লিমেজাক আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি স্মরণ করেন যে এখন যখন দাঁতাতকে সুদৃঢ় এবং প্রসারিত করার প্রচণ্ড প্রয়াস হচ্ছে তখন মতাদর্শগত সংগ্রাম যেখানে প্রচার মাধ্যম একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার তাকে বৃহত্তর ভূমিকা পালন করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের হাতে আছে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচারের কাজে ব্যস্ত এক বিশাল প্রচার যন্ত্র, "ধূসর" এবং "কালো" মতাদর্শ প্রচারের কেন্দ্রগুলি যার অন্তর্ভুক্ত। এগুলি আধ্যাত্মিক আত্মঘাতমূলক প্রচার তৈরি করায় বিশেষজ্ঞ। পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে শত্রুতা-মূলক প্রচারের উদাহরণ দিয়ে তিনি এর ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, সাম্প্রতিককালে বুর্জোয়া গণ-প্রচার মাধ্যমে প্রচার অভিযান, "মানবিক অধিকারের" ওপর বিরাট সোরগোল, "সোভিয়েত সশস্ত্র আক্রমণের হুমকি" নিয়ে কিছু ফোলানো-কাঁপানো গল্পকথা এবং ইন্দোচীন বাস্তুহারাদের নিয়ে তথাকথিত সমস্যার প্রচার-বেলুন, এ সবকিছুর লক্ষ্য হল দাঁতাত এর গতি মন্থর করা ও তাকে হীনমন্য করা।

প্রত্যেকেই জানে যে বুর্জোয়াদের মতাদর্শগত আক্রমণকে প্রতিহত করার রণনীতি শুধুমাত্র একে প্রত্যাখ্যান করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মতাদর্শগত সংগ্রাম এক প্রচণ্ড আক্রমণাত্মক অভিযান হতে পারে যদি আমরা তাকে শত্রুর কুৎসার মুখোস খোলার কাজে আবদ্ধ না রেখে আমাদের উত্থাপিত প্রশ্ন-গুলির জবাব দিতে বাধ্য করি। এগুলির মধ্যে আছে ভিন্ন সমাজব্যবস্থা সম্পন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, দাঁতাত এবং সাধারণ এবং পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ।

ক্লিমজাক জোরের সঙ্গে বলেন, আমাদের মতাদর্শগত প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কেবল তখনই কার্যকর হতে পারে যদি আমাদের সমালোচনা হয় বাস্তব, যদি নির্দিষ্টভাবে দেখাতে পারি কোন লোকগুলি এবং কোন উৎস থেকে এই ক্ষতিকারক "আলোক বিকীরণ" করা হচ্ছে এবং লেনিনের নির্দেশ অনুযায়ী যদি দেখাতে পারি যে এর থেকে কে লাভবান হতে পারে। জন-মতের ওপর প্রভাব বিস্তারে গণ-প্রচার মাধ্যম এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার, সে কারণেই কে এর নিয়ন্তা এবং কিভাবেই বা এর ব্যবহার হচ্ছে তা খুঁজে বের করা সব সময়েই গুরুত্বপূর্ণ।

জি, কাওয়াইটোস্কি এই মতটি সমর্থন ও বিশদ করে পুঁজিবাদী দেশ-

গুলিতে সংবাদপত্রের তথাকথিত স্বাধীনতা প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, পশ্চিমে গণ-প্রচার মাধ্যম ক্রমবর্ধমান হারে জমাটবদ্ধ হচ্ছে। এফ, আর, জি-তে স্প্রিংগার-এর মুদ্রণ সংস্থা দেশের দৈনিক সংবাদ-পত্রের শতকরা ৮৬ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে, বৃটেনে, সংবাদপত্র ছাপার শতকরা ৮৫ ভাগ পাঁচটি প্রকাশক সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করে, ফ্রান্সে, সংবাদপত্রের রাষবরোয়াল রবার্ট হারসান্ট দেশের মুদ্রণ ব্যবস্থার শতকরা ২০ ভাগের মালিক, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দৈনিক সংবাদপত্র মুদ্রণের শতকরা ৩২·৫ ভাগ করপোরেশনের হাতে যারা ২৩৮টি দৈনিক প্রকাশ করে। সংবাদের একচেটিয়া ব্যবস্থা যা পুঁজিবাদী দুনিয়ার চারটি প্রধান সংবাদ প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে—এ, পি, ইউ, পি, আই রয়টার এবং ফ্রান্স প্রেস—পশ্চিমে গণ-প্রচার মাধ্যমের জমাট বাঁধার সব থেকে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, এবং কার্যত এ হল ফিনল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি উরো কেক্কোনেনের সুচতুর মন্তব্য অনুযায়ী "প্রচার মাধ্যম দখলকারী সাম্রাজ্য-বাদ।'

বুর্জোয়া গণ-প্রচার মাধ্যম মতামত সম্পর্কে এক ধরনের বহুত্ববাদের কথা বলতে ভালোবাসে। কিন্তু বিষয়টা যখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শিকড়ে যায় তখন বাস্তবে যা ঘটে তা হল এই। গত বছরের শেষ দিকে, জার্মান পার্বলিসার্স কাউন্সিলের ডেপুটি চেয়ারম্যান তাঁর সংবাদপত্র, কলনিশ্চে রুণ্ডশাউ-এর জন্য এক সার্কুলারে নির্দেশ জারি করলেন যে ধর্মঘটী ইস্পাত শ্রমিকদের দাবি সম্পর্কে তাঁর সংবাদপত্রে কোন রিপোর্ট করা চলবে না। স্টার্ন পত্রিকার সম্পাদক মানফ্রেড বিসিঙ্গার, যার কমিউনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না, তাঁকে বরখাস্ত করা হল উন্নয়নশীল দেশে পশ্চিম জার্মানির পুঁজি রপ্তানি সম্পর্কে সমালোচনা করার জন্য।

বুর্জোয়া সংবাদপত্রে কোনো স্বাধীনতা যদি থেকেই থাকে, তবে তার উপযুক্ত বর্ণনা হলো জনমতকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গঠন করা। এ কারণেই জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচীতে বলা হয়েছে, এফ আর জি-র সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে সংবাদপত্রে সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তির সম-অধিকার থাকবে, জনমত শিল্পের বৃহৎ সংস্থাগুলো গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকবে।

আলোচনায় যোগদান করে ব্রুনো ফুর্চস বললেন, অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট

পার্টির পত্রিকা ভক্সস্টাইম-কে নিরবিচ্ছিন্ন যে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা হলো ছাপা শব্দগুলোর প্রভাব বৃদ্ধি করা এবং এর পাঠক সংখ্যা বাড়ানো। অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘদিন যাবৎ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বেতার এবং দূরদর্শনকে গণতান্ত্রিক করার সংগ্রাম চালিয়ে আসছে। বেতার এবং দূরদর্শনে সংবাদপত্র সমীক্ষায় অন্যদের পাশাপাশি কমিউনিস্ট সংবাদপত্রকে উদ্ধৃত করছে (এভাবে অস্ট্রিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান ফ্রান্জ মুহরির বিবৃতি উদ্ধৃত করা হয়েছে), কিন্তু প্রায়শই এটা পরিকল্পিতভাবে একপেশেভাবে করা হয়। কমিউনিস্টদের কখনও বেতারে বলার অনুমতি দেওয়া হয় নি। লোকজন অভিযোগ করতে থাকে: কেন কমিউনিস্টরা তাদের নিজেদের সম্পর্কে বলে না? ফলে, ইদানীং, সময়ে সময়ে কমিউনিস্টরাও টেলিভিসনের আলোচনায়, বিশেষ করে ওদের কর্তারা যখন আমাদের অসুবিধাজনক অবস্থানে ফেলতে চায়, অংশগ্রহণে আমন্ত্রিত হচ্ছে। যাইহোক আমাদের কমরেডরা সবসময়ে ভালোভাবেই তাঁদের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সিনেমা হলোকস্ট-এর ওপর দূরদর্শনে আলোচনার সময় প্রকৃত বিষয়টা অর্থাৎ ফ্যাসিবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদের উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে আমাদের শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছি। অবশ্য এই আলোচনার সংগঠকরা চেয়েছিলেন সমগ্র জিনিসটাকে ফ্যাসিবাদের বুর্জোয়া, নিছক মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় পর্যবসিত করতে। এই আমেরিকান ফিল্মটি পশ্চিম ইওরোপের অনেক দেশে দেখানো হয়েছে। এর বিষয়বস্তু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্তদের হাতে ইহুদীদের গণ-হত্যা। এতে নাৎসীবাদের অমানুষিক সত্তার এক সত্যনিষ্ঠ ছবি তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু ছবিতে ফ্যাসিবাদের ভুল ও বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা করা হয়েছে, কারণ লেখক নাৎসীবাদকে ইহুদী-বিদ্বেষ এবং বর্ণবৈষম্যবাদী হিসেবে চিত্রিত করেছেন এবং অন্যদিকগুলোকে অগ্রাহ্য করেছেন আর অ-ইহুদী জনগণের গণ-হত্যাকারী তৃতীয় রাইখ সম্পর্কে নীরব থেকেছেন।

ফুর্চ শ বললেন, বেতার এবং দূরদর্শনে অন্যান্য দলের সমান সময় কমিউনিস্টদেরও দিতে হবে, এই দাবি আমরা করে যাচ্ছি। প্রসঙ্গক্রমে অস্ট্রিয়াতে দীর্ঘদিন ধরে যে আলোচনা চলছে তার ভিত্তিতে গণ-প্রচার মাধ্যম, সম্পর্কে নতুন আইন হওয়ার কথা চলছে। ১৯২২ থেকে দেশে যে প্রেস আইন চালু আছে তা সংশোধনের জন্য একটি বিল আসছে। এই বিলটি অনেক

বিষয়ে উদার। কয়েকটি চরম ব্যবস্থার সংশোধন করার মানসে, বিলের রচয়িতারা উদ্দেশ্যমূলক পাবলিকেশনের শিকারদের ক্ষেত্রে আইনগত সুরক্ষার এবং একপেশে রিপোর্টের প্রকাশ্য ক্ষমা প্রার্থনার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রধান বিষয়টি যেমন, গণ-প্রচার মাধ্যমের মালিকের ঐ প্রচার মাধ্যম বিলি বন্দোবস্ত করার অধিকার সংশোধন করা হচ্ছে।

পিটার বয়চুক বললেন, পুঁজিবাদের অধীনে কমিউনিস্ট সংবাদপত্রগুলো বিশেষ করে শক্তিশালী গণ-প্রচার মাধ্যমের বিরুদ্ধে লড়াই করার তীব্র সমস্যার সম্মুখীন হয়। কমরেড ফুর্চশ বলেছেন যে শ্রোতাদের প্রভাবিত করার সব থেকে কার্যকরী পথের অনুসন্ধান করা এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আমি তার সঙ্গে একমত। আমাদের কার্যকলাপের ভিত্তি হলো পার্টি সংবাদপত্র সম্পর্কে লেনিনের পরিচিত দৃষ্টিভঙ্গি। আমারের পাঠকরা বুর্জোয়া সংবাদপত্র থেকে কি শিখবেন না আমরা সে বিষয়ে মনোযোগ দিই : পুঁজির বিরুদ্ধে, শান্তির জন্য এবং সামাজিক প্রগতি এবং সমাজতন্ত্রবাদের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম। এর মধ্যে থাকে বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা সম্পর্কে মূল্যায়ন এবং জবাব এবং পুঁজিবাদী প্রচার মাধ্যম কর্তৃক চেপে দেওয়া তথ্যমূলক বিষয়বস্তুর প্রকাশ।

বয়চুক বললেন, উল্লেখ করা যেতে পারে, কানাডায় আমাদের পার্টি আইনগত মর্যাদায় বৈধ হওয়া সত্ত্বেও বৃহৎ সংবাদপত্রে পার্টির অভিমত প্রকাশ করার ন্যায়সঙ্গত অধিকার সম্পর্কে অবিরত বৈষম্য করা হয়। একথা ঠিকই যে, ইদানীং কেবল রাজনৈতিক অভিযানের সময়েই বৃহৎ বুর্জোয়া সংবাদপত্র-গুলিতে আমাদের পার্টি নেতাদের বিবৃতির সংক্ষিপ্তসার প্রকাশের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছি। ফেডারেল পার্লামেন্টের নির্বাচনের প্রাক্কালে (এ বছরের এপ্রিল এবং মে মাসে) যাতে কমিউনিস্টরা অংশগ্রহণ করেছিল, আমাদের সাধারণ সম্পাদক উইলিয়াম কাশটান বহু বছরের মধ্যে এই প্রথম দুরদর্শনে হাজির হওয়ার সুযোগ পান। কিন্তু তাঁর বক্তৃতার জন্য সময় দেওয়া হয় মাত্র তিন মিনিট। ইতিমধ্যে তিনটি প্রধান বুর্জোয়া দলের নেতাদের আলোচনার জন্য সময় দেওয়া হয় তিন ঘণ্টা।

বয়চুক বলেন পুঁজিবাদী দেশে কমিউনিস্ট সংবাদপত্রগুলি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। বিষয়গত তথ্য দেওয়া ছাড়াও, প্রয়োজন হয় পার্টির নীতি

ব্যাখ্যা, শ্রমিক শ্রেণীর ওপর পুঁজির আক্রমণ প্রতিহত করা, দাঁতাতকে শক্তিশালী করার জন্য সংগ্রাম এবং বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কুৎসার মুখোস উন্মোচন করা।

অন্যান্য অংশকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কয়েকটি সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে আমাদের সংবাদপত্রগুলি মনোনিবেশ করার ফলে আমরা অনেক বেশি সাফল্য লাভ করছি। আমাদের কানাডিয়ান ট্রিবিউন-এর প্রায়শই বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ঐ সংস্করণগুলিতে নির্দিষ্ট শিল্প যেমন অটো, ইস্পাত, কনস্ট্রাকশন এবং অন্যান্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং ঐ সব শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের দেওয়া মালমশলার ভিত্তিতে লেখা থাকে। ঐ সব শিল্প-সংস্থায় নিয়মিত বিলি-বন্টনের ফলে আমাদের পত্রিকার পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, পার্টির প্রভাব বেড়েছে এবং এর প্রতিফলন ঘটছে বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলির আরও প্রগতিশীল এবং জঙ্গী অবস্থান গ্রহণের মধ্যে।

বার্ট রামেলসন বৃটিশ কমিউনিস্টদের পত্রিকা মর্নিংস্টার সম্পর্কে অনুরূপ তৎপরতা এবং প্রচারব্যবস্থার কথা বললেন। আর্থিক কারণে পত্রিকার আকৃতি যদি ছোট হয় তবে জনগণের বিভিন্ন স্তরের চাহিদা মেটাবে কি করে? উদাহরণ স্বরূপ মর্নিংস্টার নির্ধারিত দিনগুলিতে বিভিন্ন বর্গের পাঠকদের জন্য বিষয় পরিবেশন করে। এইভাবে মহিলাদের জন্য একটি নিয়মিত পাতা আছে, একটি পাতা আছে সংস্কৃতির সমস্যা নিয়ে এবং ছাত্র বিভাগ নিয়ে।

তাছাড়া, সম্পাদকরা আগে থেকে জনগণের বিভিন্ন পর্যায়ের আগ্রহ অনুযায়ী বিষয় স্থির করেন এবং যাঁদের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁদের কাছ থেকে বিশেষ অর্ডার সংগ্রহ করেন (যদিও, রামেলসন বললেন, সাংবাদিকরা ঐ বিষয়গুলি অন্য পাঠকদের মনোগ্রাহী করার চেষ্টাও করে থাকেন)। উদাহরণ স্বরূপ, যে সংখ্যাটির প্রধান বিষয় হবে ধর্মঘটের ওপর রিপোর্ট, সেই সংখ্যাটি পিকেটার এবং ধর্মঘটীদের মিটিংয়ের কাছে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

জি সি পি এবং সি পি-এর মত আমাদের পার্টির কর্মসূচীও গণ-প্রচার মাধ্যমের গণতন্ত্রীকরণ দাবি করে।

প্রথম দিন থেকেই মর্নিংস্টার ঘোষণা করেছে যে এটি কমিউনিস্ট পার্টির কার্যনির্বাহী কমিটির নীতির দ্বারা পরিচালিত হবে। তবে, পত্রিকাটির

মতাদর্শগত দায়িত্ব আরও ব্যাপক ; একে দেশের সমস্ত বামপন্থী শক্তিগুলির মঞ্চ হতে হয়েছে। ফলে এই পত্রিকায় অ-কমিউনিস্ট এবং অ-মার্কসবাদীদের যাঁরা অল্পবিস্তর বামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করেন, লেখা ও ছাপা হয়। সমস্ত দিক থেকে আমাদের পত্রিকা বৃটেনের একমাত্র দৈনিক যেখানে বামপন্থীরা সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রচারের সুযোগ পায়। এর লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে আছেন লেবার পার্টি নেতৃত্বের বামপন্থী সদস্যরা এবং ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ। আমাদের তাত্ত্বিক মাসিক মার্কসিজম টুডে এবং পত্রিকা কমেন্ট অ-মার্কসবাদী এবং অ-কমিউনিস্টদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে উৎসাহ দেয়।

এ ধরনের আলোচনার গুরুত্বটি ক্রুশ্চেভ ফুর্চ শ আরও বিশদ করেন। সি পি এ'র সংবাদপত্র, ঝাঁঝালো সমালোচনা এড়িয়ে চলতে এবং আলোচনা যাতে সম্মানজনকভাবে কমরেড সুলভ পরিবেশে চলে সেজন্য এক নমনীয় অথচ নীতিবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে। ফুর্চশ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, আমরা শত্রুদের শত্রুই বলি কিন্তু সমাজতন্ত্রী কর্মীদের শ্রেণী কমরেড হিসেবেই কথা বলি।

এমাইল হাবিবি বললেন আরবীয় ভাষায় ইসরাইলী কমিউনিস্টদের প্রধান সংবাদপত্র আল-ইত্তিহাদের প্রধান দায়িত্ব হল সাম্যবাদ-বিরোধিতার এবং সোভিয়েত-বিরোধিতার কঠিন জবাব দেওয়া। এই পত্রিকাটি ৩৫ বছর আগে ফ্যাসিবিরোধী, কমিউনিস্ট পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। আজও এ তাই আছে। আমাদের পার্টি, ইসরাইলী জনগণের এবং প্যালেস্টানীয় আরব জনগণের ভবিষ্যৎকে পৃথিবীর প্রথম বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে, সমাজতান্ত্রিক পরিবারভুক্ত দেশগুলির সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত করে। এটিই হল আমাদের সংকল্পবদ্ধ অবস্থান। এ কারণে আমাদের অঞ্চলে যেখানে সমস্যা খুবই তীব্র সোভিয়েত-বিরোধিতা প্রতিহত করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, সোভিয়েত-বিরোধীতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এমন একটা বিষয় যা আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিদ্যমানতার জন্যই প্রয়োজন। এ কারণেই আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে মাওবাদকে প্রত্যাখ্যান করি এবং ইওরো-কমিউনিজমের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন করি।

আমাদের পত্রিকা প্রকাশে কি অসুবিধে হয়? হয় নিশ্চয়ই। আল-ইত্তিহাদ একটা ক্ষুদ্র পত্রিকা। সেকেলে যন্ত্রপাতি দিয়ে এ ছাপা হয়।

তাছাড়া দক্ষ সাংবাদিকেরও অভাব। কাগজের ক্ষুদ্র আয়তনের জন্য আমরা বেশি বিজ্ঞাপন বা ঘোষণাপত্র পাই না। ইসরাইল অধিকৃত আরব অঞ্চলে আমাদের পত্রিকার প্রচার আইনত নিষিদ্ধ (যারা এ কাজ করতে গেছেন কর্তৃপক্ষ বারংবার তাঁদের গ্রেপ্তার করেছে)। দমননীতি সত্ত্বেও, অধিকৃত অঞ্চলের শত শত পাঠকদের হাতে আমাদের পত্রিকাটি পৌঁছোয়, এবং প্রায়শই আরব গ্রামগুলিতে এইটিই একমাত্র পত্রিকা যা তাদের হাতে পৌঁছয়। সংবাদ এবং প্রচারের ক্ষেত্রে সবার আগে বলতে পারাটাই গুরুত্বপূর্ণ। বুর্জোয়া সরকার আমাদের সমালোচনায় সচল হতে বাধ্য হয় এবং তাদের পত্রিকা এবং পার্লামেন্টের মধ্যে কিছু না কিছু বলতে বাধ্য হয়, তা সে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে হোক।

পুঁজিবাদী দেশে কর্মরত কমিউনিস্ট সাংবাদিকদের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক দেশের সংবাদপত্রগুলির অভিজ্ঞতা, যাদের হাতে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী এবং সমাজ বিকাশের অর্থাৎ মার্কসবাদ-লেনিনবাদী তত্ত্বের বিশ্লেষণের শক্তিশালী হাতিয়ার আছে, সম্পর্কে বাড়িয়ে কিছু বলা অসম্ভব। ওরাই হল আমাদের সম্পদ। অথচ ইসরালী বুর্জোয়া পত্র-পত্রিকার কাছে, নিউ ইয়র্ক টাইমসের মত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রের অভিমতই হল চূড়ান্ত সত্য। আমরা মনে করি সমাজতান্ত্রিক দেশের সংবাদপত্রের পাতাতেই প্রকৃত রিপোর্ট পাওয়া যাবে।

এসপ পাহাদ আফ্রিকেয় দেশগুলিতে প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকার সমস্যার ওপর আলোচনা করেন। তিনি বললেন অন্য কমরেডরা যে-সব অসুবিধের কথা উল্লেখ করেছেন তা আফ্রিকার ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি হয়ে আছে, কারণ সাম্রাজ্যবাদী সংবাদ সংস্থাগুলির ওপর ভীষণ নির্ভরতা, বলা বাহুল্য সংবাদ সংগ্রহে একচেটিয়াত্ব এদের। আফ্রিকেয়রা নয় ওরাই মহাদেশটির ঘটনাবলী সম্পর্কে রিপোর্ট করে। পশ্চিমের বুর্জোয়া সাংবাদিকরা যারা আফ্রিকার পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট করেন, তারা স্বাধীন আফ্রিকেয় দেশগুলির উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তনগুলি উপেক্ষা করেই তাজা খবরের পেছনে দৌড়য়। স্মরণ করা যায় যে এর ফলেই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং গণ-প্রচার মাধ্যম সম্পর্কে ইউনেস্কোর ঐতিহাসিক ঘোষণার কারণ হয়।*

* ইউনেস্কোর ২০তম সাধারণ সম্মেলনে ১৯৭৮-এর নভেম্বর-এ প্যারিসে

অন্যান্য ব্যবস্থার সঙ্গে ওরা জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির সংবাদ সংস্থা গঠন করে যেখানে বর্তমানে ৬০টি সংবাদ সংস্থা যুক্ত হয়েছে।*

সংবাদের ক্ষেত্রে প্রগতিমূলক পরিবর্তনগুলি সামাজিক ব্যবস্থায় প্রগতি-মূলক পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল। আফ্রিকার বৈপ্লবিক সংবাদপত্রের কি রকম বিকাশ ঘটছে তা বোঝার জন্য ইথিওপিয়ার উদাহরণ ধরা যাক্। আমি ইথিওপিয়ান হেরাল্ড সম্পর্কে ভালভাবেই জানি। পুরানো আমলে পত্রিকাটি সম্রাটকে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের নীতি সমর্থন করত। ১৯৭৮-এ আমি যখন ইথিওপিয়ায় যাই তখন দেখি যে পত্রিকাটির বিষয় এবং সাজসজ্জায় সম্পূর্ণ-পরিবর্তন ঘটে গেছে। প্রবন্ধ এবং মন্তব্যগুলি পড়ে দেখলাম সমস্যার প্রতি লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের ভাষা, ঘটনাবলীর মূল্যায়নের কায়দা এবং পর্যায়ভুক্ত করা প্রভৃতি ঘটছে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতির প্রভাবে। আঙ্গোলা এবং মোজাম্বিকের সংবাদপত্রেও প্রগতিশীলের পরি-বর্তন ঘটছে।

আমার নিজের দেশ প্রিটোরিয়াতে শাসকবর্গের দমন-পীড়ন সত্ত্বেও আর এ এস এ গোপন কমিউনিস্ট পত্র পত্রিকার মুখ বন্ধ করা যায় নি। অতি সম্প্রতি এক রিপোর্ট হল: সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে, জোহানস্‌বার্গের দেশপ্রেমিকরা দক্ষিন আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের এবং শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের নেতা ডঃ ইউসুফ দাদুর ৭০তম জন্মদিনে প্রকাশ্য দিবালোকে হাজার হাজার প্রচার পত্র বিলি করেন।**

ফেলিক্স ভিক্সন বললেন অধিকাংশ লাতিন আমেরিকার দেশ সাম্রাজ্যবাদী

গৃহীত হয় এবং সরকারিভাবে এর শিরোনাম হল শান্তি এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া শক্তিশালী করার জন্য, মানবিক অধিকারকে উৎসাহিত করা এবং বর্ণবৈষম্যবাদ, জাতিদ্বেষ এবং যুদ্ধের উস্কানীর বিরোধিতার জন্য গণ-প্রচার মাধ্যমের কর্তব্য প্রসঙ্গে বুনিয়াদী নীতি প্রসঙ্গে ঘোষণাপত্র।

* সংবাদের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির হাত থেকে স্বাধীনতার দিকে অগ্রগমনের অভিব্যক্তি ঘটে ১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বরে ভিয়েতনাম ১৩টি ওপেক দেশের সম্মেলনের নিজস্ব সংবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের ফলে।

** আর এ এস এ গোপন কমিউনিস্ট সংবাদপত্র সম্পর্কে ডব্লিউ এম আর, অক্টোবর-এ ১৯৭৯ দেখুন।

শক্তিবর্গ বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ওপর অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে গভীরভাবে নির্ভরশীল। এই অঞ্চলে, সাম্রাজ্যবাদ অতি সক্রিয় প্রচার তৎপরতা চালিয়েছে (সম্প্রতি মাওবাদীদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের মতাদর্শগত ক্রিয়াকলাপ চালিয়েছে হাতে হাত দিয়ে)। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের জনগণের সংস্কৃতিকে বিজাতীয় করার প্রয়াস এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিকে পুঁজিবাদী দুনিয়ার পরিধির মধ্যে টেনে নেওয়া বিশেষ ক্ষতিকর।

পানামার কমিউনিস্টরা এক ব্যাপক ফ্রন্টের জন্য মতাদর্শগত সংগ্রামে ব্যস্ত। এখানে কয়েকটি নীতির উল্লেখ করা হল: অবিরাম সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকীকরণের বিরুদ্ধে বিশেষ করে পানামা খাল অঞ্চলে, সংবাদপত্র এবং শিল্পে সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রনের বিরুদ্ধে, যাজকীয় ধর্মান্ধতার এবং সিয়া বেতার কেন্দ্রের অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে। এটা আদৌ সহজ সংগ্রাম নয়। তবু আমরা কিছু পরিমাণে সফল হয়েছি। ১৯৪০ এবং ১৯৫০ এর দশকে, আমরা গোপনে **এল চলো**, **এল মাজো** এবং **এল পাত্রিয়োতা** সংবাদপত্র ছোট ছাপাখানায় প্রকাশ করেছি এবং ওগুলি গণপ্রচারকের দায়িত্ব পালন করেছে। বর্তমানে, পানামার পিপলস্ পার্টির বৈধ সংবাদপত্র **ইউনিদাদ** প্রকাশিত হয় এবং **ক্রিটিসিয়া** সংবাদপত্রে লেখা দেওয়ার সুযোগ আমাদের আছে। আমাদের পার্টির সংবাদপত্রে জাতীয়-মুক্তি প্রক্রিয়া গভীরতর হওয়ার পক্ষে প্রচার করি, যা পরবর্তী কয়েক বছরে পানামায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পূর্ণ করার পথে চালিত করবে।

বিগত কয়েক বছরে দেশের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলে আমরা অনেক জনপ্রিয় বেতার বুলেটিনে স্থান লাভ করেছি এবং কেবল রাজধানীতেই নয় পানামার অন্যান্য প্রদেশেও। রাষ্ট্রের বেতার কেন্দ্র **রেডিও লিবারেটেড্ ডি পানামা**—যেখান থেকে বর্তমান সরকারের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নীতি প্রচার করা হয়, সেখানেও আমাদের বলার সুযোগ ঘটে। **রেডিও হাভানা কিউবা** বেতার কেন্দ্রটি হল কমিউনিস্টদের প্রচার চালানোর একটি উল্লেখ-যোগ্য কেন্দ্র; এখান থেকে গত কুড়ি বছর ধরে লাতিন আমেরিকার অনেক চিন্তার রূপান্তর ঘটানোর জন্য প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হয়েছে।

যাইহোক, আমাদের দেশ এখনও "একচেটিয়া সংবাদ সংস্থার" ওপর নির্ভরশীল; প্রধানত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদ সংস্থা এ পি এবং ইউ পি আই এর ওপর। ইউনেস্কোর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি সম্পন্ন নতুন এবং একটা ন্যায়সঙ্গত সংবাদ ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহায়তা ছাড়া প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব। প্রসঙ্গক্রমে, যে-সব সমাজতান্ত্রিক দেশ লাতিন আমেরিকার উদ্দেশ্যে বেতার প্রচার করে তারা স্পানিশ ভাষায় প্রচার মাত্রা বৃদ্ধি করলে আমাদের পার্টিগুলির যথেষ্ট সাহায্য হয়। তবে এটা স্পষ্ট যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সংবাদ বিনিময় সদর্থক হতে পারে না যদি আমাদের পার্টির নিজস্ব গণ-প্রচার মাধ্যম না থাকে। আমরা বুঝি যে পানামার জনগণের কথা সমগ্র বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়তে পারে যদি আমাদের জনগণ গণ-প্রচার মাধ্যমের কর্তা হয় এবং আমরা এই উদ্দেশ্যেই কাজ করে যাচ্ছি।

এসপ পাহাড মন্তব্য করলেন যে সাংবাদিকদের রাউণ্ড-টেবিলের মত বিনিময় যা প্রকাশিত হয়েছে এবং এখানে কমরেডরা যা বলেছেন তার থেকে বোঝা যায় যে প্রত্যেকটি পার্টি তার নিজস্ব নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার আলোকে, যে অবস্থায় তাকে কাজ করতে হয় সেখানের সম্ভাবনা এবং পরিস্থিতি, মতাদর্শগত প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা **ইউনিতা, লা হিউমানাইট, ভকসটাইম উমসেরি জিয়েট, কানাডিয়ান ট্রিবিউন** এবং **আল-ইত্তিহাদ**-এর মত সংবাদপত্রগুলি বৈধভাবে প্রকাশ করা এবং বিলি করা হয়। আর এ এস-এর কমিউনিস্ট পত্র-পত্রিকা এবং অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকে যেখানে গোপনে কাজ করতে হয় তারা খুবই অসুবিধের মধ্যে কাজ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পাহাড সুদিমানকে তাঁর দেশে কমিউনিস্ট সংবাদপত্রের কথা বলতে বলেন।

এস সুদিমান বলেন ১৯৬৫ থেকে ইন্দোনেশিয়া এক প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক শাসনের আওতায়। সেদিন থেকেই কমিউনিস্ট সংবাদপত্র নিষিদ্ধ। এখনও পর্যন্ত একটা নিয়মিত সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা করে উঠতে পারি নি। একথা ঠিকই ১৯৫৭ সাল থেকে পার্টির মধ্যে একটা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী গোষ্ঠী ইস্তাহার প্রকাশ করতে শুরু করে এবং সেই সঙ্গে গোপনে একটি মাসিক পত্রিকা **টেকাদ রাকিয়াত** (জনগণের সংকল্প)

প্রকাশ করে। এটি জাভা দ্বীপের সি পি আই সংগঠনে প্রচার করা হয়। উপরন্তু, আমরা কমিউনিস্টদের এবং সমর্থকদের লেনিনের রচনাবলী সমন্বিত পকেট আকৃতি পুস্তিকাও প্রকাশ করি, তবে দুঃখের কথা এর সংখ্যা সীমাবদ্ধ।

আমাদের প্রকাশনাগুলি পুলিসের রিপোর্ট থেকেই পাঠকদের কাছে পৌঁছয়। পুলিস প্রায়ই শ্রমিক ও ছাত্রদের তল্লাসীর সময় তাদের পকেট থেকে পেয়ে যায়। এগুলি বিদেশে ছাপা হয়। আমাদের গুপ্ত প্রেসের প্রধান কাজই হল বর্তমান শাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা, সাম্রাজ্যবাদ এবং সব ধরনের সুবিধাবাদকে লড়াই করা, বিশেষ করে মাওবাদকে। এ কাজ করা হয় আন্তর্জাতিক সংহতিকে শক্তিশালী করার জন্য এবং বিদ্যমান সমাজতন্ত্র সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সত্যকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

মত বিনিময়কে একত্রিত করে কমিউনিস্ট প্রেস, সমীক্ষা, গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কিত কমিশনের চেয়ার্ম্যান ভি, ক্লিমজাক, আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান। তিনি উল্লেখ করেন, আলোচ্য বিষয়ের সমস্ত দিকের বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়, কিন্তু রাউণ্ড-টেবিল এবং কমিশনের আলোচনায় কমিউনিস্ট প্রেসগুলির চলতি ব্যবহারিক কার্যকলাপ থেকে অনেক মূল্যবান ধারণা পাওয়া গেছে। কমরেডরা কমিউনিস্ট প্রকাশনার ক্ষেত্রে সাধারণ সমস্যাগুলির কেবল বিশেষ ধরনটির আলোচনা করেন নি, পরন্তু বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির নির্দিষ্ট কাজেরও আলোচনা করেছেন। পত্রিকাটির পক্ষে গণতান্ত্রিক এবং বৈপ্লবিক রূপান্তর এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে কমিউনিস্ট প্রেস এবং অন্যান্য গণ-প্রচার মাধ্যম সম্পর্কে নিরবিচ্ছিন্ন মনোযোগ অব্যাহত রাখা যথোচিত কর্তব্য বলে গণ্য করা হচ্ছে।

অগাস্টিনহো নেটোর স্মরণে

আন্তর্জাতিক বিপ্লবী আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আঙ্গোলা গণ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট, এম পি এল এ শ্রমজীবী পার্টির চেয়ারম্যান এবং আফ্রিকার বিশিষ্ট রাষ্ট্রনীতিবিদ ও রাজনৈতিক নেতা কমরেড অগাসটিনহো নেটোর অকালমৃত্যু হয়েছে।

আফ্রিকা মহাদেশের ভূতপূর্ব পর্তুগীজ-অধিকৃত ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলির প্রথমসারিতে আঙ্গোলার জনগণ যে উৎসর্গিত মুক্তিসংগ্রাম চালিয়েছিল, তার ইতিহাসে অগাস্টিনহো নেটো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন ঔপনিবেশিকতা বিরোধী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এবং এর অব্যবহিত পরে তিনি আঙ্গোলার মুক্তির জন্যে জনগণের আন্দোলন বা এম পি এল এ নামক সংগঠনের স্থাপয়িতা হন। এই 'এমপিএল'এই তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তির উদ্দেশ্যে আঙ্গোলার দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহকে একত্রিত করে।

স্বাধীন গণপ্রজাতান্ত্রিক আঙ্গোলার প্রতিষ্ঠার পরে অগাস্টিনহো নেটো এই রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদে বৃত হন। তাঁর নেতৃত্বে এই নবীন প্রজাতন্ত্র প্রগতিশীল সামাজিক অর্থনৈতিক রূপান্তরের পথে এগিয়ে চলে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭৭ সালের এম পি এল এ'র কংগ্রেসে অগাস্টিনহো নেটো আঙ্গোলার শ্রমজীবী জনগণের অগ্রগামী পার্টি হিসেবে 'এম পি এল এ শ্রমজীবী পার্টি'র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। এই পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছে।

অগাস্টিনহো নেটো সকল জাতির শান্তি এবং বন্ধুত্বের সংগ্রামীদের পুরোভাগে অবস্থান করছিলেন। তিনি বিশ্ব শান্তি পরিষদের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। তাঁকে "জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি জোরদার করার জন্যে আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কার দেয়া হয়েছিল। তাঁর প্রগতিমুখী রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তা তাঁর কবিতাবলীতেও প্রকাশ পেয়েছে। সারা বিশ্ব তাঁর কবিতাকে জানে।

অগাস্টিনহো নেটো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগ্য মর্যাদা এবং আন্তরিক

সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি দৃঢ়তা এবং সুসঙ্গতির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে চলছিলেন এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সারবস্তুর পক্ষে বক্তব্য রাখছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী আঙ্গোলা বর্ণ-বৈষম্যবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণাংশের সমস্ত মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছে।

কমরেড অগাস্টিনহো নেটোর উজ্জ্বল স্মৃতি কমিউনিস্টদের কাছে এবং যারাই শান্তি ও সামাজিক প্রগতির আদর্শসমূহের পরিপোষক তাঁদের সকলের কাছে চির অম্লান থাকবে।

জোট-নিরপেক্ষ ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলনে ফিদেল কাস্ত্রোর ভাষণ

সম্মানিত রাষ্ট্রপ্রধানগণ,
অতিথিবৃন্দ,
কমরেডস্,

আমি আপনাদের অনুমতি নিয়ে এই মেহনতী সভার প্রথম মুহূর্তগুলি আমাদের অতি প্রিয় বন্ধু যাঁকে আমারা সবাই শ্রদ্ধা করি, যিনি তাঁর দেশের মুক্তি ও বিপ্লবের অবিসংবাদী নেতা, যিনি ১৯৭৩ সালে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের চতুর্থ অধিবেশন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে এই আন্দোলনের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বাড়িয়েছিলেন সেই বীর যোদ্ধা আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হোয়ারী বুমেদীনের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তিনি আজ আমাদের মধ্যে এই আন্দোলনের অংশীদাররূপে উপস্থিত নেই, আসুন আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে এক মিনিট নীরবতা পালন করি।

মাননীয় সভাপতি, য়ুনিয়াস জয়বর্ধনে, আমাদের এই বিশাল আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আপনার সদা সর্বদা উৎকণ্ঠা, আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন মতের দেশের সমাবেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আকাঙ্ক্ষা, এবং বিভিন্ন দুর্বিপাকের মধ্যে গত তিন বছর ধরে যে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে আপনি এর কর্ণধার রূপে চালিয়ে এসেছেন, আমি তার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানাচ্ছি। একাজ কোনো সময়েই সহজসাধ্য ছিল না। কলম্বো সম্মেলন আপনাদের দেশের উপর যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করেছিল আপনাদের মত ছোট দেশ সময়ের ব্যবধান ও অর্থনৈতিক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত সুন্দরভাবে ও সসম্মানে আপনারা সে দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমাদের দেশে আপনারা সবাই উপস্থিত হয়ে ধন্য করেছেন তার জন্য

আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আপনারা আমার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন এবং গ্রহণ করুন আমার দেশবাসীর অভিবাদন।

আমাদের এই শক্তিশালী আন্দোলনের অংশীদাররূপে ইরান ও পাকিস্তানকে ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন জানাই। ইরান এসেছে শাহকে পদচ্যুত করে, আর পাকিস্তান এসেছে আগ্রাসী প্রতিক্রিয়াশীল সেন্টো যুদ্ধ-চক্রকে ভেঙে দিয়ে আমাদের সভ্যরূপে। সুরিনাম, বলিভিয়া, ছোট কিন্তু সাহসী গ্রেনাডা ও অজেয় নিকারাগুয়া সবাই আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন, নিকারাগুয়ার বীর প্রাণবন্ত সৈনিকেরা, যারা সান্ডিনোর মাতৃ-ভূমিকে মুক্ত করেছে ও আমেরিকা মহাদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে তারাও আজ আমাদের মধ্যে।

নতুন বৈপ্লবিক ইথিওপিয়া ও আফগানিস্তান এখন আমাদের সঙ্গে; জিম্বাবুয়ের দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের পুরো সভ্য। আমাদের পরিবার ক্রমশই বাড়ছে এবং বহু আকাঙ্ক্ষিত গুণগত পরিবর্তন ঘটে চলেছে।

ফিলিপাইন, সেন্ট লুসিয়া ডোমিনিকান সাধারণতন্ত্র, কোস্টারিকা এসেছে দর্শকরূপে। আমাদের অনেক মাননীয় অতিথি এখানে উপস্থিত আছেন। স্পেন পাঠিয়েছে একটি ডেলিগেশন। আমাদের তাতে আশা হচ্ছে সারা পৃথিবীর জনসাধারণের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী সম্পর্ক অদূর ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে। অতি যত্নের সঙ্গে স্পেন আগ্রাসী যুদ্ধ-চক্র নাটোকে এড়িয়ে চলেছে অন্যথায় আমেরিকার এই অংশের সঙ্গে তার ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও রক্তের সম্পর্ক ব্যাহত হত। নষ্ট হত বহু সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ। সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পর্ক-মুক্ত এইরূপ শিল্প-সমৃদ্ধ পশ্চিমী দেশ-গুলির বন্ধুত্ব আমরাও চাই।

চুরানব্বইটি রাষ্ট্র ও মুক্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এই ষষ্ঠ জোট-নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করছেন। সুতরাং জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সর্ববৃহৎ সম্মেলন হিসাবে হাভানা সম্মেলনকে ভূষিত করা চলে। এর জন্য আমাদের মত ক্ষুদ্র দেশের কৃতিত্ব না থাকতে পারে কিন্তু এই ঘটনা অবশ্যই প্রমাণ করছে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাণশক্তি ও খ্যাতি।

হাভানা শীর্ষ সম্মেলন ব্যর্থ করবার সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা অকিঞ্চিৎকর

প্রমাণিত হয়েছে। সর্বপ্রকার চাল, কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও কুচক্রীদের কুটিল চক্রান্তে এই সম্মেলন যাতে এই দেশে অনুষ্ঠিত না হতে পারে তা-ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীরা এবং তাদের পুরোনো ও নতুন সাঙাতেরা, এই ক্ষেত্রে আমি চীনের কথা বলছি, তারা চান নি এই সম্মেলন কিউবাতে অনুষ্ঠিত হয়।

তারা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। প্রচার করেছেন কিউবা এই সম্মেলনকে সোভিয়েতের বশংবদ রূপে পর্যবসিত করবে। আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি কিউবা যে খসড়া ঘোষণা তৈরি করেছিল তার একখানা প্রতিলিপি মার্কিন সরকার হস্তগত করেছিলেন এবং তার সংশোধনের জন্য কূটনৈতিক পর্যায়ে সচেষ্ট ছিলেন। আমাদের কাছে এর যথার্থ প্রমাণ আছে।

আমরা মনে করি খসড়া ঘোষণা-পত্র ভালোই হয়েছিল। কিন্তু তাকে আরও পরিপূর্ণরূপে উন্নত করবার অবকাশ ছিল। আমরা সেই উদ্দেশ্যে সম্মেলনের পূর্বে যা অন্যান্যবার করা হয় নি, খসড়া ঘোষণা পাঠিয়েছিলাম সভ্যদের নিকট, তাদের বক্তব্য দিয়ে একে দুর্বল না করে আরও অর্থবহ ও শক্তিশালী করবার জন্য। আমরা অবাক হয়েছি এই ভেবে আমেরিকা কি করে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের ঘোষণার রচনায় অংশীদার হল?

কিউবা সেই দেশ নয় যে সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি বিভিন্ন মত পোষণ করে। কিউবা সব সময়েই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে রেখে এসেছে। এখনকার সব ন্যায্য আন্দোলনকেই সে সমর্থন করেছে। সে তার মতবাদকে রাজনৈতিক সমর্থন করতে দ্বিধা করে নি। গত কুড়ি বছর ধরে পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসী মনোভাবের বা অবরোধ প্রচেষ্টার প্রতিরোধে ক্ষান্ত দেয় নি, যদিও কিউবা সেই দেশের নব্বই মাইলের মধ্যে সার্থক রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব সংগঠিত করেছে।

এ কথা আজ সর্বজনবিদিত এবং আমেরিকায় সরকারিভাবে প্রকাশিত যে ও-দেশের শাসকমণ্ডলী কিউবার নেতাদের হত্যা করবার জন্য বছরের পর বছর ধরে চেষ্টা করে চলেছে। এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে আধুনিকতম অস্ত্র প্রয়োগে তারা কসুর করে নি, আমেরিকার সিনেট এই ষড়যন্ত্রের অনুসন্ধান করে তাদের

রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। তৎসত্ত্বেও মার্কিন সরকার এই নিন্দনীয় দুষ্কর্মের জন্য কোনো অনুশোচনা প্রকাশ করে নি।

একটা দেশের লোক কতটা বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ, যাদের ঘুষ, অর্থ বা ভয় দেখিয়ে নোয়ানো যায় না—তার পরিমাপ করবার যন্ত্র হচ্ছে সেই দেশের প্রতি সাম্রাজ্যবাদীদের নগ্ন চক্রান্ত ও শত্রুতার পরিধি।

আমাদের বৈদেশিক সম্পর্ক মিষ্টি কথার মালা নয়, আমাদের কর্মকাণ্ড হচ্ছে তার প্রকৃত মাধ্যম। আঠাশটি দেশে আমাদের দেশের কৃৎ-কুশলীরা সাহায্য করেছেন। আমাদের অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও এই সব দেশ অর্থনৈতিক দিক থেকে সচ্ছল নয় বলে আমরা তাদের অবৈতনিকভাবে সাহায্য করছি। জাতি সংঘের বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থায় যত ডাক্তার কাজ করেন তার দ্বিগুণ সংখ্যক আমাদের ডাক্তার বিভিন্ন দেশের জনসেবায় নিযুক্ত আছেন। আমাদের দেশের আদর্শ স্থানীয় যুবকেরা অন্য দেশের মুক্তি আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে কিউবা থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে আত্মাহুতি দিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে বন্ধু দেশের সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে সেই দেশের জনসাধারণের সঙ্গে আমাদের দেশের ছেলেরা জীবন দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষীদের পররাজ্য-লোভী আক্রমণ প্রতিহত করতে আমাদের ছেলেরাও জীবনদান করেছে, বিপ্লবী চেতনায় কতদূর উদ্বুদ্ধ হলে, বিশ্বভ্রাতৃত্বে কতখানি বিশ্বাস থাকলে এইরূপ নিখাদ সোনার গুণসম্পন্ন অসামান্য আত্মউৎসর্গকারী থাকলে ছেলেদের পাওয়া যায়।

কিউবার বিরুদ্ধে অভিযোগ কি? সে সমাজতন্ত্রী দেশ? হ্যাঁ, কিউবা সমাজতন্ত্রী কিন্তু জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ভিতরে বা বাইরে কোন দেশের উপর সে তার মতবাদ চাপিয়ে দেয় না। কিউবা সমাজতন্ত্রী বলে লজ্জিত নয়। হ্যাঁ, আমরা আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী-বিপ্লবী কিন্তু আমরা আমাদের এই নীতি অন্য কোন দেশের উপর চাপিয়ে দিতে চাই না।

আবার কেউ কেউ সেই অভিযোগ করেন, আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধুত্বে আবদ্ধ। হ্যাঁ, আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বন্ধু। সোভিয়েত ইউনিয়নের দরাজ সমর্থন

আমাদের বেঁচে থাকবার সামর্থ্য যুগিয়েছে বলে আমরা ও দেশের জনসাধারণের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমাদের জাতীয় জীবনের সেই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে যখন পৃথিবীর বুক থেকে আমাদের মুছে ফেলবার চেষ্টা হচ্ছে, শুধুমাত্র সোভিয়েতের অকুণ্ঠ সমর্থন আমাদের বাঁচিয়েছিল। কোনো জাতির অকৃতজ্ঞ হবার কোনো অধিকার নেই। আমরা অক্টোবর বিপ্লবের কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ মানব ইতিহাসে নতুন যুগের আলোক এই বিপ্লবই প্রথম প্রস্ফুটিত করেছিল, এই বিপ্লবই করেছিল ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত এবং পৃথিবীতে সৃষ্টি করল এমন একটি পরিস্থিতি যার দরুন দেশে দেশে জনসাধারণের আত্মাহুতি ঘৃণ্য উপনিবেশবাদকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিল। একথা অস্বীকার করা আমাদের পক্ষে ইতিহাসকেই অস্বীকার করার শামিল।

শুধু কিউবা নয়, ভিয়েতনাম, আক্রান্ত আরব দেশগুলি, পর্তুগীজদের উপনিবেশের অসংখ্য জনসাধারণ, পৃথিবীর দিকে বহু দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলনগুলি এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন যা মরণপণ সমরে লিপ্ত শোষণের বর্ণবিদ্বেষীদের বিরুদ্ধে, ধর্মান্ধ ইহুদীদের বিরুদ্ধে, তারা যেখানেই থাকুন—দক্ষিণ আফ্রিকায়, নামিবিয়ায়, জিম্বাবুয়ে, প্যালেস্টাইনে সবাই সাম্যবাদী শক্তিগোষ্ঠীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ। আমি অবাক হয়ে ভাবি পৃথিবীর কোন একটি দেশে, কোন একটি জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে আমেরিকা বা নাটো শক্তি জোটের কোন একটি দেশ কিছুমাত্র সাহায্য করে নি। প্রকৃত-পক্ষে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যদি এই পৃথিবীতে সাম্যবাদী দেশগুলির কোন প্রভাব ও প্রতিপত্তি না থাকত তাহলে সাম্রাজ্যবাদ আবার অর্থনৈতিক নিষ্পেষণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ও কাঁচামালের খোঁজে পৃথিবীকে ভাগবাটোয়ারা করে নিত। পূর্বেও তারা এ কাজ করেছে। আবারও তারা একাজ করবার চেষ্টায় ভয় দেখাচ্ছে এবং তেল রপ্তানিকারী দেশগুলিতে ভয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিশেষ হস্তক্ষেপকারী সৈন্য জমায়েত করেছে। একটি দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—আমেরিকা এককভাবে ঠিক করেছে এখন থেকে উপকূলবর্তী সমুদ্রের তিন মাইল পর্যন্ত সেই দেশের সামুদ্রিক সীমানা এ-নীতি আর তারা মানেন না।

জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সভ্য হওয়ার অর্থ যদি হয় আমাদের

গভীরতম চিন্তাধারা ও বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা, তাহলে আমার মনে হয় আমার বা আপনাদের মধ্যে কোনো লোকেরই এই আন্দোলনে শামিল না হওয়া উচিত। বিপ্লবীদের ভীরু হওয়া সাজে না।

কেউ কেউ আছেন যাঁরা সুবিধাবাদের কৌশলকে আয়ত্ত করেছেন। কিউবার বিপ্লবীরা কোনো দিনই সুবিধাবাদী ছিলেন না বা হবেন না। জানি, প্রয়োজনে বা কোনো সম্মানজনক রাজনৈতিক মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে কেমন করে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়, আমরা যা কাল বলেছি তাকে আজ পরিত্যাগ করতে রাজি নই বা আজ এক কথা বলবো আগামী কাল ভিন্ন রকম কাজ করব।

আমরা দৃঢ়ভাবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, উপনিবেশ ও নয়া-উপনিবেশবাদ-বিরোধী, বর্ণবিদ্বেষবাদ, ফ্যাসিবাদ ও, জঙ্গী ইহুদীবাদ সম্পর্কীয় মতবাদের বিরোধী, কারণ আমাদের চিন্তাধারায় এদের কোনো স্থান নেই। আমাদের মতে এ সবই হল জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলসূত্র। এই আন্দোলনের প্রথম দিন থেকে এই নীতির হল এর জীবন ও ইতিহাস। এই মূল-সূত্রগুলিই হল আমাদের জনসাধারণের, যাদের প্রতিভূ হয়ে আমরা এই সম্মেলনে এসেছি তাদের প্রাণ-স্বরূপ।

আমাদের আন্দোলনে এমন কোন দেশ আছে যার পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে স্বাধীন ছিলেন? এখানে এমন কোন সভ্য কি আছেন যাঁরা উপনিবেশবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদ, ফ্যাসিবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, দারিদ্র্য, অবমাননা, নিরক্ষরতা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের অভিজ্ঞতা নেই? আমাদের মধ্যে এমন কোন দেশ আছে যারা কৃৎকুশলীগত পশ্চাৎ-পদতার জন্য, জীবনধারণের নিম্নমানের জন্য, বাণিজ্যিক বৈষম্যের জন্য, অর্থনৈতিক নিষ্পেষণ ও মুদ্রাস্ফীতির দরুন নিদারুণ দুর্ভোগ ভুগছেন না? অথচ এসবই ঔপনিবেশিক শোষণের ফল, এর জন্য দায়ী দখলদারী সাম্রাজ্যবাদীরা।

জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল সূত্রগুলি রক্ষার্থে কিউবা সবসময়েই থাকবে প্রথম সারিতে। স্বাধীনতা বিশ্ব-সৌভ্রাতৃত্ব ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন গঠনমূলক কাজ, যাতে বিশ্ব পরিস্থিতির উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে, কিউবার জনসাধারণ থাকবে তার জন্য সদা সচেষ্ট ও সোচ্চার।

আমার বিশ্বাস, যদি আপনারা মনে করতেন জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনে কিউবার নিজস্ব কোনো ভূমিকা নেই, তার নিজস্ব কোনো স্বাধীন সত্তা নেই, আন্দোলনের প্রতি তার আনুগত্য ও সততার পরিপূর্ণ প্রকাশ নেই তা হলে নিশ্চয়ই ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে কিউবার জনসাধারণ আপনাদের সহৃদয় সমর্থন ও বিশ্বাস, অকুণ্ঠ স্নেহ ও আগ্রহ পেত না।

আমাদের সমগ্র বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে কেউ কোনোদিন উপদেশ দেন নি কি করতে হবে। কেউ কোন দিন জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন সম্পর্কে বলেন নি, আমাদের কর্তব্য কি। কেউ কোনো দিন উপদেশ দেন নি কি-ভাবে, কখন আমাদের বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে। অন্যদিকে আমরা দেখেছি বিপ্লবী আন্দোলনই তার নিজস্ব পথ তৈরি করেছে, কি করতে হবে ঠিক করেছে।

আমরা অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছি যাতে বৈষয়িক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন এমনভাবে রূপান্তরিত হয় যাতে আমাদের আন্দোলন সার্থক হতে পারে। আমরা সর্বদাই সভ্যদের অধিকারকে মর্যাদা দিয়েছি এবং আগামী দিনেও দেবো। আমরা আমাদের কাজ ঐকান্তিকভাবে করে চলেছি এবং আগামী দিনেও করবো। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সব সময়ে এক না-ও হতে পারে। এই সম্মেলনে আমাদের অনেক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন কিন্তু তাঁদের অনেকের আমাদের সঙ্গে মতের মিল আছে এমন কথা বলা যায় না। আমরা তাই আশা করবো, আপনারা সবাই মুক্ত কণ্ঠে সততার সঙ্গে আপনার বক্তব্য উপস্থিত করবেন এবং সকল সভ্যই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আগ্রহের সঙ্গে সে বক্তব্য বিচার করবেন। আমাদের সকলের মিলিত চিন্তা এক অমোঘ শক্তি সৃষ্টি করবে। কোনো কোনো বিষয় মতদ্বৈধতা সৃষ্টি করতে পারে, কোনো কোনো শব্দ আমাদের কটু মনে হতে পারে। আমাদের কোনো বাক্য যদি কাউকে অখুশি করে তাহলে অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, আমরা কাউকেই আঘাত দিতে চাই নি। আমরা সকল সভ্যদেরকে নিয়েই চলতে চাই, কোনো একজনকেও বাদ দিয়ে নয়—আমরা এই সম্মেলনে যা গ্রহণ করবো তার প্রয়োগের জন্য, সফলতার জন্য, আমরা হব ধীর, স্থীর, নমনীয়, ধৈর্যশীল ও বিজ্ঞ। আমি মুক্ত কণ্ঠে জানাতে চাই, আগামী বছরগুলিতে যতদিন এই আন্দোলনের পুরধায় থাকবো কিছুতেই এই আদর্শে বিচ্যুত হবো না।

আমাদের আন্দোলন ব্যাপক হয়েছে, এবং হয়েছে শক্তিশালী। খুব আনন্দের সংবাদ, বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম করে মোজাম্বিক, অ্যাঙ্গোলা, সাওতোমে, ও প্রিনসিপ, গিনি-বিসাউ, কেপ-ভারদে দ্বীপপুঞ্জ পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করেছে, আজ তারা সার্বভৌম গভর্নমেণ্ট হিসাবে আমাদের আন্দোলনের সম্মানিত ও গুরুত্বপূর্ণ সভ্য। ছয় বছর পূর্বে আলজিরিয়া শীর্ষ সম্মেলনের সময় তাঁরা ছিলেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অংশ।

ভিয়েতনাম গত তিরিশ বছর ধরে প্রশংসনীয় ও অনন্যসাধারণ আত্ম-ত্যাগের মধ্যে দিয়ে একত্র হয়েছে।

ইরানের শাহ এখন আর শাহ নেই। সেন্টো আজ অবলুপ্ত। সোমোজা ক্ষমতাচ্যুত। সাহসী ছোট্ট গ্রেনাডা ফ্যাসিস্ট জাইরের শাসন হতে মুক্ত। এ সবই স্বাধীনতা, প্রগতি ও মুক্তির দিকচিহ্ন। আমাদের আকাঙ্ক্ষা সার্থক হচ্ছে, কারণ আমাদের দিকে ন্যায়।

ক্রমশই অসংখ্য জনসাধারণ উপনিবেশবাদী, নয়া-উপনিবেশবাদী, ফ্যাসিবাদী ও অন্যান্য শোষণের নিগড় ভেঙে আমাদের সঙ্গে শামিল হচ্ছেন। কোনো না-কোনোভাবে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন এই সব নিপীড়িত জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাই তাদের জয়ও আমাদের জয়। তৎসত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ নখদন্ত থাবা নিয়ে চুপ করে বসে নেই, অন্যান্য জাতি ও দেশের উপর তার দখলদারী ও শোষণ সমভাবেই চলেছে। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে সততই তাদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

প্রথমে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি বহু দুঃখ-কষ্টভোগী অথচ শৈর্যশালী প্যালেস্টানীয়দের প্রতি। একটা জাতির শান্তিপূর্ণভাবে বেঁচে থাকবার অধিকার এইভাবে পদদলিত ও লুণ্ঠিত হবার নিদর্শন এই শতাব্দীতে আছে কিনা সন্দেহ। অনুগ্রহ করে মনে রাখুন, আমরা কেউই উন্মত্ত নই। বৈপ্লবিক আন্দোলন সব সময়েই জাতিগত বৈষম্য ও সংঘবদ্ধ-ভাবে হত্যা ও লুটের বিরোধী। আমরা সর্বান্তঃকরণে নাৎসীদের ইহুদী হত্যার নিন্দা করি কিন্তু প্যালেস্টানীয়দের উপর সাম্রাজ্যবাদীদের অকথ্য অত্যাচার নাৎসীদেরও হার মানিয়েছে।

নিজেদের দেশ থেকে তারা বিতাড়িত, সারা পৃথিবীতে তাদের ছড়িয়ে

পড়তে বাধ্য করা হয়েছে, অমানুষিক নিপীড়ন ও মৃত্যু-যন্ত্রণা তারা ভোগ করছেন। আমাদের যুগে প্যালেস্টাইনবাসীরা হচ্ছেন অত্যাচারিত, নিপীড়িত দেশপ্রেমিকদের জীবন্ত প্রতিভূ।

টুকরো টুকরো করে প্যালেস্টাইন ও তার পার্শ্ববর্তী আরব দেশগুলিকে, যথা সিরিয়া, জর্ডান ও ইজিপ্ট-এর অংশবিশেষ আমেরিকার আধুনিকতম অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আক্রমণকারী দেশ দখল করেছে।

প্যালেস্টাইন ও আরবদের যুক্তিসঙ্গত দাবিগুলি গত কুড়ি বছর ধরে সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল দেশগুলি ও জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন সমর্থন করে এসেছে। জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের স্রষ্টা ছিলেন নাসের। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আক্রমণকারী দেশ ও তার সাম্রাজ্যবাদী সমর্থকেরা জাতি সঙ্ঘের বিভিন্ন আদেশ উপেক্ষা করে চলেছে।

সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শয়তানী-প্রথা, বিভেদ ও বিশ্বাসঘাতকতা দিয়ে তাদের মনোমত ব্যবস্থা জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে প্রতিপক্ষের উপর। এই নিন্দনীয় শঠতাপূর্ণ ব্যবস্থা যাকে সমর্থন করছে যুদ্ধবাদীরা কিছুতেই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না।

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ইজিপ্ট সহ আরব ও প্যালেস্টাইনবাসীদের স্বার্থের পরিপন্থী সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল জনসাধারণ জাতিসংঘ ও অন্যান্য বিশ্বসংস্থায় সর্বদাই এমন ব্যবস্থা উত্থাপন করছেন যাতে প্রতিপক্ষেরই গ্রহণযোগ্য ও সম্মানজনক শান্তি স্থাপিত হয়। শান্তি রক্ষার্থে সবাই থাকবেন চুক্তিবদ্ধ। প্রকৃত শান্তি মধ্য প্রাচ্যে অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতা, শঠতা ও চাতুর্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যাবে না।

মধ্যপ্রাচ্যে আরব দেশগুলি ও আফ্রিকার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা চাইছেন একটির জায়গায় দুটি ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী—ইজরাইল ও ইজিপ্ট। যদি সত্যি ইজিপ্ট ও ইজরাইলের মধ্যে শান্তি থাকবে তাহলে তারা অস্ত্র যোগাড় কেন করছেন, যদিও ইজিপ্ট অস্ত্র পাচ্ছে তবুও ইজরাইলের মত অতটা আধুনিক অস্ত্র নয়। এর প্রয়োগ হবে কেমন করে? নিশ্চয়ই ঐ এলাকার লোকেদের উপর, এমন কি ইজিপ্টের জনসাধারণের উপর।

বিশ্বনীতি অবশ্যই ন্যায়নিষ্ঠ হওয়া উচিত। জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের

তরফ থেকে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির নিন্দা করা উচিত। নৈতিক দিক থেকেও এ চুক্তি ভর্ৎসনার যোগ্য।

গত দশ বছর ধরে আমরা দেখেছি জিম্বাবুয়ের উপরে সাম্রাজ্যবাদী চাতুর্য, শঠতা ও জঘন্য অপরাধ অনুষ্ঠিত হতে। স্বল্প সংখ্যক হত্যাকারী বর্ণবিদ্বেষী ষাট লক্ষ আফ্রিকাবাসীর উপর নির্মম অত্যাচারের কাহিনী আমরা জানি। তথাকথিত অভ্যন্তরীণ চুক্তির নিন্দা করা আমাদের উচিত। মুজরেবা পুতুল সরকারের পরিবর্তে জিম্বাবুয়ে পেট্রিয়টিক ফ্রন্টের এরাই হলেন জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিভূ। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের এবিষয়ে সক্রিয় চেষ্টা করা অবশ্যই কর্তব্য।

জাতিসংঘের নির্দেশকে অসম্মান করে, অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে দক্ষিণ আফ্রিকা নামিবিয়ার জনসাধারণের উপর তার অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে অথচ আমেরিকা, নাটো দেশগুলিসহ দক্ষিণ আফ্রিকাকে সমানে সাহায্য করে চলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যবাহিনীর যার ওদেশে থাকবার কোনো অধিকার নেই. সারা পৃথিবীর জনমতকে উপেক্ষা করে নামিবিয়ার জনসাধারণকে পদানত করে রেখেছে।

দুষ্ট ক্ষতের মত দক্ষিণ আফ্রিকা লেগে আছে আফ্রিকার, তথা পৃথিবীর বুকে। ঐ বীভৎস ফ্যাসিস্ট শক্তির শক্ত ঘাঁটি দেখে মানবীয় সম্ভ্রমবোধ ক্ষুণ্ণ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। মুষ্টিমেয় কিছু বর্ণবিদ্বেষীদের হাতে আফ্রিকার দক্ষিণ কোণে দু-কোটি আফ্রিকাবাসীর অবমাননা, শোষণ ও অত্যাচার হয়েই চলেছে। কে এই অত্যাচারের উৎস মুখ খুলে দিয়েছে? কে যোগাচ্ছে তাদের মদত? অনেকেই বলছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা এটম বোমা তৈরি করতে পারে। আমি জিজ্ঞাসা করি কার বিরুদ্ধে এই বোমা ব্যবহৃত হবে? প্রেটোরিয়ার কালোদের ঘেটোগুলোর উপর কি? কে জানে হয়তোবা এই প্রান্তে মানব মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে?

রোডেশিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষীদের প্রতিদিন বোমা ফেলে মোজাম্বিক, জাম্বিয়া, আঙ্গোলা এবং বোটসোয়ানায় হাজার হাজার নিরস্ত্র নগরবাসী ও উদ্বাস্তুদের হত্যা করতে আদেশ দিয়েছে? কেনই বা এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে না? কেন পররাজ্য-লোভী ধর্মান্ধ ইহুদীদের প্যালেস্টাইন উদ্বাস্তু ও লেবাননে শহরে প্রতিদিন বোমা ফেলতে দেওয়া

হচ্ছে? কে তাদের এই অধিকার দিল? কোথায় পেল তারা এই শক্তি? কেন তারা ভয়াবহ ক্ষতি ও মৃত্যুর পরোয়ানাবাহী আধুনিকতম অস্ত্র ব্যবহার করছে? কে তাদের এই অস্ত্র যোগাচ্ছে? সাম্রাজ্যবাদীদের মুখোস কি খুলে পড়ছে না? এতেও কি আমরা বুঝতে পারছি না কি রকম শক্তি তারা আমাদের জনসাধারণের জন্য ব্যবস্থা করতে চায়। অথবা আমাদের বিশ্বাস করতে হবে শিশু হত্যা, নরহত্যা, নারী হত্যা কোনো পাপ নয়? কোনো পাপ নয় প্যালেস্টানীয়, লেবানিজ বা কালো মানুষ হত্যা করা? অত্যাচারের এই পদ্ধতি ও মানসিকতার সঙ্গে নাৎসীদের অত্যাচারের বীভৎসতায় কোনো পার্থক্য আছে? প্রতিদিন পত্র মারফৎ প্রচার করা হচ্ছে, যেন আমাদের সইয়ে নেওয়া হচ্ছে, আমরা যেন এই অত্যাচারের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করি।

আফ্রিকা ও পৃথিবীর চিন্তাশীল লোকেদের চঞ্চল করে তুলেছে আর একটি সমস্যা, সেটি হল পশ্চিম সাহারার সমস্যা। কিউবার সহিত মরক্কোর কোন বিরোধ নেই, বরঞ্চ আমেরিকানদের কিউবা অবরোধের সময় মরক্কো কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিল, তৎসত্ত্বেও সমস্যাটিকে নীতিগতভাবে বিচার করলে অবশ্যই কিউবা সাহারাবাসীদের স্বাধীনতার সর্বান্তঃকরণে দাবি সমর্থন করবে এবং তাদের দেশকে অধিকার করে থাকার দৃষ্টান্ত কিছুতেই সমর্থন করতে পারে না। সাহারাবাসীদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যাচাই করবার জন্য যে কমিটি জাতিসংঘ তৈরি করেছিলেন কিউবা তার সদস্য ছিল। কিউবা এ কথা অকুণ্ঠ চিত্তে বলতে পারে শতকরা নিরানব্বই জন সাহারাবাসী দেশের স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী। মারিটানিয়া নব্য-পশ্চিম সাহারার উপর তাদের ভূমিগত অধিকার ছেড়ে দিতে চেয়েছে, আমরা তাদের এই সাহসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপকে ভূয়সী প্রশংসা করি এবং আশা করবো, মরক্কো তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্বিবেচনা করবো কারণ তাদের চলতি নীতি বিশ্ব-পরিস্থিতিতে তার সহযাত্রীদের থেকে শুধু আলাদা ও দুর্বল করে ফেলছে না, অর্থনৈতিক দিক থেকেও তাদের পঙ্গু করে আনছে। সাহসী সাহারাবাসীদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সর্বদেশেরই স্বীকৃতি দেওয়া উচিত এবং পলিসারিও ফ্রন্ট সাহারাবাসীদের আইনসম্মত প্রতিভূ—তারও স্বীকৃতি হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সাইপ্রাসের জনসাধারণ বৈদেশিক শাসন থেকে তাদের দেশের একটা অংশ মুক্ত করবার প্রচেষ্টাকে আমরা সমর্থন করি এবং তাদের দেশের ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যেকার শান্তি ও সৌভ্রাতৃত্ব স্থাপনের যে চেষ্টা চলেছে তাকে স্বাগত জানাই।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে কিউবার নীতি স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। ভিয়েতনাম আমাদের কাছে পবিত্র। আমরা এক সময়ে শপথ গিয়েছিলাম যে আমরা ভিয়েতনামের জন্য মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত।

আধুনিক সময়ে আর কোনো জাতির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এত বেশি অত্যাচার, ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যুবরণ করতে হয় নি। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে আর কোনো জাতির দান এদের চেয়ে বেশি নয়। আধুনিক সময়ে আর কোনো জাতি সমগ্র পৃথিবী জুড়ে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মানসিকতা সৃ করতে পারে নি।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যত বোমা ব্যবহৃত হয়েছিল তার চতুর্গুণ ফেলা হয়েছিল এক ভিয়েতনামে। পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজেদের থাবা কেটে ফেলে এসেছিল এই ভিয়েতনামে। ভিয়েতনাম শিখিয়েছিল পৃথিবীর সমস্ত নিপীড়িত দেশকে যে কোনো শক্তিই একটি দৃঢ় সংকল্প জাতিকে পদানত করে রাখতে পারে না। ভিয়েতনামের সংগ্রাম নিপীড়িত জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছিল।

এখন ভিয়েতনাম যখন মার্কিন ষড়যন্ত্র, কুৎসা ও অবরোধের বলি হতে চলেছে এবং চীন যখন বিশ্বাসঘাতকতা, শত্রুতা ও আক্রমণ করছে, কিউবা দৃঢ়ভাবে ভিয়েতনামের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারা ভিয়েতনামী রিফিউজিদের কথা বলেন—যার উৎপত্তি হয়েছে তিরিশ বছরের আগ্রাসী যুদ্ধ, উপনিবেশবাদ ও তদ্‌জনিত অনুন্নত দেশের সমস্যা হিসাবে, —একবারও কিন্তু তাদের মনে পড়ে না কুড়ি লক্ষ প্যালেস্টানীয় জনসাধারণের কথা, যারা সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে, লক্ষ লক্ষ জিম্বাবুয়ান, নামিবিয়ান ও দক্ষিণ আফ্রিকার রিফিউজিদের কথা—যারা নিজেদের দেশ থেকে বিতাড়িত, অত্যাচারিত ও মৃত।

চীনের কি অধিকার আছে যে সে ভিয়েতনামকে শিক্ষা দিতে চায়। তার দেশকে আক্রমণ করে, তার সম্পদ নষ্ট করে এবং হাজার হাজার দেশবাসীকে

হত্যা করে ? চীনের যে শাসকচক্র আলেন্দের বিরুদ্ধে পিনোচেতকে সমর্থন করে, আঙ্গোলার উপর দক্ষিণ আফ্রিকার আক্রমণকে সমর্থন করে, শাহকে মদত দেয়, সোমোজাকে সমর্থন করে, সাদাতকে সমর্থন করে ও অস্ত্র-শস্ত্র যোগান দেয়, কিউবায় মার্কিন অবরোধকে এবং গুয়ানটানামোর (কিউবার দক্ষিণ অংশের বন্দর—অনুবাদক) মার্কিন নৌঘাঁটি যারা স্বীকৃতি দেয় আর আমেরিকান ও ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের—যারা মদত দেয় তাদের কি কোনো সম্মান আছে বা আছে নৈতিক অধিকার কোনো জাতিকে শিক্ষা দেবার !

চীন সরকারের আগ্রাসনের হুমকি ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে আমরা লাওস সাধারণতান্ত্রিক সরকারকে সমর্থন করি ।

কামপুচিয়া সম্পর্কে কিউবার নীতি সর্বজনবিদিত । আমরা কামপুচিয়ার সত্যিকারের আইনসম্মত সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছি । এরা হলো কামপুচিয়ার সাধারণতন্ত্র সরকারের গণ-বৈপ্লবিক পরিষদ । কামপুচিয়ার সঙ্গে ভিয়েতনামের সংহতি আমরা সমর্থন করি । লোকেরা বলে কামপুচীয়ার বিপ্লবীদের সমর্থনে ভিয়েতনাম সৈন্য পাঠিয়েছে । কিন্তু তারা দেখেনা যে খুনী দস্যুদল চীন ও সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় যারা ওদেশকে দখল করেছিল, তারাই ভিয়েতনামকে প্রথম আক্রমণ করেছিল, এবং ভিয়েতনামী জনসাধারণকে—শিশু, নারী ও পুরুষ নির্বিশেষে গণহত্যা করেছিল, এর অকাট্য প্রমাণ সহ দলিল বর্তমান ।

আমরা সর্বান্তঃকরণে গণ-হত্যাকারী পল পত ও ইয়েং সারি সরকারকে ধিক্কার দেই । তিরিশ লক্ষ মৃত দেশবাসী তাদের অভিযুক্ত করেছে । এমনকি সিংহানুক স্বীকার করেছেন তাঁর কয়েকজন আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করা হয়েছে । পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল লোকেদের লজ্জার ব্যাপার যে বিপ্লব ও সমাজতন্ত্রের নামে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

তৎসত্ত্বেও আমন্ত্রণকারী দেশ হিসাবে কিউবা দুই পক্ষকেই এই সম্মেলনে উপস্থিত হতে দিয়েছে যতক্ষণ-পর্যন্ত এ বিষয়ে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন । এটা বুদ্ধির অগম্য যখন দেখতে পাই আমেরিকা ও ইজারাইলের সঙ্গী ইজিপ্ট আরব দেশগুলো ও প্যালেস্টানীয়দের স্বার্থ

জলাঞ্জলি দিচ্ছে অথচ তার জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন হতে বহিষ্কারের বিরোধিতা করছে কিছু দেশ, আবার তারাই ভিয়েতনাম সম্পর্কে কুৎসা প্রচার করছে, যেহেতু ভিয়েতনাম আগ্রাসী শক্তিকে সার্থকভাবে রুখে দাঁড়িয়েছে, আর বিশ্বমানবতার অপমানকারী পল পত সরকারের অস্তিত্ব সম্পর্কে ছড়াচ্ছে গুজব।

আমাদের আন্দোলনে ঐক্য নিশ্চয়ই বজায় রাখতে হবে এবং সভ্য দেশগুলোর মধ্যেকার মতান্তর সর্বদাই শান্তিপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে কিন্তু আমাদের হতে হবে পক্ষপাতশূন্য, বাস্তবধর্মী ও রাজনৈতিক তীক্ষ্ণধী। উগাণ্ডার আগ্রাসী প্রচেষ্টাকে টাঞ্জানিয়ার প্রতিহত করতেই হবে এবং ও-দেশের অত্যাচারিত স্বাধীনতা কর্মীদের সমর্থন করতে হবে। উগাণ্ডার বিপ্লবী সরকারকে যদি আমরা এই আন্দোলনে গ্রহণ করতে পেরে থাকি—তা হলে সেই অধিকার কামপুচিয়ার জনসাধারণকে কিভাবে অস্বীকার করি?

কোরিয়ার একীকরণ আন্দোলনের আমরা দৃঢ় সমর্থক। কোরিয়ার অন্যায় বিভাজন এবং প্রকৃতপক্ষে ওদেশের একটা অংশ আমেরিকার সৈন্যদের দ্বারা অধিকৃত হয়ে আছে তার আমরা নিন্দা করি। মার্কিন সরকারের সৈন্য কমাবার প্রতারণাপূর্ণ প্রতিশ্রুতিকে আমরা ধিক্কার দিই। মার্কিন সরকার সৈন্য কমান নি বরঞ্চ বাড়িয়েছেন এবং তার আক্রমণ শক্তি করেছে ক্ষুরধার।

আমাদের আমেরিকায় পোর্টোরিকোর সঙ্গে আমাদের দৃঢ় ও শক্তিশালী ঐক্য আমরা আবার ঘোষণা করছি। ঔপনিবেশিক শক্তি এদেশের স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার প্রচেষ্টাকে অনমনীয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। যেমন জিম্বাবুয়ে, নামিবিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা। প্যালেস্টাইন বা অন্যান্য দেশে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছি—পোর্টোরিকোর প্রয়োজন একই প্রকার, যদিও আমরা জানি আমাদের উপর আমেরিকা খুবই চাপ সৃষ্টি করবে তথাপিও ব্রতযাপনের মত আমাদের সাহায্য ওদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

পানামার খালের উপর পানামার অধিকার আমরা চাই পরিপূর্ণভাবে। কোন চুক্তির মারফত জটিলতা সৃষ্টির আমরা নিন্দা করি।

বেলিজির স্বাধীনতা আমরা সমর্থন করি। মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায়

গুয়াতেমালার শাসককুল প্রধানত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। অথচ বেলেজি জাতি হিসাবে গুয়াতেমালাবাসীদের থেকে সর্বদিক দিয়ে স্বতন্ত্রী ইতিহাস, সংস্কৃতি বা জাতিগতভাবে। বেলিজ ও গুয়াতেমালা দুটি জাতিরই স্বাধীনতার প্রয়োজন। সদ্য-স্বাধীন নিকারাগুয়াকে আমাদের সর্বতোভাবে নতুন করে গড়ে তুলবার জন্য সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত, গত পঞ্চাশ বছর ধরে সোমোজাগোষ্ঠী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় এদেশকে ভেঙে চুরে শেষ করে দিয়েছে। এ দেশের পাশে আমাদের দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়ানো উচিত।

এক'শ বছর পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে যুদ্ধ বাধিয়ে বলিভিয়ার কিছু অংশ ছিনিয়ে নেওয়া হয়। সে এখন যুক্তিসঙ্গতভাবে চাইছে সমুদ্রে যাবার পথ—যেটা তার দেশের অর্থনীতির জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের তার এই দাবিকে সমর্থন করা উচিত।

পৃথিবীর এই অংশে কোনো প্রকার ঔপনিবেশিক শক্তির অবস্থান আমরা সহ্য করবো না।

কিউবাও আমাদের সাহায্য প্রার্থী। আমেরিকা এখনও আমাদের দেশকে অপরাধপ্রবণ নৃশংস অর্থনৈতিক অবরোধ করে রেখেছে। এমন নিশ্ছিদ্র অবরোধ যে ওষুধ পর্যন্ত আমাদের দেশে আনা সম্ভব নয়। এখনও আমাদের দেশের একটা অংশ জোর করে তারা অধিকার করে রেখেছে।

আমাদের দেশের উন্নতিতে বাধা দেবার অধিকার আমেরিকার কি আছে? আমেরিকা কি জোর করে অন্য দেশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করতে পারে?

এই সমস্ত বিষয় ও বিবাদ যা নিয়ে আমরা চিন্তিত ও আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকা প্রয়োজন, আমরা একটি অপরিবর্তনীয় জিনিস-এর মধ্যে দেখতে পাই—সেটি হলো সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ। আমাদের আন্দোলন কি একে অস্বীকার করতে পারে? সব ঘটনা আপনাদের কাছে বিস্তৃতভাবে উপস্থিত করলে আমরা কি চরমপন্থী বলে চিহ্নিত হব?

অনুন্নত দেশ, যাদের সব সময়েই দারিদ্র্যের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হচ্ছে, যাদের জীবনধারণের মান খুবই নিচু, স্বভাবতই সেদেশের লোকেদের আয়ু দীর্ঘ নয়। যুদ্ধে তাদের তুলনামূলকভাবে ক্ষতি কম, কিন্তু শান্তি চাই না আমরা

এইরূপ অবিবেচক নই। আমরা যদি তাই হতাম তাহলে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী হই কি করে। আমরা স্বীকার করি না যে আণবিক যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এ উন্মাদ চিন্তা, পৃথিবীব্যাপী মানব সভ্যতার বিনাশের পথ। ধ্বংসের আয়ুধ এর পূর্বে মানুষের হাতে এইরূপভাবে আর কখন জমা হয় নি। এ খবর আমরা রাখি। ইতিহাসের গতিপথে এই প্রথম আমাদের প্রজন্ম বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

আজকের পৃথিবীতে অসীম শক্তি সম্পন্ন অস্ত্রের পাহাড় জমে উঠেছে এবং সাথে সাথে অসংখ্য সমস্যা। গরিব, অনুন্নত দেশ, খাদ্যাভাব, দারিদ্র্য, বিষাক্ত বায়ুমণ্ডল, শিক্ষা ও গৃহ সমস্যা, বেকারি এবং সর্বোপরি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে মনুষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি, অন্যদিকে দেশে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জমি, জল, শক্তি ও কাঁচামালের অভাব এখনই সৃষ্টি হয়েছে।

ঐশ্বর্যশালী পুঁজিপতি দেশগুলি এমন একটি অপব্যয়ী ক্ষণস্থায়ী জীবনযাত্রা তৈরি করেছে এবং তার প্রচার চলেছে দেশে দেশে যাতে আমাদের অংশের বহুদেশের লোক উন্নতি বলতে মনে করে নিউইয়র্ক, লণ্ডন বা প্যারিসের মতন জীবনযাত্রা।

কোনো না-কোনোভাবে পৃথিবীব্যাপী অর্থনৈতিক সংকট, শক্তি সংকট, মুদ্রাস্ফীতি, বাণিজ্যিক মন্দা ও বেকারি বহুদেশের সরকার ও জনসাধারণকে নিষ্পেষিত করছে। আমাদের আন্দোলনের সভ্যদের মধ্যে এমন কোনো দেশ বোধহয় নেই যে এই সমস্যায় জর্জরিত নয়।

শান্তির জন্য সংগ্রাম ও সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, দেশে দেশে জনসাধারণ যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তার কার্যকর সমাধান, আমাদের মনে হয় ক্রমশ জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূল কর্মসূচী হতে চলেছে।

শান্তি, যা চারদিক থেকে আজ আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন জিনিস নয় যে শুধু বৃহৎ শক্তির তদারকিতে ছেড়ে দেওয়া যায়। শান্তি প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভবপর, কিন্তু ততটুকু সম্ভব যতটুকুর জন্য সারা পৃথিবীর লোক সংগ্রাম করতে প্রস্তুত। পৃথিবীর একটা অংশের জন্য নয়, শান্তি হবে সকল দেশের জন্য। শান্তি হবে ভিয়েতনামের জন্য, প্যালেস্টানীয়দের জন্য। জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ার দেশপ্রেমিকদের জন্য, দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের জন্য, আঙ্গোলা, জাম্বিয়া, মোজাম্বিক, বোস্টবেনা, ইথিওপিয়া,

সাইবেরিয়া, লেবানন এবং সাহারার জনসাধারণের জন্য। আমরা শান্তির সঙ্গে ন্যায় চাই। শান্তির সঙ্গে স্বাধীনতা চাই। চাই শান্তির সঙ্গে মুক্তি। বৃহৎ দেশগুলির জন্য শান্তি, আবার ছোট ছোট দেশগুলির জন্য চাই শান্তি, প্রতিটি মহাদেশের জন্য চাই শান্তি। সমগ্র মানব-জাতির জন্য চাই শান্তি। আমরা এ-ও জানি বিনা সংগ্রামে শান্তি স্থাপিত হবে না, কিন্তু আমাদের এই প্রত্যয় থাকা চাই যে সাম্রাজ্যবাদী, নয়া-সাম্রাজ্যবাদী, বর্ণবিদ্বেষী, সম্প্রসারণবাদী, ইহুদী, ধর্মান্ধ এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি থাকা সত্ত্বেও শান্তি সম্ভব। আমাদের সমষ্টিগত শক্তি অপরিমেয়। পূর্বে কখনও প্রগতিশীল শক্তি ও পৃথিবীব্যাপী জনসাধারণের এইরূপ উচ্চ রাজনৈতিক চিন্তাধারার সমন্বয় দেখা যায় নি। এমন কি সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল দেশগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রগতিশীল মানুষ একত্রিত হয়েছেন—যারা শান্তির জন্য সংগ্রামে প্রস্তুত। ভিয়েতনামের উপর জঘন্য সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ করতে সারা পৃথিবীর সোচ্চার প্রতিবাদের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনসাধারণের সেই বলিষ্ঠ ভূমিকা আমাদের ভুললে চলবে না।

আমাদের দাবি হবে শান্তি, অস্ত্র-সংবরণ, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত নিষিদ্ধকরণ। আমাদের দাবি করতেই হবে এবং আমরা জয়ী হব, কারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দাবি আদায় হবে না এবং মনুষ্যজাতিকে বাঁচাতে হলে এ ছাড়া দ্বিতীয় পথ নেই।

এই পথের সহায়ক প্রতিটি পদক্ষেপকে আমাদের সমর্থন করতে হবে। সুতরাং সোভিয়েত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দ্বিতীয় পর্য্যায় অস্ত্র-সংবরণের চুক্তি আমাদের স্বাগত জানাতে হবে এবং আগামী সম্ভাব্য সবল পদক্ষেপ সমর্থন করতে হবে। এবং এরই সঙ্গে সঙ্গে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ঠাণ্ডা যুদ্ধকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, দেশে দেশে অস্ত্র বিক্রয় করে ধ্বংস ও মৃত্যুর প্রহেলিকা সৃষ্টি করে, এবং মার্কিন সিনেটে অস্ত্র সীমিতকরণ চুক্তি বানচাল করবার চেষ্টা করে, তার বিরুদ্ধে সক্রিয় ও সোচ্চার হতে হবে।

আমরা জানি এই সব প্রচেষ্টা সদর্থক ও প্রয়োজনীয় কিন্তু আদর্শ স্বরূপ নয়। আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে আণবিক অস্ত্র নষ্ট করবার জন্য যার শেষে আসবে সকল রাষ্ট্রের জন্য সমতা এবং বন্ধ হবে অস্ত্রনির্মাণ

প্রতিযোগিতা। এমন একদিন আসবে সমগ্র মানব জাতি অস্ত্র তৈরি ও তার ব্যবসাকে করবে ঘৃণা।

পরিসংখ্যানবিদের মতে প্রতি বছরে পৃথিবীতে তিরিশ হাজার কোটি টাকা অস্ত্র ও যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য খরচ হয়। এই সংখ্যা হয়তোবা কম করেই ধরা হয়েছে।

আমেরিকার সৈন্য বাহিনী একাই তিন কোটি টন তেল খরচ করে প্রতি বছর সমস্ত মধ্য-আমেরিকা ও কেরেবিয়ান দেশের যাবতীয় ব্যবহৃত তেলের থেকে বেশি।

এই তিরিশ হাজার কোটি টাকা দিয়ে চল্লিশ কোটি ছেলেমেয়েদের জন্য ছয় লক্ষ স্কুল তৈরি করা সম্ভব বা তিরিশ কোটি লোকের জন্য ছয় কোটি সুন্দর বাসস্থান করা যায়, বা এক কোটি আশি লক্ষ শয্যাবিশিষ্ট তিরিশ হাজার হসপিটাল করা সম্ভব বা দু-কোটি শ্রমিকের জন্য কুড়ি হাজার শিল্প সংস্থা তৈরি করা সম্ভব বা পনের কোটি হেক্টর জমিতে বিজ্ঞান সম্মত সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব যাতে একশত কোটি লোকের খাদ্য সংস্থান হতে পারে। যুদ্ধ প্রস্তুতির জন্য প্রতি বছর এই পর্বত-প্রমাণ সম্পদ নষ্ট হচ্ছে।

উপরন্তু একবার ভেবে দেখুন কত যুবশক্তি, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সাজ-সরঞ্জাম কাঁচামাল ও অন্যান্য জিনিসপত্রের অপচয়ের কথা শান্তি ও বিশ্বাসের আবহাওয়াকে পৃথিবীময় দূষিত করতে কি অকল্পনীয় অর্থ ও সম্পদের অপচয় হয়।

আমরা মার্কসবাদীরা বিশ্বাস করি সমর ও সমর-সম্ভার ঐতিহাসিক-ভাবে এবং অনিবার্যভাবে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। এই ব্যবস্থা মানুষকে প্রলুব্ধ করে অন্য দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে দখল করতে। একবার আমি জাতিসঙ্ঘে বলেছিলাম—"লুণ্ঠনের দর্শন বন্ধ করুন সাথে সাথে যুদ্ধের দর্শন নিঃশেষ হয়ে যাবে।"

সাম্যবাদীদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। তাদের সৈন্য বাহিনীর প্রয়োজন নেই অন্যদেশ দখলের জন্য। জাতিতে জাতিতে মিত্রতা ও সৌভ্রাতৃত্বে আমরা এখন যা চাইছি, যখন বাস্তব হয়ে উঠবে কোন জাতিকে আক্রমণ বা দাবিয়ে রাখার জন্য অস্ত্রের প্রয়োজন হবে না, অথবা স্বাধীনতা অর্জন বা রক্ষার জন্য প্রয়োজন থাকবে না কোন অস্ত্রের।

যতদিন লাগে লাগুক বা যতই কাল্পনিক মনে হোক, এ পথ যতই বন্ধুর বা বিফলতা বয়ে আনুক বা কোন সময়ে আমাদের আন্দোলনের মধ্যে কেউ যদি বিশ্বাসঘাতকতা করেও আমাদের ব্যর্থমনোরথ হলে চলবে না। প্রতি বিশ্ব-সভায় ও সংস্থায় আমাদের এ দাবি তুলতে হবে যে আমরা বাগাড়ম্বর বাদ দিয়ে কাজ করি।

এই সমস্যা থেকে সোজাসুজি আমরা অর্থনৈতিক আলোচনায় এসে পড়ছি।

ক্রমশই আমাদের আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় লোকেরা, রাজনীতিজ্ঞরা অর্থনৈতিক সমস্যার উপর বিশেষ জোর দিচ্ছেন। আপনারা এই জটিল সমস্যা নিয়ে প্রতিদিনই অশান্তি ভোগ করছেন। আপনারা সবাই জানেন বৃহৎ সমস্যাগুলি কি: প্রতিদিন বৈদেশিক ঋণ বেড়ে চলেছে; বৈদেশিক মুদ্রার অভাবে তেল ও অন্যান্য বৈদেশিক পণ্যের দাম বেড়েই চলেছে, অসম বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি, আমাদের পণ্যের মূল্য বিদেশী বাজারে পাচ্ছি না, দেশে মুদ্রাস্ফীতি এবং জিনিসপত্রের দাম ক্রমশই বেড়ে চলেছে, এর দরুন অন্যান্য সামাজিক সমস্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রগতিশীল সরকারগুলি যারা তাদের সাধ্যমত চেষ্টা করে চলেছেন দেশের উন্নতির জন্য, তাদের অনেকেই বিশ্বপুঁজি সংস্থার অন্যায় ও অযৌক্তিক অর্থনৈতিক চাপের দরুন দুর্বিপাকে পড়ছেন এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ক্ষমতা চ্যুত হচ্ছেন। বিশ্ব-অর্থনৈতিক সংস্থার নিয়ম-কানুনের চাপে পড়ে আপনাদের অনেকেরই রাজনৈতিক মূল্যও কি দিতে হচ্ছে না? কিউবাকে এই বিশ্ব-সংস্থার বাইরে রেখে দেওয়ায় আমরা বুঝতে পারছি না আমাদের শাস্তি দেওয়া হল না শাস্তি?

জনসাধারণের বিপ্লবী আন্দোলনের শীর্ষে কোন কোন সরকার ক্ষমতায় এসেই দেশের অনুন্নত অবস্থার দরুন, ঋণগ্রস্ত অবস্থা ও দারিদ্র্যের জন্য জনসাধারণের ন্যূনতম আশা-আকাঙ্ক্ষাও পূরণ করতে পারেন না।

আমি আপনাদের কাছে অর্ধ-সত্য বলতে চাই না, প্রকৃত পরিস্থিতিকে কও লুকিয়ে রাখছি না—সামাজিক সমস্যা তখনই ভীষণ আকার ধারণ করে যখন দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় লোকের হাতে গচ্ছিত থাকে আর অধিকাংশ লোক হয় অধিকার চ্যুত। অল্প কথায়, সামাজিক ব্যবস্থা যদি ঠিক থাকে

তা হলে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি করবার সম্ভাবনা থাকে অনেক বেশি। কোন কোন দেশে দেখা যায় আর্থিক উন্নতির সাথে সাথে বাড়ছে দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, ব্যাধি, ভিক্ষুক ও বেকারি, এমন কি স্কুলে যাবার উপযুক্ত ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু তাদের জন্য স্কুল তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। এ সবই নির্দেশ করছে কোনখানে কিছু একটা গোলমাল বর্তমান।

অনুন্নত দেশ আশাবাদী হয়ে নিজেদের উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে জাহির করতে ভালবাসেন যদিও দেখা যায় তাদের মাথা পিছু আয় ও জীবন ধারণের মান ক্রমশই পিছিয়ে পড়ছে উন্নত দেশগুলি থেকে। পৃথিবীর শতকরা ৬৫ ভাগ লোক তৈরি করে মাত্র ১৫% সম্পদ এবং শিল্প সম্পদের মাত্র শতকরা ৮ ভাগ। এই ধরনের দেশগুলি যাদের নিজেদের প্রাকৃতিক জ্বালানি সম্পদ নেই কিন্তু বৈদেশিক ঋণ আছে তিরিশ হাজার কোটি টাকার, অনুমান করা যায় তাদের শতকরা ২০ ভাগ বৈদেশিক বাণিজ্য প্রায় ৪০০ কোটি টাকা ঋণের পরিচর্যা বাবদ দিতে হয় প্রতি বছর। উন্নত দেশগুলির মাথা পিছু আয় অনুন্নত দেশগুলির মাথা পিছু আয়ের চোদ্দগুণ বেশি। তার পরেও নব্বই কোটি নিরক্ষর লোক বাস করে অনুন্নত দেশে। এ এক ভয়াবহ অবস্থা।

একটি কঠিন মূল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে অনুন্নত দেশগুলি যাদের তৈল সম্পদ নেই। আন্দোলনের তারা এক বৃহৎ অংশ, জ্বালানি স্বল্পতায় বিব্রত হচ্ছেন। তেল রপ্তানিকারী দেশগুলিও অনুন্নত দেশ এবং প্রায় সবাই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সভ্য দেশ। তাদের আমরা সর্বদাই সমর্থন করে থাকি, তাদের সম্পদের পূর্ণ মূল্যায়ন যাতে তারা অসম বাণিজ্য নীতির বলি না হন বা তাদের সম্পদের অপচয় না ঘটে। এই দেশগুলির অর্থনৈতিক শক্তি এমন পর্যায়ে এসেছে যাতে তারা পুঁজিপতি দেশগুলির সঙ্গে ভালভাবে মোকাবিলা করতে পারে। কিন্তু তৈল সম্পদহীন দেশগুলির অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিশ্ব-বাজারে বক্সাইট, তামা বা অন্যান্য শক্ত খনিজ পদার্থ; চিনি, বাদাম, নারকেল, চা, কাজু বাদাম ও সিসল ইত্যাদি কৃষিপণ্যের দাম অবিশ্বাস্য রকম নিচু দামে উৎপন্নকারী দেশকে বিক্রয় করতে বাধ্য করছে। উন্নত দেশগুলি স্বার্থপরের

মত আমাদের দেশজাত পণ্যের উপর শুল্ক বাড়িয়ে দিয়েছে এবং যখন সম্ভব হচ্ছে সরকারি সাহায্যে নিজেদের পণ্যের দাম কমিয়ে আমাদের পণ্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থা এবং মার্কিন সরকার এই পদ্ধতি ধরেছে। যেমন চিনির ক্ষেত্রে। আমরা যেসব শিল্পসম্ভার ওদের দেশ থেকে আমদানি করি যথা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম, শিল্পজাত দ্রব্য বা অর্ধ-পরিসমাপ্ত দ্রব্য, সবার দামই ক্রমশ ওরা বাড়িয়ে যাচ্ছে। রপ্তানিকারী বাণিজ্যিক সংস্থা ক্রমশই এই সব জিনিসপত্রের দাম বেশি করে আদায় করছে। স্বভাবতই তেলের দাম বেশি করে দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব। তারা অনেক সময়েই কোটি কোটি টাকার অস্ত্র রপ্তানি করে সেই টাকা দিয়ে তেল সংগ্রহ করেন। ইরানের শাহ পদচ্যুত হবার পূর্ব পর্যন্ত খুব ভাল অর্থশালী গ্রাহক ছিলেন। তেল বিক্রয় করে যে উদ্বৃত্ত টাকা পাওয়া যায় তা আবার গচ্ছিত থাকে সর্বাপেক্ষা ধনী পুঁজিপতি দেশগুলির কাছে। এই অর্থ তারা তেল সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করে। কিন্তু তৈলবিহীন অনুন্নত দেশগুলির কাছে কি উপায় আছে?

এই বাস্তব পরিস্থিতি আমাদের অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে. কারণ বহু দেশের অবস্থাই জ্বালানি অভাবে ভীষণ সঙ্গীন এবং এদের মধ্যে অনেকেই জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সভ্যদেশ। আমাদের তাদের কথা চিন্তা করতে হবে, আলোচনা করতে হবে, সমাধানও খুঁজে বের করতে হবে। সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে সদাই প্রস্তুত। তাদের চেষ্টা হচ্ছে তেল সম্পদের অধিকারী দেশগুলিকে অন্যান্য অনুন্নত দেশগুলি থেকে আলাদা করে ফেলা—এরাই সমস্যার সৃষ্টিকর্তা এই কথা প্রচার করে—প্রকৃতপক্ষে এর কারণ সাম্রাজ্যবাদী পদ্ধতি, যার দ্বারা চালু হয়েছে পৃথিবীতে অন্যায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

কিউবা নিজের অসুবিধার সমর্থনে এবিষয় উত্থাপন করে নি। অবশ্য বিশ্ব-অর্থনৈতিক সমস্যার আঘাত আমাদের উপরেও পড়েছে। আমাদের দেশের উৎপন্ন পণ্য পশ্চিমী বাজার খুবই অল্প মূল্য ধার্য করেছে। কিন্তু আমরা সমাজবাদী দেশগুলি থেকে চিনির বদলে আমাদের প্রয়োজনীয় তেল এনে থাকি এবং চিনির মূল্য ও সেদেশে তেলের মূল্যের সমতা রেখে স্থির হয়।

তৎসত্ত্বেও একথা আপনাদের জানাতে চাই, আমাদের উৎপন্ন সমস্ত চিনি

যা আমরা তৈরি করেছি, ১৯৭৯ সালে প্রায় ৮০ লক্ষ টন পৃথিবীর মধ্যে সর্ব বৃহৎ, যদি আমরা তথাকথিত বিশ্ব-বাজারে পশ্চিমী দেশকে বিক্রয় করতাম তাদের ধার্য মূল্যে—এক পাউণ্ড চিনির দাম ৮ সেণ্ট দরে, তাহলে কিউবা কিছুতেই যে তেল সে-ব্যবহার করে তার চলতি দামে দাম দিতে সমর্থ হত না।

আমাদের এই জ্বালানি-অভাব জনিত সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতেই হবে, শুধুমাত্র উন্নত দেশগুলির জন্য নয় যদিও তারাই পৃথিবীর বেশির ভাগ জ্বালানি ব্যবহার করে। মূলত আমাদের সমাধান খুঁজতে হবে অনুন্নত দেশগুলির জন্য।

আমরা, বৃহৎ তেল রপ্তানিকারী দেশগুলি যারা জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সভ্য, তাদের কাছে আবেদন করছি, বলিষ্ঠ মনোভাব নিয়ে সাহসভরে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিজ্ঞজনোচিত অর্থনৈতিক সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করতে, বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ও লগ্নির ক্ষেত্রে, কারণ আপনাদের ভবিষ্যৎ আমাদের উপর নির্ভর করছে।

আমি আপনাদের ন্যায্য পাওনা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করছি না। আমি আপনাদের জনসাধারণের উন্নতি ও সুখ-সুবিধার সর্বপ্রকার চেষ্টা বন্ধ করে দিতে নিশ্চয়ই বলছি না। আমি আপনাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চেষ্ট হতেও বলছি না, আমি শুধু আপনাদের আহ্বান করছি আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরা একত্রে নতুন বিশ্ব-অর্থনৈতিকব্যবস্থা তৈরির জন্য সংগ্রাম শুরু করি যার অবশ্যম্ভাবী কল্যাণ আমাদের সকলের হবে।

অর্থ দিয়ে ভবিষ্যৎ কেনা যায় না। কারণ, ভবিষ্যৎ নিহিত আছে ন্যায়ের মধ্যে, আমাদের বিবেকের মধ্যে, আমাদের দেশবাসীর প্রকৃত ভ্রাতৃত্বমূলক ঐক্যের মধ্যে।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজন সারা পৃথিবীব্যাপী অভূতপূর্ব দায়িত্বশীল সচেতন সার্বিক প্রচেষ্টা।

আমরা যারা এখানে সমবেত হয়েছি তারা সংখ্যায় পৃথিবীর জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশ। আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে জাতি সঙ্ঘে ও অন্যান্য বিশ্ব-সংস্থার মধ্যে আমাদের প্রাণবন্ত আন্দোলনের গতিশীল শক্তিগুলি একত্রিত করি এবং দাবি করি জনসাধারণের জন্য অর্থনৈতিক ন্যায়। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বৈদেশিক আধিপত্য শেষ হোক, শেষ হোক

দর শ্রমচুরি—আসুন, আমরা ঐক্যবদ্ধ হই এবং দাবি করি দেশের সার্বিক
র জন্য, উন্নত জীবনের জন্য, ভবিষ্যতের জন্য।

র্যশালী দেশগুলি নিয়ে বিশ্ব-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কর্মকুশলতা অনেক
, এরাই অতীতে আমাদের শোষণ করেছে এবং এখনও করে চলেছে
। বনিয়াদ তৈরি হয়েছে পৃথিবীর এক বৃহৎ জনসমষ্টির দুঃখ, দারিদ্র্য ও
অবস্থা সৃষ্টি করে। এই ষষ্ঠ শীর্ষ সম্মেলন এক দুর্জয় ঐক্যবদ্ধ
ালনের সুষ্ঠু পরিকল্পনা উত্থাপন করুক কথার নয়, কর্মের।

[redacted], এই উদ্বোধনী ভাষণ অ-কূটনীতিজ্ঞ সুলভ মনে হবে, কূটনীতিসম্মত
য়ই কিন্তু কেউ অনুগ্রহ করে আমার সদিচ্ছাকে অবিশ্বাস করবেন না।

ধন্যবাদ

হাভানা : ৩রা সেপ্টেম্বর,
১৯৭৯

পাদটীকা

ক্তৃতায় উল্লিখিত দেশগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

াঙ্গোলা—মধ্য-আফ্রিকার দেশ, আটলান্টিক মহাসাগরের দিকে।

প ভাঁদে দ্বীপপুঞ্জ—পশ্চিম-আফ্রিকার পশ্চিমে, আটলান্টিক
হাসাগরের কয়েকটি দ্বীপ।

কাস্টারিকা—মধ্য-আমেরিকার দেশ, পানামা ও নিকারাগুয়ার মধ্যে।

গিনি-বিসাউ—পশ্চিম-আফ্রিকার দেশ, গিনি ও সেনেগালের মধ্যে।

ীনাডা—ক্যারিবিয়ান সাগরের একটি দ্বীপ।

াম্বিয়া—পূর্ব নাম উত্তর রোডেসিয়া, আফ্রিকা।

জম্বাবুয়ে—পূর্বের নাম দক্ষিণ রোডেসিয়া, আফ্রিকা।

মিনিকান সাধারণতন্ত্র—ক্যারিবিয়ান সাগরের বৃহৎ দ্বীপ।

ামিবিয়া—পূর্ব নাম দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা।

১৩ নিকারাগুয়া—মধ্য-আমেরিকার দেশ। কোস্টারিকা ও হণ্ডুরাসের মধ্যে।

১১ পোর্টোরিকো—ক্যারিবিয়ান সাগরের বড় দ্বীপ।

১২ বোটস্বানা—পূর্ব নাম বেচুয়ানাল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকার উত্তরের দেশ।

১৩ বলিভিয়া—দক্ষিণ-আমেরিকার দেশ।

১৪ বেলিজ—মধ্য-আমেরিকার দেশ। পূর্ব নাম বৃটিশ হণ্ডুরাস।

১৫ মরক্কো—উত্তর-আফ্রিকার দেশ। চিলির উত্তরে।

১৬ মোজাম্বিক—দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার দেশ। ভারত মহাসাগরের

১৭ সাও তোমে ও গ্রিনমিন—মধ্য-আফ্রিকার দেশ। গারুনের পা দক্ষিণ-আটলান্টিক মহাসাগরের দুটি দ্বীপ।

১৮ সুরিনাম—দক্ষিণ-আমেরিকার দেশ। পূর্ব নাম ডাচ-গিয়ানা বৃটি গিয়ানা ও ফরাসি গিয়ানার মধ্যে।

১৯ সেণ্ট লুসিয়া (Lucia)—ক্যারিবিয়ান সাগরের একটি দ্বীপ।

শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র পত্রিক

নিয়মাবলী

গ্রাহক সংক্রান্ত

প্রতি সংখ্যা এক টাকা।
বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা : দশ টাকা।
বছরের যে-কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া
ডাক খরচ আমাদের।

এজেন্সি সংক্রান্ত

৫ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া সম্ভব নয়।
কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাকা।
পত্রিকা ভি. পি-তে পাঠানো হয়।
ডাক খরচ আমাদের।

যোগাযো

শান্তি স্বাধীনতা স

৪/৩এ, ৩

কল

ফোন :